(৪)

আয়ুর্বিনশ্যতি যথামঘটস্থতোয়ং
বিদ্যুৎপ্রভেব চপলা বত যৌবনশ্রীঃ।
বৃদ্ধা প্রধাবতি যথা মৃগরাজপত্নী
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

অপক্ক-মৃন্ময় পাত্রে জলের মতন
আয়ুঃক্ষয় হইতেছে দেখি প্রতিক্ষণ।
বিদ্যুৎ প্রকাশি যথা মিলাইয়া যায়,
বৃদ্ধা হ'লে সিংহী যথা কোথায় পলায়;
সেরূপ যৌবন-শোভা থাকি কিছু দিন,
অবশেষে হ'য়ে যায় কোথায় বিলীন।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজি আমার শরণ!

(৫)

আয়াদ্ব্যয়ো মম ভবত্যধিকো বিনীতেঃ
কামাদয়ো হি বলিনো নিবলাঃ শমাদ্যাঃ।
মৃত্যুর্যদা তুদতি মাং বত কিং বদেয়ং
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

পরম দুর্ম্মতি আমি, ধিক্ মোরে ধিক্,
আয় হ'তে ব্যয় মোর হইল অধিক।
কামাদি সমস্ত রিপু হইল প্রবল,
শমাদি সমস্ত গুণ হারাইল বল।
মৃত্যুও দিতেছে পীড়া সদাই আমায়,
কি আর বলিব হায়! বল না তাহায়!
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(৬)

তপ্তং তপো নহি কদাপি ময়েহ তন্বা
বাণ্যা তথা নহি কদাপি তপশ্চ তপ্তম্।
মিথ্যাভিভাষণপরেণ ন মানসং হি
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

কোন [illegible] স্বীকার করিয়া
তপ জপ [illegible] রে আসিয়া।
মুখেও না কোন কথা করি উচ্চারণ,
তপ জপ না করিনু ভুলেও কখন।
কত মিথ্যা কথা আমি কহি অবিরাম,
মনেও না আনি কিন্তু কভু তব নাম।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(৭)

শুদ্ধং মনো মম সদা নহি যাতি সৌম্যং
চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্যতি বিশ্বরূপম্।
বাচা তথৈব ন বদেৎ মম সৌম্যবাণীং
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

তব সৌম্য ভাবে মোর নাহি যায় মন,
তব বিশ্বরূপ চক্ষু না করে দর্শন।
এ পোড়া বাক্যও মোর ভুলিয়াও হায়
তব সৌম্যবাণী কভু বলিতে না চায়।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(৮)

সত্ত্বং ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং
বিদ্ধে তদা কথমহো শুভকর্ম্মবার্ত্তা।
সাক্ষাৎপরম্পরতয়া সুখসাধনং তৎ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-ভাবে এই ভবে
যে সুখ-সাধন সত্ত্বগুণেতে সম্ভবে,
সেই সত্ত্বগুণ, তমো-রজো-বিমিশ্রিত
মানসে নির্ম্মল ভাবে না হয় উদিত।
সুতরাং পুণ্যকার্য্য কিরূপ করিয়া
করিতে পারিব আমি, না পাই ভাবিয়া!
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(৯)

পূজা কৃতা নহি কদাপি ময়া ত্বদীয়া
মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেৎ রসজ্ঞা।

চিত্তং ন মে স্মরতি তে চরণৌ কদাচিৎ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥

বারেক তোমার পূজা করিবার তরে
হায় কিছুতেই মোর মন নাহি সরে !
রসগ্রাহী ব'লে তার নামটী রসনা,
তব মন্ত্র কিন্তু হায় না করে রটনা !
রয়েছে সদাই বটে চিত্তটী আমার,
স্মরণ না করে কিন্তু চরণ তোমার !
তাই ওহে দীনবন্ধু ! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ !

(১০)

যজ্ঞো ন মেঽস্তি হুতিদানদয়াদিযুক্তো
জ্ঞানস্য সাধনগণো ন বিবেকমুখ্যঃ ।
জ্ঞানং ক সাধনগণেন বিনা ক মোক্ষ-
স্তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥

দান-দয়া-সমন্বিত যজ্ঞ আচরণ
করিতে আমার মতি না হলো কখন ।
যে সাধন-বলে হয় জ্ঞানের সঞ্চার,
সে সাধন না করিনু কভু একবার ।
এ সংসারে নাহি যদি হইল সাধন,
কিরূপে মিলিবে তবে জ্ঞান মোক্ষধন !
তাই ওহে দীনবন্ধু ! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ !

(১১)

সৎসঙ্গতির্হি বিদিতা তব ভক্তিহেতুঃ
সাঽপ্যদ্য নাস্তি বত পণ্ডিতমানিনো মে ।
জ্ঞানান্তরেণ ন হি সা ক চ বোধবার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥

সাধু-সহবাস তব ভক্তির কারণ
জগতে বিদিত, তাহা না হলো ঘটন,
পরম পণ্ডিত বলি আছে অহঙ্কার,
তাই সাধুসঙ্গ নাহি চাহি একবার ।
সাধুসঙ্গ যেই জন কভু নাহি চায়,
কিছুতেই জ্ঞান তার না হয় ধরায় ।
তাই ওহে দীনবন্ধু ! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ !

(১২)

দৃষ্টির্ন ভূতবিষয়া সমতাভিধানা
বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষয়ীকরোতি ।
শান্তিঃ কুতো মম ভবেৎ সমতা নচেৎ স্যাৎ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে না করি দর্শন,
দৃষ্টি সদা ভেদ-জ্ঞানে রত অণুক্ষণ ।
সর্ব্বভূতে সমভাব যাবৎ না হয়,
হৃদয়ে না হয় কভু শান্তির উদয় ।
তাই ওহে দীনবন্ধু ! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ !

(১৩)

মৈত্রী সমেষু ন চ মেঽস্তি কদাপি নাথ !
দীনে তথা ন করুণা মুদিতা চ পুণ্যে ।
পাপেঽপ্যুপেক্ষণবতো মম মুৎ কথং স্যাৎ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥

মৈত্রী নাহি করি কভু তুল্য জন সনে,
করুণাও নাহি করি দীন হীন জনে ।
পুণ্য কার্য্য হেতু মোর মন নাহি যায়,
পাপ কার্য্যে মত্ত সদা, প্রীতি বা কোথায় ?
তাই ওহে দীনবন্ধু ! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ !

(১৪)

নেত্রাদিকং মম বহির্বিষয়েষু সক্তং
নান্তর্মুখং ভবতি তানপহায় তাবৎ ।
কান্তর্মুখত্বমপহায় সুখস্য বার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো ॥

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শ্রবণ কারণ
ইন্দ্রিয় সকল মোর ব্যস্ত অনুক্ষণ ।

বাহির বিষয় সব করি পরিহার
অন্তর্মুখ হ'তে নাহি চায় একবার।
অন্তর্মুখ না হইলে ইন্দ্রিয় সকল
সুখ এই নামটীও পরম বিরল।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(১৫)

ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবতাপশান্ত্যৈ
নাসীদসৌ কৃতফলো মম মায়য়া তে।
সা চাধুনা কিমু বিধাস্যতি নেতি জানে
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

ভবের দুর্জয় জ্বালা নাশিবার লাগি
গৃহাদি ছাড়িয়া আমি হইনু বৈরাগী।
তোমার মায়ায় কিন্তু পড়ি অনিবার,
সে জ্বালার কিছুতে না হ'লো প্রতীকার।
তোমার মায়ায় কিবা হবে অতঃপর,
তাহাও না বুঝিতেছি, ওহে পরাৎপর!
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(১৬)

প্রাপ্তং ধনং গৃহকুটুম্বগজাশ্বদারা
রাজ্যং যদৈহিকমথেন্দ্রপুরঞ্চ নাথ।
সর্ব্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কস্মৈ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

ভার্য্যা বন্ধু হস্তী অশ্ব অট্টালিকা ধন,
অমরাবতীর মত রাজ্য সুশোভন,
এ সব পাইনু বটে, কিন্তু কিবা ফল,
কিছুই ত স্থায়ী নয়;—সকলি বিফল!
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(১৭)

প্রাণান্ নিরুদ্ধ বিধিনা ন কৃতো হি যোগো
যোগং বিনাস্তি মনসঃ স্থিরতা কুতো মে।
তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শান্তিবার্ত্তা
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

প্রাণাদি নিরোধ করি শাস্ত্র-অনুসারে
যোগ নাহি করিলাম আসিয়া সংসারে।
মনের স্থিরতা কোথা যোগ না হইলে?
মনঃস্থির না হইলে শান্তি কোথা মিলে?
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(১৮)

জ্ঞানং যথা মম ভবেৎ কৃপয়া গুরূণাং
সেবাং তথা ন বিধিনাকিরবং হি তেষাম্।
সেবাঽপি সাধনতয়া বিদিতাঽস্তি চিত্তে
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

জ্ঞানের সঞ্চার যাঁহাদের কৃপা গুণে,
সে গুরুগণের সেবা না হলো জীবনে।
যে সাধন করিলেই গুরু সেবা হয়,
তাও কিন্তু মনে মনে জানি সুনিশ্চয়।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(১৯)

তীর্থাদিসেবনমহো বিধিনা হি নাথ
নাকারি যেন মনসো মম শোধনং স্যাৎ।
শুদ্ধিং বিনা ন মনসোঽবগমাপবর্গৌ
তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

তীর্থাদি সেবন করে যেই বিধিমতে,
তাহা হ'তে ভাগ্যবান্ কে আছে জগতে?
আমার অদৃষ্টে তাহা না হ'ল কখন,
সুতরাং না হইল চিত্তের শোধন।
চিত্তশুদ্ধি এ জগতে না হইল যার,
জ্ঞান মুক্তি কিরূপেতে হইবে তাহার?
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন—
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(২০)

বেদান্তশীলনমপি প্রমিতিং করোতি
ব্রহ্মাত্মনঃ প্রমিতিসাধনসংযুতস্য।
নৈবাহস্তি সাধনলবো ময়ি নাথ তস্যা-
স্তস্মাৎ ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥

বেদান্তই এক পূর্ণ-ব্রহ্মের প্রমাণ
ব্রহ্মাত্মা সাধক কাছে সদা বিদ্যমান।
হেন বেদান্তের আমি ভুলেও কখন
লেশমাত্র ভক্তিভরে না করি সাধন।
তাই ওহে দীনবন্ধু! এই নিবেদন
তুমিই হইলে আজ আমার শরণ!

(২১)

এতৎ স্তবং ভগবদাশ্রয়ণাভিধানং
যে মানবাঃ প্রতিদিনং প্রণতা পঠন্তি।
তে মানবা ভবরতিং পরিভূয় শান্তিং
গচ্ছন্তি কিঞ্চ পরমাত্মনি ভক্তিমন্তা॥

ভগবৎ-সমাশ্রিত এই শ্লোকচয়
ভক্তিভরে পড়ে যেই হইয়া তন্ময়,
ভব-তাপ যায়, মনে শান্তি আসে তার,
পূর্ণব্রহ্মে ভক্তি তার রহে অনিবার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ।

ত্রয়যুদ্ধের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(৪৩৩-৩৪ সংখ্যা—৩৩৪ পৃষ্ঠার পর)।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। প্রথম সর্গ।

ত্র-আস বা ত্রয় একটী পৌরাণিক প্রদেশ। ইহা তুরস্কের অন্তর্গত আসিয়া-মাইনরের উত্তর পশ্চিমে বিজন কানন-সঙ্কুল আইদা পর্ব্বতমূলে অবস্থিত। রমণীয় উপবন-পরিশোভিত তরঙ্গাকৃতি বন্ধুর ভূ-খণ্ড ক্রমশঃ মসৃণ হইয়া উপকূলে পরিণত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ত্রয় ইহারই রাজধানী। সমুদ্রোপকূল হইতে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী সমুন্নত সানুদেশে ইহার পত্তন-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।* সমস্ত নগর সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহারই উত্তমাঙ্গে দুর্জ্জয় গিরিদুর্গ ইলিয়ন বিরাজ করিত। এই দুর্গের নামানুসারেই নগরের নাম ইলিয়ন হইয়াছিল। গিরিশিখরোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে

* এম চিবালিয়রের মতে বর্ত্তমান বৌনরবাকি গ্রাম ত্রয়ের ধ্বংসাবশেষোপরি প্রতিষ্ঠিত। ইহা এখন সমুদ্রোপকূল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখানকার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ। গ্রামের নিকটে ও চতুঃপার্শ্বে নিবিড় নলবন ও উড়ম্বর বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। অদূরে বৃহৎ তোরণের ধ্বংসাবশেষ ও স্কামান্দার নদের উৎপত্তি-স্থান। স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকার সমাধিমন্দিরের ভগ্নাংশ সকলও দৃষ্ট হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার শ্লিমান এই স্থান খনন করিয়া ধ্বংসরাশির মধ্যে উপর্য্যুপরি নয়টী ভিন্ন ভিন্ন স্তর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ৮ বার এই নগর প্রাকৃতিক বিপ্লবে ধ্বংস হইয়া পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু নবম বা শেষ বারে আগ্নেয় উৎপাতে একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। নবম স্তর কেবল মৃত্তিকা-স্তূপ ও ধ্বংসরাশি মাত্র। রোমীয় নাট্যশালা ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। অষ্টম ও সপ্তম স্তরে গ্রীক নগর

দুর্গের অত্যুচ্চ চূড়া সকল গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধোত্থিত হইয়াছিল। নিম্নে সুবর্ণরক্তাভ পুণ্যতোয়া স্কামান্দার নদ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া মূলদেশ বিধৌত করিত। সীম-অয়স নাম্নী আরও একটী পীতসলিলা পূতধারা প্রদেশমধ্যে প্রবাহিতা হইয়া দেশের উর্ব্বরতা সংসাধন করিত। মহারাজ্য ত্রয়ের নামে নগরীকে ত্রয় বা ত্রয়া এবং দর-দানেশের নামে ইহাকে দারদানীয়ও বলা হইত। দরদানেশ গ্রীক দেবরাজ যোব বা যূ-পিতারের পুত্র। ইনিই ত্রোজনদিগের আদিপুরুষ এবং ত্রয়ের সংস্থাপক। ত্রয়ের পঞ্চম রাজা লেয়-মেদনের রাজত্বকালে গ্রীক-দেবরাজ-পুত্র হর-কুলেশ ত্রয় নগর আক্রমণ করেন এবং লেয়-মেদনকে সবংশে সংহার করিয়া নগরের উচ্ছেদ সাধন করেন। রাজপুত্র প্রায়াম কেবল দৈববলে রক্ষা পান। ইনি বরুণের দৌহিত্র স্কামান্দর নদের কন্যা স্রায়মার গর্ভজাত। ইঁহারই রাজত্বকালে সমস্ত গ্রীকজাতি দলবদ্ধ হইয়া ত্রয় নগর সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল অদ্যাপি এই পৌরাণিক প্রদেশ অপূর্ব্ব ঘটনাস্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। গ্রীক আদি-কবি হোমর মহাকাব্য ইলিয়দে অবিনশ্বর অক্ষরে ইহার যেরূপ ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, স্মৃতি সাহায্যে ও ধ্বংসরাশির প্রমাণে তাহা জাজ্বল্যমান প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

প্রায়াম ত্রয়ের শেষ রাজা। মহাবীর হরকুলেশ কর্ত্তৃক পৈতৃক রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি তাঁহার প্রথমা মহিষী আরিস্-বাকে পরিত্যাগ করিয়া থ্রেস-রাজ শিশুকের কন্যা হেক-য়ূবার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার সর্ব্বসমেত পঞ্চাশটী পুত্র ও কাসিন্দ্রানাম্নী একটী কন্যা ছিল; তন্মধ্যে ১৯টি পুত্র ও কন্যাটী হেক্-য়ূবার গর্ভসম্ভূত। জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর-শ্রেষ্ঠ হেক্তরও হেক্-য়ূবার গর্ভজাত। ইনি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। ত্রয়-জনেরা ইঁহারই নেতৃত্বে সর্ব্বদা জয়লাভ করিত এবং তদানীন্তন পৃথিবীর ভীতিস্থল হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুত্র পারিসের জন্ম-কালে হেক্-য়ূবা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন একটী প্রজ্বলিত দীপ প্রসব করিয়াছেন। দৈবজ্ঞেরা ব্যাখ্যা করিলেন যে, এই পুত্র হইতে ত্রয় বিধ্বস্ত হইবে। ধর্ম্মভীরু রাজা জাতমাত্র শিশুকে শ্বাপদসঙ্কুল থাইদর মহারণ্যে নিক্ষেপ করিলেন, মনে করিলেন নিশ্চয়ই এ সন্তান হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক কবলিত হইবে। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন হইবার নহে। ঘটনাক্রমে কয়েকজন

ইলিয়নের ধ্বংসাবশেষ। ষষ্ঠ স্তরেই ত্রয়ের পতিত ভগ্নাংশ ধ্বংসরাশি সকল দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সাত শত বৎসরেরও অধিক হইল, ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রয়যুদ্ধ খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সহস্র হইতে দেড় সহস্র বৎসর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় স্তরে কেবল রোমীয় নগরের অনুরূপ আবিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তর যে প্রাইয়ামের ত্রয় নগর ছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। প্রথম স্তর ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব আদিমকালের বলিয়া প্রতীত হয়।

মেষপালক যদৃচ্ছাচরণ করিতে করিতে সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক সেই সদ্যোজাত শিশুকে তাদৃশ বিজন বিপিনে তদবস্থ শয়ান দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল এবং তাহার আকার ও লক্ষণ দৃষ্টে অসামান্য বোধে সকলে যুক্তি করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। শিশু তাহাদের যত্নে লালিত ও পালিত হইয়া দিন দিন শুক্ল পক্ষের শশধরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শৈশবাবস্থা হইতে তাহার অমিত-বল ও অকুতোভয়তার পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসীরা আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে অলক্ষেন্দ্র অর্থাৎ লোকত্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিত। বালক রূপে ও গুণে ক্রমে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। আইদ পর্ব্বত-বিহারিণী সেবরেণ নদী-কন্যা ইননী তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া প্রণয়ার্থী হইলে, তিনি যথা বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইননী সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে ভবিষ্য-দর্শন ও ভৈষজ্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে পারিসের অনেকগুলি সন্তান ও সন্ততি উৎপন্ন হয়। এই সময়ে তাঁহার নব-যৌবন-সুলভ সুকুমার মোহন মূর্ত্তি, অসামান্য শৌর্য্য ও বীর্য্য এবং লোকাতীত সৌন্দর্য্যের খ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে মহারাজ প্রায়ামের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি পুত্র-সন্দর্শনের চিন্তাবেগ সংযমনে অসমর্থ হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক মোহ বশতঃ পুনর্ব্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। গ্রাম-পালিত যুবক এক্ষণে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া রাজভোগ ও রাজকুমারোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আরও মনোহর হইলেন। তিনি শীঘ্রই বুদ্ধি বিদ্যায়, শস্ত্রে শাস্ত্রে, নীতি, কলা ও রাজ-কৌশলে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি শিষ্টাচার ও মিষ্ট সম্ভাষণে সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার যেমন অনুপম রূপ, তেমনই অসাধারণ গুণ; সুতরাং মহারাজ প্রায়াম যে শীঘ্রই তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎপক্ষপাতী হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? হারানিধির প্রতি ঐকান্তিক যত্ন বিশ্বজনীন ভাব। পারিশ অচিরেই মহা-রাজের প্রিয়তম পুত্র এবং প্রজাপুঞ্জের অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

একদা রাজপুত্র পারিশ পিতৃস্বসা হিসিয়নীর সন্দর্শনার্থী হইয়া গ্রীশ দেশে গমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি তত্রত্য স্পার্টা প্রদেশের অধীশ্বর মিন-ই-লেয়সের সহিত পরিচিত হন এবং প্রণয়ানুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন তাঁহার আলয়ে অবস্থিতি করেন। স্পার্টা রাজ্ঞী হেলেনা অদ্বিতীয় রূপবতী ছিলেন। তিনি প্রিয়-দর্শন পারিশের সহিত আলাপন করিয়া পরমাপ্যায়িতা হইলেন। ক্রমে শিষ্টা-লাপন প্রিয় সম্ভাষণে এবং প্রিয় সম্ভাষণ প্রণয় বন্ধনে পরিণত হইয়া উঠিল। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে

মহারাজ মিন-ই-লেয়স বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিনের জন্য ক্রীট দ্বীপে গমন করিতে বাধ্য হন। পারিশ হেলেনাকে হস্তগত করিবার সুযোগ পাইয়া রত্নসম্ভার সমেত তাঁহাকে হরণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সরল অতিথি-সৎকারের এই বিপরীত কৃতঘ্নতাপূর্ণ প্রতিদানেই হেকয়ূবার স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

মিন-ই-লেয়স স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এই অনপেক্ষিত দুর্বৃত্ততার প্রতিশোধার্থ বদ্ধ-পরিকর হইলেন। গ্রীস অধিপতি আগামেমনন তাঁহার সহোদর এবং তাঁহার পত্নী হেলেনার ভগ্নীপতি। ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনিও এই অযথা ব্যবহারের প্রতিবিধানার্থ দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক উদ্‌যোগেই সমস্ত গ্রীকজাতি একত্রে সম্মিলিত হইল। মহামহাবীর সকল যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া আগমেমননের পক্ষালম্বন করিলেন। ইথেকা দ্বীপাধিপতি বহুদর্শী যু-লিশেশ, থেসালীরাজ অমানুষী-সম্ভূত আকিলেশ, সাহসিশ্রেষ্ঠ দায়মিদেশ, দুষ্প্রধর্ষ অজাক্ষদ্বয়, পিলসাধিপতি জ্ঞানবৃদ্ধ বৃদ্ধ মন্ত্রবিদ নেস্তর প্রভৃতি অজেয় গ্রীক বীরবরগণ সেনানী পদে নিযুক্ত হইলেন। আগমেমনন সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। ভুবন-বিজয়ী গ্রীক বীরপুরুষগণের এই মহৎ সম্মিলন সম্বন্ধে উক্ত আছে যে ইহারা সকলেই অসামান্য রূপবতী হেলেনার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া স্বয়ংবর সভায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে যে, ব্যক্তি হেলেনার মনোগত বরের হস্ত হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণের প্রয়াসী হইবে, সকলে সমবেত হইয়া তদ্‌বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া রমণীর উদ্ধার সাধন করিবেন। হেলেনা অলোকসামান্য স্ত্রীরত্ন। দেব য়ু-পিতার ঔরসে ও মহারাজ তিন্দরেশ মহিষী লিদারের* গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

* লিদার থেস্তিয়সরাজকন্যা, পরম রূপবতী ছিলেন। দেবরাজ তাহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তদ্‌গতচিত্তে অবসর অন্বেষণে প্রবৃত্ত ছিলেন। একদা রাজমহিষী স্নানার্থ য়ূরোতস নদীকূলে গমন করিয়া যদৃচ্ছা জলবিহারে প্রবৃত্ত হন। দেবরাজ সুযোগ বুঝিয়া মায়াবলে বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক তৎসকাশে গমনোদ্যত হইলেন। এমত সময়ে সুরসুন্দরী বেণাস (রতিদেবী) তদ্দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া শ্যেনীরূপে পশ্চাদ্ধাবমানা হইলেন। য়ুপিতারের সহিত বেণাসের বিদ্বেষভাব চিরপ্রসিদ্ধ। য়ূপিতার-পিতামহ কৈলাস আমাদিগের পুরাণোক্ত কৈলাসেশ্বর মহাদেবের অনুরূপ। ইনি তারা-দেবীর পুত্র ও ভর্ত্তা। স্বীয় পুত্র (সেটর্ণ) শনিকর্ত্তৃক আহত হইলে তাঁহার দেবশোণিত হইতে যক্ষ রক্ষ অসুর ও উপদেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে তাঁহার বিকলাঙ্গ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে বেণাসের উৎপত্তি হয়। বেণাস জাতমাত্র প্রবল বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া সাইপ্রাস উপকূলে নিক্ষিপ্ত হইলে ইন্দ্রকন্যা হোরিত্রয় তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক সুরপুরীতে লইয়া যান। বেনাস সুরসুন্দরীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় রূপবতী, দেবরাজ য়ূ-পিতার তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া পরিণয়-প্রার্থী হইলে বেনাস তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সৃষ্টির কুৎসিত দেবশিল্পী বল-কানের (বিশ্বকর্ম্মার) সহিত তাহার পরিণয়

হেলেনার স্বাভাবিক রূপ লাবণ্যের কথা তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়। এথিনিয়াধিপতি মহাবীর থেসিয়স স্বীয় বন্ধু পাই রি-থয়েসের সহযোগে কন্যাকালেই তাহাকে হরণ করিয়া আনয়ন করেন এবং স্বীয় জননী ইথরার নিকেতনে লুকাইয়া রাখেন। থিসিয়স বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ক্রিটরাজ মাইনস (গ্রীক মনু) পুত্রী ফিড্রার লোকান্তর হইলে থিসিয়স প্রতিজ্ঞা করেন যে দেব-কন্যা না হইলে তিনি আর দারগ্রহ করিবেন না। হেলেনা য়ু-পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া তৎপরিণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। হেলেনা অপহৃত হইলে কষ্ট্র ও পলক্ষ তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে পুনর্ব্বার ইথারার সহিত পিতৃসন্নিধানে আনিয়া দেন। এই অপহরণ জন্য হেলেনার অলোকসামান্য রূপের খ্যাতি আরও অধিকতর প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় রাজন্যবর্গ আগ্রহসহকারে তাঁহার পাণি-গ্রহণ অভিলাষে মহারাজ তিনদরেশের রাজধানীতে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবাহার্থীর সংখ্যার আতিশয্য হওয়াতে য়ু-লিশেশের প্রস্তাবানুসারে হেলেনাকে স্বয়ম্বরা হইবার অনুমতি প্রদত্ত হইল এবং সমাগত রাজন্যবর্গ সুশৃঙ্খলা রক্ষার্থ উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। হেলেনা স্বয়ম্বরা হইয়া মিন-ই-লেয়সকে পতিত্বে বরণ করেন। এক্ষণে রাজপুত্র পারিশ অন্যায়াচরণ করাতে তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া মিন-ই-লেয়সের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

নিবদ্ধ করেন। এই জন্যই য়ু-পিতারের সহিত বেন্যসের চির-বৈরতা। শ্যেনীরূপী বেনাস কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মায়াবরাহ ঝম্প দিয়া জলে পড়িয়া জল-বিহারিণী লিদারের উৎসঙ্গ দেশে লুকায়িত হন। ইহার কিছু পরেই লিদার দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। একটী অণ্ড হইতে পলাক্ষ্য ও হেলেনা ও অপরটী হইতে কষ্ট্র ও ক্লিহেমনেস্ত্রা উৎপন্ন হইলেন। পলাক্ষ ও কষ্ট্র পুত্র এবং হেলেনা ও ক্লিহেমনেস্ত্রা কন্যা সন্তান। মহারাজ তিনদরেশ কেবল কন্যাদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। পলাক্ষ ও কষ্ট্র দেবত্ব লাভ করিয়া মিথুনরূপে রাশিচক্রে অধিষ্ঠিত হইলেন। ক্লিহেমনেস্ত্রা বয়ঃস্থা হইলে আগমেমননের সহিত পরিণীতা হন।

বিদেশে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কীর্ত্তি।

শ্রীশ্রী মহাপ্রভু গৌরাঙ্গচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার ভক্তশিষ্য এবং প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের নানাস্থানে গৌর কথা এবং গৌরভক্তি প্রচারিত হইয়াছিল। এই মহৎ কার্য্যে কেবল যে বাঙ্গালী ভক্ত পুরুষেরা নিযুক্ত ছিলেন তাহা নহে, বহুসংখ্যক ব্রহ্মবাদিনী কুমারী, সধবা এবং বিধবা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকও

সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেশে দেশে হরিকথা শুনাইতেন এবং হরিভক্তি প্রচার করিতেন। দুঃখের বিষয় অনুসন্ধানপরায়ণ হইয়া বিশেষ ক্লেশ স্বীকার না করিলে এই সকল ভক্তপ্রধান পুরুষ এবং মহিয়সী ললনাদিগের প্রচারের ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহামতি খ্রিস্তুথ্ষ্টের স্বর্গবাসের পরে পিটর, লুক, মাথিউ, মার্ক, পল প্রভৃতি সাধুগণ স্বার্থত্যাগের জলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন; মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের স্বর্গবাসের পরেও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ এই মহাপ্রাচীন সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে পরিপালন ও পরিপোষণ জন্য নানাদেশ পরিব্রজন করিয়া জনসাধারণকে ভক্তিমদে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে পড়া যায়, ভগবান্ রামচন্দ্রের সমুদ্র-সেতু বাঁধিবার জন্য বনের হনুমান, পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা, ভূগর্ভবাসী কাঠবিড়াল, বৃক্ষশাখাবাসী বিহঙ্গবর্গ, প্রান্তরের দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ প্রভৃতি নানাজাতীয় জীব সহায় হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার জন্য ঠিক্ এইরূপে নানা স্থানের, নানা সমাজের এবং নানা প্রকৃতির লোক অল্প বা অধিক পরিমাণে তাঁহাদের "জাতীয় অবতার"—বাঙ্গালী কুলগৌরব — মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ভুবনবিখ্যাত মহিমা সুবিস্তারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পুরুষেরা যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ-প্রণীত গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে; কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থাদিতে তাহার উল্লেখ অতি কমই দেখা যায়। এইরূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মপরায়ণা কতকগুলি স্ত্রীলোকের কীর্ত্তির ইতিবৃত্ত সংগ্রহে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতকগুলি স্থানে আমরা পরিভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কীর্ত্তিকলাপ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি এবং কতকগুলি স্থানের বিবরণ এখনও সংগৃহীত হইতেছে। অদ্যকার প্রবন্ধে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সুরাট নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরের একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিলাম।

সুরাট নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। সমুদ্রতটে অবস্থিত বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে এখানে নানাদেশীয় বণিকেরা আগমন করিয়া থাকেন। হিন্দুরাজত্বকালে এখানে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য কার্য্য হইত। ইংরাজ বণিকেরা প্রথম সুরাট সহরেই রীতিমত বাণিজ্যের কুঠি নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে সুরাট বন্দরে নৌকায় চড়িয়া মুসলমানেরা মক্কা যাত্রা করিত এবং এই সুরাটেই মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবজি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হেরোদোতশ, হিরন্তাসাং, কাহিয়াণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈদেশিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অতি গৌরবের সহিত সুরাটের উল্লেখ

করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা গুজরাটী এবং সাধারণতঃ প্রেমিক ও ভক্ত। অনেক বৎসর পুর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমি সুরাট নগরে উপনীত হইলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া নগরাভিমুখে যাইতেছি, এমন সময়ে অল্প দূরে একস্থানে খোল, করতাল, "খঞ্জনি প্রভৃতির মনোহর শব্দ শুনিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলাম; বুঝিলাম কোনও মন্দিরে আরতি হইতেছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটী মনোরম অথচ প্রকাণ্ড উদ্যানের পার্শ্বে একটি নয়ন-মন-তৃপ্তিকর সুবিশাল মন্দির এবং ঐ মন্দিরের পার্শ্বে অনেকগুলি বৈষ্ণবাশ্রম। ঐ মন্দিরের ভিতর হইতেই বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। পবিত্র মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দেখিলাম লোকে লোকারণ্য! কেহ প্রণাম করিতেছে, কেহ হাত যোড় করিয়া দণ্ডায়মান আছে, কেহ পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে ইত্যাদি। এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, আমি ভিতরে প্রবেশে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত কৌতূহলান্তঃকরণে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলাম। ইত্যবসরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম একটি গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের এবং আর একটি গৃহে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার যুগলমূর্ত্তি বর্ত্তমান। দুইটি মূর্ত্তিই অতীব মনোমোহন। মহাপ্রভুর মূর্ত্তির সম্মুখে অনেকগুলি হস্তলিখিত গ্রন্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রক্ষিত আছে; একখান বড় পুস্তকের আবরণের উপরে বাঙ্গালা ভাষায় বড় বড় অক্ষরে "ভক্তমাল" এবং আর একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থের কাপড়ে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" এই কথাগুলি লেখা আছে। গুজরাটী মন্দিরে বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং বাঙ্গালা অক্ষর দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম। ক্রমে জনতা কমিয়া গেলে আমি মন্দিরাভ্যন্তরে গেলাম। বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত আদরের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মন্দিরের ভিতরে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একজন গুজরাটী বৈষ্ণব আমাকে বলিলেন "মহাশয়! বহুদিবস আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দেখি নাই, বাঙ্গালীদিগের এখানে কদাপি শুভাগমন হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বাঙ্গালীকুলই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, অতএব অদ্য এক বাঙ্গালীকে দেখিয়া পরম ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম।" একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব কহিলেন, "মহাশয়! যাঁহার চরণ-কৃপায় জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল, যাঁহার চরণ-কৃপায় যবনাধম ব্যক্তি সাধু হরিদাস নামে খ্যাত হইয়াছিল, যিনি ষড়্ভুজ দেখাইয়া উড়িষ্যার ভ্রমান্ধ পণ্ডিতগণকে বিত্রস্ত করিয়াছিলেন, যাঁহার ভক্তিরসে শুষ্ক বঙ্গদেশ সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, যিনি নরাকারে ঈশ্বর অথবা গৌরাঙ্গাকারে দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেই করুণানিধি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের এই মন্দির এবং এই সম্পত্তি। সম্মুখস্থ উদ্যানটিও তাঁহার। এই মন্দির একটি বাঙ্গালী বৈষ্ণবীর অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি।"

কথা শুনিয়া আরও কৌতূহল বাড়িল। ক্রমে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাই এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া নানা দেশে পরিব্রজন করিতে করিতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পৌণ্ডরীকপুরে গমন করতঃ ভবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অন্যতম পরিচারিকার নাম শিখরিণী। ইহাঁর কন্যার নাম সুভদ্রা, দৌহিত্রীর নাম অনুজা এবং প্রদৌহিত্রীর নাম চরণ দাসী। এই মহাসাধ্বী এবং মহাবৈষ্ণবী চরণ দাসী সুরাটে উপস্থিত হইয়া দ্বারে দ্বারে হরি-কথা শুনাইতেন ও প্রচার করিতেন। তাঁহার নির্ম্মল স্বভাব, অকৃত্রিম হরিভক্তি, কণ্ঠের মধুর স্বর, বৈষ্ণব শাস্ত্রে অধিকার, জীবন্ত স্বার্থ ত্যাগ সরল ব্যবহার, দেবোপম চরিত্র প্রভৃতি গুণে লোকের চিত্ত তাঁহার দিকে সহজেই আকৃষ্ট হইত। গুজরাটীগণ বল্লভাচার্য্যের সময় হইতেই বৈষ্ণবতত্ত্বে শ্রদ্ধা রাখিত; মহাপ্রভুর লীলার কথা তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। এক্ষণে একজন প্রকৃত ব্রহ্মবাদিনী বৈষ্ণবীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিল। চরণ দাসী অবতার বলিয়া গণ্য, লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মের "সাক্ষাৎ মূর্ত্তি" বলিয়া বিশ্বাস করিত। বড় বড় ধনাঢ্য লোকেরা ক্রমে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিল এবং সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিত। গুজরাটী স্ত্রীলোকদিগের উপরে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল, তিনি যাহা বলিতেন, স্ত্রীলোকগণ তখনই তাহার অনুসরণ করিত। ক্রমে চারি বৎসরের চেষ্টায় এই প্রকাণ্ড মন্দির বিনির্ম্মিত হয় এবং বৈষ্ণবদিগের আশ্রম জন্য অনেকগুলি ইটের কুঠির প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন একটি সুবিশাল উদ্যান খরিদ করিয়া এই সম্পত্তির সহিত ভুক্ত করা হইয়াছিল। আমি যখন সুরাটে গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরে কোনও স্ত্রীলোক ছিলেন না, একজন ৯২ বৎসর-বয়স্ক অতিবৃদ্ধ বাঙ্গালী বৈষ্ণব ঐ মন্দিরের অধিনায়ক (কর্ত্তা) রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইলে দলে দলে বৈষ্ণবেরা এখানে আগমন করিয়াছিলেন এবং অনেক বালক বালিকাকে বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ রীতিমত পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই মন্দির এখনও বর্ত্তমান, ইহা "গৌড়ীয় গদি" নামে খ্যাত; কেহ কেহ ইহাকে "মায়ীজিকি আখ্ড়া" বলিয়া থাকেন। এই মন্দিরের অন্ন খাইয়া লক্ষ লক্ষ পথিক, নিঃস্ব এবং কাঙ্গালী প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণকারী সাধুদিগের ইহা এক আনন্দকর বিশ্রামস্থল। সাধারণতঃ বৈষ্ণব মন্দিরে বা বৈষ্ণব সম্প্রাদায়ে যে সকল কুৎসিত আচার দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানকার সকলই পবিত্র, সকলই প্রীতি ও শান্তিময়। এই মন্দিরে গেলে

বাস্তবিক ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। ইহা বাস্তবিক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। এই মন্দিরের ব্যয় সামান্য নহে, কিন্তু এরূপ সুচারু বন্দোবস্ত আছে যে, খরচের সংখ্যা ও পরিমাণ প্রচুর হইলেও কখনও অভাব হয় না। আয়ও যথেষ্ট আছে।

এইরূপে নানাস্থানে বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভরসা করি, দেশহিতৈষী স্বজাতি-গৌরবপ্রিয় মহোদয়গণ এইরূপ কীর্ত্তিমালার বিবরণ সংগ্রহ করতঃ প্রচার ও তদ্দ্বারা বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিবেন। শ্রী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

বিদুষী মাতার বিদুষী কন্যা।

ভারতবন্ধু স্বর্গীয় অধ্যাপক ফসেটের সহধর্ম্মিণী বিবী মিলিসেণ্ট গ্যারেট ফসেট একজন মনস্বিনী বিদুষী রমণী। ১৮৪৭ সালে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৬৭ সালে ফসেট সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই তিনি দেশ-হিতৈষিণী রমণীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং নানা প্রকার দেশহিতকর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি ইংলণ্ডে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির পক্ষসমর্থন করেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে অদ্যাপি ইংরাজ রমণীর কোনও অধিকার নাই, বলিলেই হয়। যাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেও ভোটদানে সমর্থ হন, এজন্য কতকগুলি বিদুষী রমণী ঘোরতর আন্দোলন করেন, তিনি তাহার একজন নেত্রীস্থানীয়া। তাঁহার স্বামী অন্ধ হইয়াও একজন উচ্চশ্রেণীর রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততায় পার্লেমেণ্ট কম্পিত হইত। লোকযাত্রাবিধান (Political Economy) বিষয়ে তিনি যে পুস্তক প্রচার করেন, বিবী ফসেট তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহা করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই, নিজে অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৮৭০ সালে লোক-যাত্রাবিধানের উপক্রমণিকা (Political Economy for Beginners), ১৮৭৪ সালে ঐ বিষয়ে গল্প (Tales in Political Economy); ১৮৭৫ সালে "জ্যানেট ও ক্লীষ্টার" নামে উপন্যাস এবং ১৮৮৯ সালে ২৪টী চরিতাখ্যান সহিত (Some Eminent Women of our Time) আমাদের সময়ের কতকগুলি প্রসিদ্ধ মহিলার জীবন-বৃত্ত' গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৭২ সালে স্বামীর সহিত "Essays & Lectures" রচনা ও বক্তৃতা নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি সুবিখ্যাত "এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" নামক বৃহদভিধানে "Communism" প্রবন্ধ এবং

১৮৮৮ সালে চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া অভিধানে 'হেনরী ফসেট' প্রবন্ধ লেখেন। ইঁহার কন্যা কুমারী ফসেট বিদ্যাবত্তায় জগৎকে চমৎকৃত করিয়া পিতামাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

কুমারী ফসেটের পুর্ণ নাম ফিলিপা গারেট ফসেট। ১৮৮৮ সালে লণ্ডন নগরে তাহার জন্ম হয়, কিন্তু প্রতি বৎসর কেম্ব্রিজে অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন। তিনি ক্লাফাম হাইস্কুল, বেডফোর্ড কলেজ, ইউনিভার্সিটী কলেজে এবং কেম্ব্রিজের নিউহাম কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার অধ্যাপকদের মধ্যে কারল পিয়ার্স, কুমারী মাক্লিয়ড স্মিথ এবং ডাক্তার রুথের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৮৭৮ সালের সিনিয়র রাঙ্গালার ই ডবলিউ হবসন ২॥ বৎসর কাল তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন। ১৮৮৬ সালে কুমারী ফসেট স্থানীয় উচ্চতর পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন; ভাষা, ন্যায়দর্শন ও লোকযাত্রাবিধান সকল শাস্ত্রে ১ম শ্রেণী-নিবিষ্ট হন এবং ২টী ভাষা ও লোকযাত্রাবিধানে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইহারই ফলে তিনি গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে উচ্চতর স্থানীয় গণিত পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়া আরও গৌরবান্বিত হন। কিন্তু যখন কেম্ব্রিজ সেনেট হাউসে "Above the senior Wrangler Miss Fawcett" কুমারী ফসেট প্রধান রাঙ্গালেরও উপরে—যখন এই ঘোষণা হইল, তখন তাহার গৌরবের সীমা রহিল না। ট্রাইপোস পরীক্ষা মানসিক শক্তির উচ্চতম পরীক্ষা। ইহাতে একজন স্ত্রীলোক গণিতে সকলকে পরাস্ত করিবেন, ইহা অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয় ব্যাপার। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে সেণ্টজন কলেজের বেনেট সাহেবের ন্যায় প্রতিভাশালী বিদ্যা-ধুরন্ধর সকল ছিলেন। একজন প্রাচীন রাঙ্গলার পরীক্ষার ফল শুনিয়া বলিয়াছিলেন "কুমারী ফসেট যদি বেনেটের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে কোন বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন।" বস্তুতঃ তিনি বেনেট অপেক্ষা অনেক অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, তাঁহার সমকক্ষ হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কুমারী ফসেট পাঠে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬ ঘণ্টা মাত্র ব্যয় করিতেন। কিন্তু যে সময়ে পাঠ করিতেন, অনন্যমনা হইয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইতেন। তিনি সাধারণ ও বিদ্বৎসমাজে সর্ব্বদা যান এবং ভ্রমণ, ক্রীড়া ও ব্যায়ামে অনেক সময় যাপন করেন। তিনি "Fencing" আত্মরক্ষা ব্যায়ামে বিশেষ সুদক্ষ। তাঁহার শরীর সর্ব্বদা সুস্থ ও মন সদা প্রফুল্ল। কেমন পিতামাতার কেমন সুযোগ্য সন্তান!

উদাসীনের চিন্তা।

মহামায়া এক সম্রান্ত পরিবারের নবীনা যুবতী। বয়সে নবীনা হইলেও তাঁহার অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল। বাল্যকালে কোন এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর হইতেই তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গৃহে থাকিয়া স্বামী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল বিদুষী বলিয়া সকলের আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন, এমত নহে; তাঁহার ভগবানের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ছিল। তদ্ভিন্ন ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিতা থাকাতে পরিবারস্থ সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন দশবৎসর, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী এক প্রতিভাশালী যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামীর নাম ছিল কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কমলাকান্ত বাবুকে সচরাচর লোকে কমল বাবু বলিয়া ডাকিত। কমল বাবু মহামায়ার ন্যায় পত্নী লাভ করিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। কিন্তু তিনি প্রতিভাসম্পন্ন যুবক হইলেও বিবেক ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বড় একটা ব্যগ্র ছিলেন না। তিনি জানিতেন লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য ধর্ম্ম ও নীতির চর্চ্চা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; যদি ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শিতা জন্মে এবং বিলক্ষণরূপ অর্থাগম হয়, তাহা হইলেই যে কোন ব্যক্তি সংসারে খ্যাতি লাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারে। এই সংস্কার বদ্ধমূল হওয়াতে তিনি অর্থ উপার্জ্জন এবং রক্ষণের জন্য নীতির সীমাকে উল্লঙ্ঘন করা তত দূষণীয় মনে করিতেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন শ্বেতকায় মহাত্মার অনুগ্রহে এক উচ্চপদে আসীন হইলেন। অধিক বেতনে কাজ করিতেন বটে; কিন্তু ব্যয় সংক্ষেপের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার তাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠতা প্রত্যক্ষ করিয়া সকল লোক তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিত। তিনি কিন্তু সে সমালোচনাকে নিরর্থক মনে করিতেন, আর মনে ভাবিতেন যে, আমি ভিন্ন পৃথিবীর আর সকল লোকই অমিত-ব্যয়ী। এই বিশ্বাসকে মনে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নিজের কৃপণতা তাঁহার সমীপে মিতব্যয়িতা বলিয়া অনুমিত হইত, তথাপি অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া কোন কোন কার্য্যে ব্যয় করিতে হইত। তিনি যখন প্রথম চাকরী করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার সমপদে প্রতিষ্ঠিত জনৈক কর্ম্মচারীকে একখানি সংবাদ পত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"লোকটা কি

বোকা। টাকা কয়টা মিছামিছি জলে ফেল্‌ছে। সংসারে কি ঘটছে না ঘটছে, তা জানবার বিশেষ একটা কি দরকার?' এইরূপ চিন্তা করিবার কিয়দ্দিন পরে তাঁহার বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ইংলিসম্যান কাগজ নেন না?" তিনি তখন কি উত্তর করেন? ঠিক্ মনের কথা বলিলে সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অসার লোক মনে করিবেন ভাবিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি এখনও সে বিষয়ে কিছু ঠিক্ করি নাই। ইংলিসম্যান নিব কি পাওনিয়ার নিব, এখনও তা নিশ্চয় কর্ত্তে পারি নাই।"

সাহেব। বেশত, দুই খানিই কেন নিন না?

কমল বাবু। না থাকুগে, আপনার কথায় ইংলিসম্যানই নিব।

কমল বাবু অনুরোধে পড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে এক নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিলেন। সংসারে এরূপ অনেক কাজ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি সংসারটাকে স্বাধীনতা বিকাশের একটা প্রতিকূল স্থান মনে করিলেন। সে দিন হইতে মনে মনে এই সংকল্প করিলেন যে, কাহারও অনুরোধে ভবিষ্যতে ব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিবেন না। তাদৃশ সংকল্প করিবার কিয়দ্দিন পরে এক চাঁদার তালিকা উপস্থিত হইল। তালিকার সহিত একখানি মুদ্রিত আবেদন পত্র, তন্নিম্নে বড় সাহেবের সহি রহিয়াছে। আবেদন বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ করা হইয়াছে। আবেদন পত্রখানি পাঠ করিয়া ভাবিলেন তাঁহার ত কোন বালিকা নাই, সুতরাং তিনি তাদৃশ চাঁদার তালিকায় স্বাক্ষর করিতে বাধ্য নহেন। বিশেষতঃ তৎপূর্ব্বে তিনি যে সংকল্প করিয়াছেন, সে সংকল্প পূর্ণ তেজে তখনও তাঁহার মন দখল করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং সে মনে অন্যবিধ সংকল্প স্থান পাইতে পারিল না। তিনি খাতায় স্বাক্ষর করিলেন না। কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চিত কমলবাবু বুঝিলেন না যে তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দাসখত লিখিয়া দিয়াছেন, সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেই হউক কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেই হউক, তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতেই হইবে। সাহেব তাঁহার স্বাক্ষর দেখিতে না পাইয়া একটু বিরক্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখিয়া তাঁহার কৈফিয়ত তলব করিলেন। কমল বাবু অবশেষে নিরুপায় হইয়া চিঠীতে তাঁহার চাঁদার পরিমাণ লিখিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ একটি মিথ্যাকথার সৃষ্টি করিয়া সাহেবের মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত কাল পরে এক সম্পাদক স্ত্রীপাঠ্য পত্রের এক খণ্ড নমুনা কমল বাবুর নামে পাঠাইয়া দিলেন। সম্পাদক কেবল যে থ্যাকার্স ডিরেক্টারি দর্শনেই তাদৃশ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, কমলবাবুর পাঠাভ্যাস কালে তাঁহার সহিত একটু বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু কমলবাবু বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকিলে কোন কাজেই হাত দেন না। পত্রিকাখানি

প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন এ আবার কি আপদ! সাহেবের অনুরোধে ইংলিসম্যান নিলুম, আবার কি আপদ! কাগজ ফেরত দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় মহামায়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহামায়া সেই পত্রিকাখানি তৎপূর্ব্বে রীতিমত পাঠ করিতেন—কেবল পাঠ করিতেন এমত নহে পাঠ করিয়া বিশেষভাবে তৃপ্ত ও উপকৃত হইতেন। তাই ভাবিয়াছিলেন যে, স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ পত্রিকা গ্রহণ জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে চিটী লিখিবেন। কিন্তু পত্রিকা খানি অযাচিত-ভাবে গৃহে সমাগত দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন "তুমি এ পত্রিকাখানি ফেরত পাঠাইও না, ইহা হইতে অনেক শিখিবার আছে।"

কমল বাবু মহামায়ার তাদৃশ অনুরোধ শুনিয়া আর একটু উত্তাক্ত হইলেন এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আর পারিনে, ওদিন সাহেবের অনুরোধে একটা বোকামি কল্লেম, আজ তোমার অনুরোধে আর একটা খরচের পথ খুলতে পারিনে।"

মহামায়া। এ আর ত তেমন কিছু নয়! বছরে তিনটা টাকা বেশী কি? তুমি মাসে ৩০০৲ টাকা পাচ্ছ; তা আমার জন্য কি বছরে তিনটা টাকা খরচ কর্ত্তে পার না?

কমল বাবু। তিন শত টাকা পাই ব'লেই কি টাকাগুলো জলে ফেলতে হবে? বাঙ্গালা কাগজে পড়বার মত কি থাকে? আর থাকলেই বা মেয়েদের আবার কাগজ পড়ে দরকার কি?

মহামায়া। নাও, না হয় এ তিন টাকা আমিই দিব, তবু কাগজখানি ফেরত পাঠাইও না।

কমল বাবু দেখিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী নাছোড়বন্দা, তখন তাঁহার জন্য কাগজ-খানি রাখিতে বাধ্য হইলেন। তবে ভাবিলেন 'বাঙ্গালা কাগজের মূল্য না দিলেও ক্ষতি নাই। দুই তিন টাকার জন্য সম্পাদক কি আর নালিশ কর্ত্তে যাবে!'

কমল বাবু ঋণ পরিশোধ করাও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সে গৃহেরস্বামী যখনই ভাড়ার দাবি করিতেন, তখনই একটা না একটা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতেন। ট্যাক্সের টাকা দিতে বিলম্ব করিতেন। মুদী পশারির বিলের টাকা শোধ করিবার সময় হইলেও তিনি তাহাদিগকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। মহামায়া স্বামীর তাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠতা ও নীচাশয়তা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে কাল কাটাই-তেন। তিনি স্বামীর স্বভাব পরিবর্ত্তন জন্য ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু সে প্রার্থনা অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইত। একদিন যন্ত্রণা অসহ্য হইলে মনে ভাবিলেন স্বামীর সহিত একবার এ বিষয় লইয়া আলাপ করিব। স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইলে

যখন বিশ্রাম গৃহে গমন করিলেন, তখন মহামায়া সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "দেখ, হাতে টাকা রাখিয়া লোকগুলির সঙ্গে ঝগড়া করায় লাভ কি? এরা ত দু পয়সা পাবার জন্য খেটে মরছে। ভাল, তোমায় খাটিয়ে যদি মাসকাবারে মাইনে না দেয়, তা হ'লে কেমন বোধ হয়?"

কমল বাবু। এরা ছোটলোক, এদের টাকা এরূপ পড়েই থাকে। এরা জানে যে ভদ্রলোকদের কাছে সহজে টাকা পাওয়া যায় না।

মহামায়া। এ কি কথা, যারা দেনা দেয় না, তারা আবার ভদ্রলোক!!!

কমল বাবু। তুমি না বল্লেই কি সব লোক চাষা হয়ে গেল? আবার বিল এলে খুঁজে দেখবে যত বড় বড় লোক আছেন, সকলের কাছেই কিছু না কিছু বাকী।

মহামায়া। ভাল, এরা কি বাপ মার শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বসেছে, এরা কি ঘরের খেয়ে বনের মশা তাড়াবে? এরা বাকী ফেলে রাখলে কি সুদ পুষিয়ে নেয় না?

কমল বাবু। বাড়ী ভাড়ার আবার সুদ পোষাবে কি? ছয় মাসে ৩০০৲ টাকা বাকী পড়েছে, নগদ দিলে কি একটু কম নিত? অথচ তিন শত টাকায় আমার সুদ আস্‌ছে কত!

মহামায়া। ভাল, মুদী পশারির সম্বন্ধেও কি তাই? তাদের নগদ ও বাকীর কি এক দর, না কিছু কম বেশী আছে?

কমল বাবু। থাকলেও পরিশোধের বেলা সেটা কেটে নিলেই ফুরিয়ে গেল, তারা আর ত অল্প বিষয়ের জন্য নালিশ কর্ত্তে যাবে না?

মহামায়া। আচ্ছা, গতবারে বাড়ীর ট্যাক্‌স ফেলে রেখে ছিলে, ২৲ টাকার যায়গায় যে ১০৲ টাকা আদায় করিয়া লইয়া গেল?

কমল বাবু। তা কি করবো, সে আইনের কাণ্ড, তাতে যে নালিস চলে। নালিস হ'লে আমার ১০৲ টাকার স্থলে ২০৲ টাকা খরচ হত।

মহামায়া। তবে কি কেবল নালিসের ভয়ে লোকের ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে হবে? আর ২০৲ টাকার দেনা স্থলে ১০৲ টাকা দেও, তোমার কি একটা কর্ত্তব্য বোধ নাই?

কমল বাবু। এ বিষয়ে আবার একটা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি? যদি আমি তোমাকে বুঝিয়ে দশটি টাকা লই, তবে কি তার জন্য অপরাধ হল? এরা ত স্বেচ্ছা মতেই ছেড়ে দিয়ে যায়।

মহামায়া। এটা তোমার ভুল, এরা বাধ্য হয়ে নিরুপায় বলে কিছু বলে না। তোমার সাহেবের সাথে কি ওরূপ কর্ত্তে পার? ও দিন যে দশটি টাকা সই করেছ, ভাল তার কি দুট টাকা কম দিতে পার্ব্বে?

কমল বাবু। সে কথা আমার মনেই আছে।

কমল বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই বালিকা বিদ্যালয়ের বিল আসিয়া উপস্থিত। তখন কমল বাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার সাহস ও বীর্য্য

সমদর্শিতা ন্যায়পরতা ও এথনি পরীক্ষিত হইবে ভাবেন নাই। তিনি সাহেবের মেজাজ জানিতেন, সুতরাং পত্নীকে যাহা বলিয়াই প্রবোধ দিতে প্রয়াসী হউন না কেন, বালিকা বিদ্যালয়ের বিল হইতে একটি পয়সা কর্ত্তন করিতে সাহসী হইলেন না। তথন পত্নী সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "কই, এথানে ত অন্তরূপ দেথলুম।" কমল বাবু তথন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া আত্ম-ক্রটি স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন "আমায় ক্ষমা কর, ভবিষ্যতে বেতনের সমস্ত টাকা তোমার হাতে দিব, তুমি যা জান করিও; আমি এ ঝঞ্চট সহিতে পারি না।" তদবধি মাহিনার সব টাকা মহামায়ার হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন। মহামায়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সহায় করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করিতেন। সংসারের সকল দিকে সচ্ছল হইল। ক্রমে স্ত্রীর সদৃষ্টান্তে স্বামীর কৃপণ স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। পত্নীকে তাঁহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের কারণ জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতেন। শ্রীচ—

গল্প।

কার্ত্তিক যায় অগ্‌হাণ আসে,
ছোটবড় ধান গর্ভে বসে,
দরিদ্রির দামাপোড়া ভোজনে বসে,
ইতু ঠাক্‌রুণ পাটে বসে।

ইতুর কথা।

কার্ত্তিকের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন কাত্যায়নী পূজা এক্ষণে প্রায় লোপ পাইয়াছে। কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা অনেকেই করিয়া থাকে; কিন্তু ইতু (ইতুল লক্ষ্মী বা দুর্গা) পূজা ঘরে ঘরে প্রতি রবিবারে হইয়া অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে শেষ হয়। কোন কোন বাড়ীতে প্রত্যেক স্ত্রীলোক—এমন কি প্রত্যেক ছোট ছোট মেয়ে পূজা করিয়া থাকে। ধান্যশিশ, মুগ, মাসকলাই অঙ্কুর সমন্বিত ঘটস্থ ইতু দুর্গার এত আদর কেন? তাহার কারণ আছে, ইতুপূজা করিলে অন্নবস্ত্রের কষ্ট কথনও হয় না। শুধু তাহা নহে। ইহাঁর 'কথায়' থাইবার পরিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। সেগুলি পালন করিয়া চলিলে বরাবর লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টি থাকে। "দরিদ্রি দামাপোড়া" যেমন অথণ্ড বীর আগুট (বড় কলাপাতার অগ্রভাগ) পাড়িয়া রাশীকৃত ভাত থাইয়াছিল, সেরূপ থাইতে নাই; থাইলে, কথনও লক্ষ্মীর অনুগ্রহ হয় না। সেজন্য হিন্দু পরিবারে আগুটপাত পাড়িয়া ভাত থাইতে হইলে আগে তাহার

শেষাগ্রভাগ খানিকটা চিরিয়া দোমড়াইয়া লয়। তাহার পর, দামাপোড়া বামুনের মত বড় বড় গরাস করিয়া যেমনি মুখে দেওয়া—অমনি গেলা, এইরূপে রাক্ষসের মত কাহারও—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের খাইতে নাই। এরূপে খাইলে শুধু যে লক্ষ্মীর দৃষ্টি হয় না, তাহা নহে, পরিপাকেরও দোষ হয়। সুতরাং এস্থলে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়ও শিক্ষা দেওয়া হইল। ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কথায় কটাক্ষভঙ্গী করিতে পারেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে কি 'Harvest Festival" নামে উৎসব হয় না? ইতুপূজা বঙ্গীয় হিন্দুর উৎপন্ন শস্যোৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রত্যুত, ইহাতে য়ূরোপীয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হয়। মেরী ও মার্থার যেমন চরিত্রগত তারতম্যানুসারে ভাগ্যের শুভাশুভ ফল ফলিয়াছিল, তেমনি ইহার অনুষ্ঠানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র-পরিহিতা ক্ষম্না ঝুন্‌নার কার্য্যের ফলাফল ঘটিয়াছিল।

রবিবার। প্রভার মা ইতু মায়ের কাছে মাথা খুঁড়িয়া বলিল "মা! আমার প্রভার দুই হাত এক করিয়া দাও।" টাকা নাই, কি করিয়াই বা মেয়ে বিদায় করে, তাই ভাবিয়া তাহার বাপ মা অস্থির ও শীর্ণ। নির্ধন মান বড় ভয়ানক জিনিস। অর্থ কষ্ট, ওদিকে ভিক্ষা করিবার যো নাই। শয্যা কণ্টকাকীর্ণ, তাহাতে আবার দারিদ্র্য দিবানিশি চিমটি কাটিয়া ভিক্ষা করিতে বলিতেছে। ওদিকে মান দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে, বাহির হইতে দিতেছে না। প্রভার পিতা বিজ্ঞ লোক। তিনি জগতে অনেক পোড় খাইয়াছেন, সংসারের ভাব গতিক বিলক্ষণ অবগত আছেন; আজন্মকাল দুঃখেই যাইতেছে। পত্নী বিচক্ষণা; তিনি স্বামীর ভার লঘু করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন না, তথাপি আলয়-আশ্রয় হীন গরিবের কন্যাদায়ের যে যন্ত্রণা, তাহা অতি অল্প লোকে বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশ এখন হৃদয়-শূন্য। ভোগ বিলাস ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য ধনী অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন; কিন্তু চক্ষুর উপর যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা বিধবা হইয়া পথে বসিয়া শিশুসন্তান ক্রোড়ে রোদন করিতেছে, তাহাতে তিনি যেন চক্ষু কর্ণ যুগপৎ হারাইয়াছেন। কন্যার পিতা জানেন যে, ভিক্ষার্থে বাহির হইলে ঝুলি ভরিবে না, জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না। লাভে হইতে ট্যাঁকে যে মানটুকু আছে, তাহা ফস্কাইয়া পড়িয়া হারাইয়া যাইবে, আর পাওয়া যাইবে না। তিনি দুই এক স্থানে লজ্জার মাথা খাইয়া ভিক্ষা করিয়া দেখিয়া এই দুঃখজনক ব্যুৎপত্তি ও সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছেন। শ্রাবণের পর কএক মাস গেল, তথাপি টাকারও কোন উপায় হইল না, পাত্রেরও কিছু ঠিক্ হইল না। অগ্রহায়ণ গেলে পোষে আবার বিবাহ নাই। পিতা লেখা পড়া জানা লোক। মূর্খে বা অজ্ঞাতকুলশীলে কন্যা দান

করিতে আদৌ সম্মত নন। পাত্র যা আইসে, তাহা হয় উচ্চ নয় নীচু, তাহাতে আবার ঘটক ঘটকীর প্রতারণা—অর্থগৃধ্নু হইয়া তাহারা অজাতি কুজাতিতে বিবাহ দিতেছে, জানিয়া শুনিয়া সমাজের পীড়নে কেমন করিয়াই বা আপনার সন্তানকে বিসর্জ্জন দেন? এই সকল চিন্তায় দিবানিশি দগ্ধ হইতে হইতে পিতা মাতার উদরাময় উপস্থিত হইল, তাহাতে আবার অগ্‌হ্রাণের নূতন চাউলের অন্ন পড়িয়া পীড়া প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। কন্যাদায়ে, সত্য সত্য, অনেক হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান—মুসলমান হইয়াছে—বিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রভার পিতা মাতা সদ্বিবেচক, তাঁহারা কি প্রকারে আপনাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এরূপ উদ্ধত কার্য্য করিতে উদ্যত হন? তাঁহাদিগের বিপদের সময়তো কেহ দেখিবার নাই, কন্যার বিবাহ হইল না, নাক কান কাটিবার—সমক্ষে ও পরোক্ষে বাক্য-যন্ত্রণা দিবার অনেক লোক আছে। এরূপ সমাজের মুখে ছাই! বড়মানুষ ভাবেন আজ কাল এইরূপ পাওনা হইয়াছে। গৃহস্থ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত; "নেই ঘরে খাঁই বড়," সুতরাং তিনি ভাবেন ছেলের বিয়ে দিয়ে কিছু সংস্থান করিয়া লই। তাই আবার বলি এরূপ সমাজের মুখে ছাই। শ্রীন—

শিক্ষা।

প্রায় এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ হইতে চলিল, আমি অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছি। অনেক ছাত্র আমার হাত দিয়া গিয়াছে এবং অনেক বিদ্যালয়ে আমি কাজ করিয়াছি। আর এক কথাও বলা আবশ্যক, আমার এই সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী অধ্যাপক জীবন প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনাতেই অতিবাহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরীক্ষা কার্য্যেও যে আমার একেবারে অভিজ্ঞতা নাই, তাহা নহে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের পরীক্ষা আমাকে করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। এই বহু বর্ষ-ব্যাপিনী অভিজ্ঞতা আমাকে একটা কথা বলিয়া দিতেছে—অধিকাংশ পাঠার্থীর ভাব-রাজ্যে বড় কম দখল—ভাব গ্রহণ ক্ষমতা অতি অল্প। স্কুলের ছাত্র, প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের কথা ছাড়িয়া দাও। বিদ্যাভিমানী বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণ অনেক ছাত্র আমি দেখিয়াছি, যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য পাঠে একরূপ পক্বকেশ, তাঁহারাও অনেক স্থলে সাহিত্যের ভারগ্রহণে অপারগ ও সৌন্দর্য্য উপভোগে অক্ষম। ইংরাজী সাহিত্যের কথাই বলিতেছি, কারণ বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকেই আলোচনা করেন না এবং

সাধারণ বি এর সংস্কৃত সাহিত্য জ্ঞান এত অল্প যে, তাহার আলোচনা তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়।

আশা করি আমার কথার কেহ কদর্থ করিবেন না। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা সকল শিক্ষার্থীর প্রতি প্রযোজ্য নয়। এমন অনেক ছাত্র আছে, যারা সত্যসত্যই সাহিত্য আলোচনা করিতে সক্ষম এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্যের দুই একটী বা সকলগুলিই আলোচনা করিয়া থাকে। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, এরূপ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বড় কম। অধিকাংশ পাঠার্থীর উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ বা আত্মোৎকর্ষ সাধন নয়। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন। অর্থোপার্জ্জন-প্রবৃত্তিকে আমি দোষ দিই না। অর্থ কেবল অনর্থের মূল, এ কথাও আমি বিশ্বাস করি না। পৃথিবীতে অর্থের আবশ্যকতা খুব বেশী। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে, অর্থ ব্যতীত আরও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু আছে এবং জ্ঞানোপার্জনের সময় অর্থের কথা যত কম ভাবা যায় ততই ভাল।

যাঁহারা কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহাদিগকে অনেক নিরুৎসাহ ভোগ করিতে হয়। আপনি একজন অধ্যাপক। ছাত্রেরা কিছু শিখে, ইহা আপনার আন্তরিক ইচ্ছা। আপনি একটী বিষয় বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনার উদ্দেশ্য যে, ছাত্রমণ্ডলী বিষয়টীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর দুই একটী প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন যে, অধিকাংশ ছাত্রই বিষয়টীতে প্রবেশ করিতে পারে না এবং অনেকের প্রবেশ করিবার ইচ্ছাই নাই। ইহা অপেক্ষা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? এখন প্রশ্ন হইতেছে ইহার কি কোন প্রতীকার নাই?

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সমালোচন এক সুবৃহৎ ব্যাপার এবং আমি কেবল আমার নিজের বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা আমার ব্যবসা। এফ এ ও বি, এ শ্রেণীতে আমাকে পড়াইতে হয় এবং ঐ সব শ্রেণীর ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ও পড়াইয়া দেখিয়াছি অধিকাংশ ছাত্রের একাগ্রতার বিশেষ অভাব, অনেকেই একটু জটিল বা নূতন ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম এবং অনেকেরই সৌন্দর্য্য-বোধ ক্ষমতা জন্মায় না। ইহার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে। তিনটী কারণ প্রধান বলিয়া মনে হয়।

(১)আমাদের অধিকাংশ গৃহে প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চা নাই। যদি গৃহ সংস্কৃত ও জ্ঞাননিষ্ঠ হয়, যদি পিতামাতার, বড় ভাই ভগিনীর জ্ঞানের প্রতি আদর থাকে, যদি তাঁহারা যথাসম্ভব জ্ঞানচর্চ্চা করেন অথবা জ্ঞানচর্চ্চার আদর করেন, তাহা হইলে বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েগুলি জন্ম হইতেই জ্ঞানের মধ্যে লালিত পালিত হয়, জ্ঞানবায়ু

তাহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয়। ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, জ্ঞাননিষ্ঠ বাড়ীর বালক বালিকারা শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞান লাভ করে, কোন নূতন বা জটিল ভাব গ্রহণ করিতে তাহাদের কষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্য বোধ তাহাদের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আবার যে গৃহে জ্ঞানের আদর নাই, যেখানে উচ্চভাব বিরল, উচ্চ আদর্শের অভাব, যে গৃহের লোকের কদর্য্য বিষয় ও কদর্য্য ভাবের মধ্যে দিন যাপন, সে গৃহের বালক বালিকারা প্রায় অমার্জ্জিত হয়; তাহাদের মনে ভাব-বাহুল্য নাই, নূতন বা জটিল ভাব গ্রহণে তাহারা অপটু এবং তাহাদিগকে যথার্থ শিক্ষা দান প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বাহুল্য-ভয়ে এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিতে চাহি না, তবে আমি যতদূর জানি অধি-কাংশ ভদ্র বঙ্গ গৃহস্থ জ্ঞান-নিষ্ঠ নয়; বাড়ীর কর্ত্তা হয় ত লেখাপড়া শিখিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি এখন সংসারী, অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রমাত্র, জ্ঞানের কথা তাঁর মুখে ত শুনিতে পাওয়া যায় না এবং কোন নূতন কথা বা ভাব তাঁর এখন বড় কটু বলিয়া বোধ হয়; বাড়ীর গৃহিণী হয় ত একটু আধটু বাঙ্গালা জানেন, অনেক কষ্টে ভুলপূর্ণ দুই এক-খানা চিঠি লিখিতে পারেন; যদি কখন সময় পান, কুরুচিপূর্ণ দুই একখানা নাটক উপন্যাস পাঠ করেন, অথবা অনেক স্থলে তিনি একেবারে নিরক্ষর। যতদিন আমাদের গৃহস্থের অবস্থা সাধারণতঃ এত হীন থাকিবে, যতদিন নিজের বাড়ীতে আমরা উচ্চ আদর্শ না দেখিতে পাইব, যতদিন জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে আমরা লালিত পালিত না হইব, ততদিন আমাদের শিক্ষার অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হইবে না, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নিরেট বোকার সংখ্যা আমাদের মধ্যে অপ্রতুল হইবে না।

(২) আজি কালিকার শিক্ষা বিভ্রাটের অপর কারণ ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদান। ইংরাজী বিদ্যালয়ের দুই একটী নিম্নতম শ্রেণী ব্যতীত আর সকল শ্রেণীতেই প্রায় সকল বিষয়ই ইংরাজীতে শিখান হয়। ইংরাজী সাহিত্য পুস্তক ছাড়িয়া দাও, ইতিহাস ভূগোল ও গণিত শিখাইতেও ইংরাজীতে লিখিত পুস্তক ব্যবহার করা হয়। আট নয় বৎসরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা ইংরাজীতে লেখা ইতিহাস ভূগোল ও পাটিগণিত পাঠ করে। ফল এই দাঁড়ায় অনেক সময় বিষয়গুলি তারা প্রায় বুঝে না এবং শিখিবার আগ্রহ তাহাদের জন্মায় না। পুস্তকের ভাষা আগে বুঝিতে হইবে, তার পর ত বিষয়ের উপলব্ধি হইবে। একেত ইংরাজী পরের ভাষা, তার উপর শিক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র বালক—ভাষাই যখন তারা বুঝে না, তখন বিষয় কি প্রকারে বুঝিবে? ঈদৃশ শিক্ষার ফল এই দাঁড়ায় যে, বালকেরা যাহা পড়ে, তাহা না বুঝিয়া শুক পাখীর ন্যায় মুখস্থ করে মাত্র। অনেক সময় দেখিয়াছি শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে একটী অঙ্ক কষিতে দিয়াছেন; যাহারা

বুদ্ধিমান্, তাহারা উহা কষিয়া ফেলিল, কিন্তু অপর বালকেরা কষিতে না পারিয়া শিক্ষকের তাড়না খাইতে লাগিল ; কিন্তু অঙ্কটী যদি একবার বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দেওয়া গেল, অমনি অনেক বালক উহা কষিতে পারিল। ছেলেবেলাকার একটা গল্প মনে পড়িল। পরীক্ষা হইতেছে—পরীক্ষক একটী ক্ষুদ্র বালককে ইংরাজী (Tree) ট্রি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর "বৃক্ষ" (বোধ হয় বালকের শিক্ষক সংস্কৃতে সামস্ উলউলেমা ছিলেন।) পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন "ট্রি দেখিয়াছ কি ?" বালক উত্তর করিল,—"কেমন করিয়া দেখিব, উহা যে ইংরাজী কথা।" আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা আজকাল অনেকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় বালকেরা তাহাদের ইংরাজী সাহিত্য পুস্তকের কতকগুলি প্রবন্ধ পড়িয়াছে, কথার অর্থ মুখস্থ করিয়াছে, কঠিন কঠিন পদের ইংরাজী ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি—আর সব করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যদি একটী প্রবন্ধের তাৎপর্য্য বলিতে বলা যায়, তাহারা একেবারে অকূল পাথারে পতিত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল আশা করি তাহা অতিরঞ্জিত নয়। অবশ্য সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। শীঘ্র বুঝিতে পারে, অল্লায়াসে শিখিতে পারে, এমন ছাত্র অনেক আছে। কিন্তু তাহারাই যে কেবল ইংরাজী পড়িতে চায়, এমন নয়। তাহা হইলে আমার এ অনুযোগ অনাবশ্যক হইত। বেশীর ভাগ ছাত্র নিরেট বোকা নয় বটে, কিন্তু অপ্রখরবুদ্ধি। শিক্ষা তাহাদের পক্ষে আয়াস-সাপেক্ষ। আজ কালকার শিক্ষাপ্রণালী এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ঈদৃশ ছাত্রের পক্ষে স্কুলে যাওয়া অনেকটা সময় নষ্ট ও পণ্ডশ্রম এবং বি এ পাশ করিলেও ইহারা তমসাচ্ছন্ন। প্রকৃত শিক্ষা ইহাদের হয় না।

(৩) শিক্ষাপদ্ধতির দোষ। নানা কারণে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দোষপূর্ণ হইয়াছে। এখন কার্য্য-জগতে ইংরাজী ভাষাজ্ঞানই উপার্জ্জনের প্রধান উপায় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেকাজেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষাজ্ঞান অবশ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় ; উহা উদ্দেশ্য-সাধক মাত্র। অনন্ত রত্নপূর্ণ ইংরাজী সাহিত্য ও সুবিস্তীর্ণ ইংরাজী বিজ্ঞানাদির আলোচনার জন্যই আমাদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা উচিত। সকলের পক্ষে এরূপ না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ভূষিত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে এরূপ হওয়া যে দরকার, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু ইংরাজী ভাষাজ্ঞান অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া আমাদের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষক যখন ইংরাজী পড়ান, তিনি কেবলমাত্র দেখেন যে বালকেরা কথার অর্থ শিখিয়াছে কি না এবং কঠিন পদের ইংরাজী অর্থ বলিতে পারে কি না। কথা-জ্ঞান না হইয়া তাহাদের বস্তু-জ্ঞান

হইতেছে কি না, বালকেরা পাঠ্য বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিতেছে কি না, তাহাদের চিন্তাশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন অনুশীলন হইতেছে কি না, নিজের ভাষাতে তাহারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতে শিখিতেছে কি না—শিক্ষক মহাশয় এ সব দেখিবার সময় পান না। শিক্ষণীয় বিষয় যে বস্তু—কথা নয়; ইহা তিনি মনেও আনেন না। শুক পক্ষীর ন্যায় বালক কেবল মুখস্থই করিতেছে, কিছু শিখিতেছে কি না পিতা মাতাও দেখেন না—শিক্ষকও দেখেন না। ইহাতে শিক্ষা মূলে যে দোষে দূষিত হইতেছে, সে দোষের উচ্ছেদ সাধন বড় কঠিন ব্যাপার এবং অনেক স্থলে দোষটা বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহার আর নিরাকরণ হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষাবিভ্রাটের কয়টী প্রধান কারণ উপরে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এখন কথা হইতেছে উক্ত বিভ্রাটের কোন সম্ভবপর প্রতীকার আছে কি না।

প্রথম কারণ হইতেছে বর্ত্তমান বঙ্গগৃহে জ্ঞানালোচনার অভাব। এ অভাব মোচন বড় কঠিন এবং বহুকাল-সাপেক্ষ। আমরা জ্ঞানের আদর করিতে শিখি নাই এবং উহার মর্য্যাদাও বুঝি না। আমাদের জীবনের আদর্শ নাই, মন অতি সঙ্কীর্ণ ও উদ্দেশ্য অতি হীন। কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা, দুই পয়সা উপার্জ্জন করা এবং দুই পয়সার সংস্থান করা—এই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে শিক্ষার অবস্থা যে অতি শোচনীয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শিক্ষিত ও বিদ্যাভিমানী পুরুষদের অবস্থাই যখন এই প্রকার, তখন স্ত্রীলোকদের কথা আর কি বলিব? স্ত্রীশিক্ষা ত দেশে নাই বলিলেই হয়। প্রথম প্রথম একটু আশা হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল দেখিতেছি স্ত্রীশিক্ষার ক্রমে অধোগতি হইতেছে। যতদিন না আমরা জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝি, যতদিন আমাদের জীবনের আদর্শ উচ্চ না হয়, ততদিন উচ্চশিক্ষার পক্ষে বঙ্গগৃহ যে অন্তরায়, তাহা দূর হইবে না।

দ্বিতীয় কারণ বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণী হইতে সকল বিষয়েরই ইংরাজীতে শিক্ষা দান। ইহা যে কেন হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝেন। ইংরাজী আমাদের রাজভাষা ও ইংরাজী বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা। সকল পিতামাতারই ইচ্ছা—ছেলে ভাল করিয়া ইংরাজী শিখুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ইংরাজী ভাষাতেই গৃহীত হয়; সেই জন্যও ইতিহাস ভূগোলাদি ইংরাজীতে পঠিত হইয়া থাকে। আর এক কথা আছে—যখন ইংরাজী ধরণে শিক্ষা আমাদের দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া তখন রাজপুরুষদের ইচ্ছা ছিল যে, দেশমধ্যে ইংরাজীর বহুল প্রচার হয়। ইংরাজীচর্চ্চায় তখন বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম যাঁরা "ইংরাজী টোলের ভট্টাচার্য্য" হন, তাঁরা সমস্ত দেশীয় জিনিষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, ইংরাজীরই

কেবল আলোচনা করিতেন, ইংরাজীতে পত্র লিখিতেন, পদ্য রচনা করিতেন— এমন কি ইংরাজীতে স্বপ্ন পর্য্যন্ত নাকি দেখিতেন। সে ঢেউ এখনও দেশে কতক আছে। যদিও এখন শিক্ষিত বাবুরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের হাত দিয়া প্রকৃত ইংরাজী সাহিত্যে পরিগণিত হইতে পারে এরূপ গদ্য ও পদ্য বাহির হইবে না, তথাপি তাঁহারা অনাবশ্যক ইংরাজীতে পুস্তক পুস্তিকা লিখিতে আজও ছাড়েন না। শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় চিঠি পত্রাদি আজও ইংরাজীতে বই বাঙ্গালায় লিখেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের এখনও খুব সঙ্কীর্ণ অবস্থা এবং দর্শন বিজ্ঞানাদির উচ্চদরের পুস্তক বাঙ্গালায় হয় নাই। যে কারণেই হউক, শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষা যে স্থান অধিকার করিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত ইহা সে স্থানচ্যুত না হয়, ততদিন বাঙ্গালা সাহিত্য যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে এবং দর্শন বিজ্ঞানাদির উচ্চ দরের পুস্তক যে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে; তাহা আশা করা যায় না। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, নিম্নতর শিক্ষার জন্য যেরূপ ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞানাদির পুস্তক আবশ্যক, সেরূপ পুস্তক আমাদের মাতৃভাষায় এখন দুষ্প্রাপ্য নয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়াছেন এবং উহার উৎকর্ষ-সাধনে কেহ কেহ যত্নবান্ হইয়াছেন। স্কুলের নিম্নতর শ্রেণীতে ইংরাজী ছাড়া আর সকল বিষয় বাঙ্গালায় শিখাইলে যে অনেকটা ভাল হইবে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আরও আশার বিষয় যে, শিক্ষাবিভাগ এই প্রশ্নের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। বিভাগ এখন বুঝিয়াছেন যে, শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্কুলের নিম্নতর শ্রেণী সকলে ইংরাজীর প্রাধান্য কমাইতে হইবে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে যদি শিক্ষা-বিভাগ একাগ্রতার সহিত এই বিষয়টীতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে শিক্ষা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট অনেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য বিধানে অগ্রসর হইবেন।

তৃতীয় কারণ শিক্ষাপদ্ধতির দোষ। হঠাৎ মনে হইতে পারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণে বিশেষ প্রভেদ নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রভেদ বুঝা যায়। ইংরাজীতে হউক আর বাঙ্গালাতেই হউক, একটু আলগা দিলেই শিক্ষা পুথিগত হইয়া পড়ে। তবে আমাদের শিক্ষা ইংরাজীতে হওয়াতে যত শীঘ্র পুথিগত হইয়া পড়ে, বাঙ্গালায় হইলে তত শীঘ্র হইত না। মনে করুন্ একটী ক্ষুদ্র বালক ইংরাজীতে ভূগোল পড়িতেছে বা অঙ্ক কষিতেছে। যখন সে ভূগোলের সংজ্ঞা মুখস্থ করে, তখন সে কথা লইয়াই ব্যস্ত, বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পায় না। যখন অঙ্ক করিতেছে, অঙ্ক কথা তার পক্ষে অনেক সময় সংস্কারাধীন হইয়া পড়ে। এক প্রকারের অঙ্ক এক পদ্ধতিতে কষিতে

হয়, ইহা সে শিখিয়াছে মাত্র। অঙ্কের ভাষাজ্ঞান তার এত কম যে "কেন কষিতে হয়" তাহা তার বোধগম্য হয় না। আশা করি যাঁহারা বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন এবং তাহার সমর্থন করিবেন। শিক্ষা যত কম সংস্কারাধীন ও যত বেশী বুদ্ধিচালিত হয়, তত ভাল, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আজকালকার শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত সংস্কারচালিত। উহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে উহাকে বুদ্ধিচালিত করিতে হইবে, এবং ইহার একমাত্র উপায়, শিক্ষা পুঁথিগত না করিয়া বস্তুগত করা। সুখের বিষয় শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি সাধনের প্রতি শিক্ষাবিভাগের চক্ষু পড়িয়াছে। শীঘ্রই শিক্ষা যতদূর সম্ভব, বস্তুগত করিবার সূচনা হইবে এবং যদিও ফল ফলিতে অনেক দেরী, আমরা যদি বীজ রোপণ দেখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের প্রধান অন্তরায় অর্থের অনটন এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। আশা করি ক্রমে ক্রমে এ দুই অন্তরায়ই দূরীভূত হইবে।

আর দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইংরাজী সাহিত্য পাঠনা আমার ব্যবসায় এবং আমি যে সব ছাত্র পাই, তাহাদের অধিকাংশই এক প্রকার ভাবশূন্য, নূতন বা জটিল ভাব গ্রহণ করিতে ও রসিকতা বুঝিতে অসমর্থ। এই দোষের কোন বিশেষ প্রতীকার আছে কি না। আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস এবং সেই জন্যই কষ্ট করিয়া লেখনীধারণ। আমার মনে হয় যদি বিদ্যালয় ও গৃহে বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছু কিছু আলোচনা হয়, তাহা হইলে উপরি-উক্ত দোষের অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে। আমি জানি বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল পুস্তকের সংখ্যা বড়ই কম, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া দুই চারিখানি যদি বালক বালিকাদিগেকে পড়ান যায়, তাহা হইলে শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। কাব্যাদি সুকুমার সাহিত্যে নানা প্রকারের নূতন ও উচ্চ ভাব পাওয়া যায়। ঐ সব ভাবের সহিত শৈশবকাল হইতে পরিচয় হইলে বালক বালিকাদের আত্মা ও মনের বিস্তার হয় ও ভাবরাজ্যে তাহাদের দখল জন্মে। বাল্যকাল হইতে উচ্চ ভাবের সংস্পর্শে আসিলে ক্রমে ঐ ভাব সকল মনোমধ্যে প্রোথিত হইয়া যায় এবং পরে কোন নূতন বা দুর্ব্বোধ্য ভাব দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয় না। সমুন্নত সাহিত্য পাঠ বহুদর্শিতা প্রসারণের অন্যতম উপায়। যাহার যত বহুদর্শিতা, শিক্ষা তাহার পক্ষে তত সহজ ও সুখদ। ইহার অভাবে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার ফল তাদৃশ ফলিতেছে না। এখন কথা হইতেছে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে এত বিষয় পড়িতে হয় যে, সেখানে বেশী করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা অসম্ভব বলিলেই হয়। আমাদের ছাত্রেরা যে

অনেকটা অতিশ্রম-ক্লান্ত, তাহা আমি বেশ জানি। তাহাদিগকে যে নানা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহাও আমার অগোচর নাই। কিন্তু সকল বিদ্যালয়েই কিছু না কিছু বাঙ্গালা পড়ান হইয়া থাকে। পুস্তক নির্ব্বাচনে যদি কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন করা যায় এবং অধ্যাপনা কার্য্য যদি কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমত্তার সহিত করা যায়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা চর্চ্চার জন্য যে সামান্য সময়টুকু দেওয়া যায়, তাহা হইতে প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে।

বিদ্যালয়ের উপরে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে চাই না। উপরে "বিদ্যালয়ে ও গৃহে" সাহিত্য চর্চ্চার কথা বলিয়াছি। গৃহ যদি জ্ঞাননিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা চর্চ্চার ভার অনেকটা তাহার উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক অংশ ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগকে সচ্ছন্দে পড়িতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আজকাল কয়টা বঙ্গগৃহে বালক বালিকার মধ্যে ঐ দুই অমূল্য পুস্তকের আলোচনা হইয়া থাকে? রামায়ণ মহাভারতে যে কত শিখিবার জিনিষ আছে, তাহা যে উহা পাঠ করিয়াছে সেই জানে। ঐ দুই খানি বই ছাড়া বাঙ্গালায় আরও ভাল বই আছে। সকল বইই যে বালক বালিকাদের হাতে দিবার যোগ্য, তাহা আমি বলি না। পুস্তক নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কিন্তু পিতা মাতা যদি সুশিক্ষিত হন, সন্তানদের ভাবী উন্নতির কথা যদি তাঁহারা ভাবেন, তাহা হইলে পুস্তক নির্ব্বাচন করিবার ক্লেশ তাঁহাদের কাছে খুব বেশী বলিয়া বিবেচিত না হইবার সম্ভাবনা। পুস্তকগুলি সু-উচ্চ ও নূতন ভাবপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য হওয়া আবশ্যক; যত তাহাদের প্রকারভেদ হয়, ততই ভাল। গৃহে অনেক সময় ঐ সব পুস্তকের গুণাগুণ আলোচিত হইলে বড়ই ভাল হয়।

শিক্ষিত পিতামাতার ইহাও জানা উচিত যে, সন্তানগণের বস্তু পরিচয়েও তাঁহাদের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। বস্তু পরিচয়ের অভাব বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর এক প্রধান দোষ। গৃহে যতটা বস্তু পরিচয় সম্ভব, তাহা হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে বালক বালিকাদিগকে চিত্রশালিকা, জীবোদ্যান, উদ্ভিজ্জোদ্যান প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত। ইহাতে তাহাদের কৌতুহল বৃদ্ধি পায় এবং আমোদের সহিত শিক্ষালাভ হয়। বাহুল্যভয়ে এ সম্বন্ধে আর বেশী বলিলাম না।

আর একটী মাত্র কথা, এবং তাহা হইলেই আজিকার মত আমার হইল। আমাদের জানা উচিত যে, বিদ্যালয় ও গৃহ দুই সমান শিক্ষাস্থল। শিক্ষা যদি সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে হয়, তাহা হইলে একটীকেও ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। প্রত্যেকটীর অপরটীর অভাব-পূরক হওয়া দরকার, তাহা না হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবেই থাকিবে।

স।

নৃত্যের ইতিবৃত্ত।

নৃত্য চৌষট্টি কলা বা বিদ্যার মধ্যে একটী এবং ইহা শিক্ষণীয়। যদিও কুরুচিসম্পন্ন লোকদিগের হস্তে পড়িয়া ইহার অপব্যবহার হইয়াছে এবং সেই জন্য ভদ্র সমাজে অনেক স্থলে ইহা আদরের পরিবর্ত্তে ঘৃণার বস্তু, কিন্তু তাহা বিদ্যার দোষে নয়, জঘন্য লোকের কুৎসিত আমোদপ্রিয়তা-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য। প্রাচীনকালে "নৃত্য" একটী শিক্ষণীয় গুণ বলিয়া রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইত। পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন স্বয়ং বিরাট-রাজকন্যা উত্তরার শিক্ষাগুরু হইয়া তাঁহাকে এই বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে ধর্ম্মার্থে ভদ্রাঙ্গনাগণের নৃত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চলে আজও এরূপ প্রথা দেখা যায়। আর ভক্তির অবতার চৈতন্যদেব ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত হইয়া সহচর ও শিষ্যগণ সহ যে নৃত্যে নদিয়া ও বঙ্গদেশ টলমল করাইয়াছিলেন, তাহা কি পবিত্র, কি মনোহর, কি স্বর্গের নৃত্য!! এইরূপ নৃত্য দর্শনে কত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত এবং উদাসীনচিত্তও ধর্ম্মানুরাগপূর্ণ হইয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ ও ধর্ম্মোৎসাহবর্দ্ধনের জন্য এইরূপ নৃত্য বাদ্য ও সঙ্গীতের ন্যায় অত্যাবশ্যক। ইহা ব্যবসায়ী নর্ত্তক নর্ত্তকীতে বদ্ধ থাকিলে কুফল প্রসূত হয়। ভদ্র পরিবারে পারিবারিক আমোদ ও ধর্ম্মভাব উত্তেজনার্থ ইহার সুসংস্কার ও পুনঃ প্রচলন আবশ্যক।

পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন-কাল হইতে নৃত্যের কিরূপ অনুশীলন হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিবরণ এ স্থলে প্রকাশ করিব।

মিসর দেশে নৃত্য একটী পবিত্র আমোদ বলিয়া বিবেচিত হইত। আইসিস দেবীর উৎসবে মিসরবাসিগণ মিলিত হইয়া নৃত্য করিত। মেম্ফীস্ দেবের মহোৎসবে যে নৃত্য হইত, তাহাতে তাহারা নৃত্যচ্ছলে নানা প্রকার রণ-কৌশল দেখাইত এবং এপিস্ দেবের উৎসবে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকলের অভিনয় করিত।

ইহুদীরা মিসরবাসীদিগের নিকট হইতে নৃত্য-প্রণালী শিক্ষা করে। তাহারা পৌত্তলিক হইয়া যখন স্বর্ণ-বৎসের পূজা করে, তখন যেমন তাহার চারিদিক্ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৃত্য করিত, সেইরূপ পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াও যিহোবার সিংহাসন বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিত। ভক্ত-চূড়ামণি ইহুদীরাজ দায়ুদ তাঁহার সুবিখ্যাত গীতাবলীর অনেক স্থলে স্বদেশবাসীদিগকে নাচিয়া নাচিয়া ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। জেরুজালম, সামেরিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়াতে ইহুদীদের দেবমন্দিরে নাট্যশালা ছিল, তথায় নৃত্য গীত উভয়ই হইত। এক এক সময়

ইহাদের নৃত্য নিতান্ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইয়া পড়িত।

প্রাচীন গ্রীকদিগের (Pyrrhic) পিরহিক নৃত্য অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা মিসরীয়-দিগের মেম্ফীস নৃত্যের অনুকরণ মাত্র। ইপাররসের রাজা পিরহস সামরিক কৌশল শিক্ষায় সহায়তার জন্য এই নৃত্য প্রচলিত করেন এবং তাঁহার নামে ইহার নামকরণ হয়। প্রথমতঃ পালাস (সরস্বতী) দেবীর সম্মানার্থ এই নৃত্য হইত এবং নর্ত্তকেরা ঢাল, তরবারি ও বর্শা লইয়া বিবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন করিত। অবশেষে সুরা-দেব বেকসের উৎসবে এই নৃত্য গৃহীত হইয়া ইহার অপব্যবহার হয়।

স্পার্টার ব্যবস্থাপক লাইকর্গস্ আপলো (সূর্য্য) দেবের সম্মানার্থ নৃত্যের ব্যবস্থা করেন। তত্রত্য বৃদ্ধেরা ক্রনস্ (শনি বা মহাকাল) দেবের প্রীতির জন্য এক প্রকার নৃত্য করিতেন। স্পার্টার রমণীগণ নৃত্যের বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া অনেক বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।

আথিনীয়েরা নৃত্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারা প্রথমে আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে নৃত্যের ব্যবস্থা করেন। শোককারীরা শ্বেতবস্ত্র পরিয়া সাইপ্রস পল্লবের মালা গলায় দিয়া ধীর-গতিতে এই নৃত্য সম্পন্ন করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গম্ভীর বাদ্যধ্বনিও হইত এবং বাদ্যধ্বনির ফাঁকতালে মাঝে মাঝে হাহাকার ও বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইত। আথিনীয়েরা স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানা প্রণালীর নৃত্য প্রবর্ত্তন করিয়া আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। একজন, দুইজন কখনও বহুজনের একত্র নৃত্য হইত। ৮ জন লোক হাত ধরাধরি করিয়া এক প্রকার নৃত্য করিত, তাহাই বিশেষ প্রীতিকর হইত। রোমান্ জাতি গ্রীক-দিগের নৃত্য অধিকতর সভ্যাকারে পরিণত করিয়া লন। রোমানেরা যখন গ্রীশদেশ জয় করেন, তখন তথাকার অশিষ্ট ও উলঙ্গ ভাবে নৃত্য করিবার প্রথা আইন দ্বারা নিবারিত করেন এবং ভদ্রোচিত নৃত্যের উৎসাহ দেন। আক্ষেপের বিষয়, রোমান্‌দিগের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের, মধ্যেও নৃত্যের অপব্যবহার হইয়াছিল। সম্রাট্ আগষ্টসের সময়ে নৃত্য-কলা পূর্ণরূপে বিকাশিত হইয়াছিল। পিলাডিস গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নৃত্য এবং বাথিলস হাস্যোদ্দীপক সঙের নৃত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কেবল সামান্য লোকে নৃত্য করিত না, সিবিল দেবতার পুরোহিতেরা নৃত্য-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহারা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া নৃত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

যে সকল অসভ্যজাতি রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে, তাহারাও নৃত্যপ্রিয় ছিল। ইতিহাসবেত্তা টাসিটস লিখিয়াছেন, ইহাদের যুবকেরা বর্শা হস্তে সামরিক কৌশল দেখাইয়া নৃত্য করিত, এবং সেই নৃত্যস্থলে প্রতিপক্ষের শস্ত্র চালনা হইতে আত্মরক্ষা করিত।

প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টানেরা যে এত বৈরাগ্য-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহারাও নৃত্যকে পরিহার করেন নাই। ইহুদীদের অনুকরণে তাঁহারা নৃত্য করিতেন। সচরাচর প্রীতি-ভোজনের পর খৃষ্টীয় যুবকেরা নৃত্য করিয়া আমোদ করিত, কিন্তু প্রবীণেরাও পশ্চাৎ-পদ ছিলেন না। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশপদিগের নাম ছিল "প্রিস্থল" অর্থাৎ নৃত্যের প্রবর্ত্তক। প্রবীণ ধর্ম্মাচার্য্যগণ নৃত্যের পথ দেখাইতেন, যুবকেরা তাঁহাদের অনুসরণে তাহাতে প্রমত্ত হইয়া পড়িত। ক্রমে খৃষ্টানদিগের মধ্যে নাচের এত বাড়াবাড়ি হয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠান অমোদে চাপা পড়িবার আশঙ্কা হয়। ইহা দেখিয়া ৩৯৭ খৃষ্টাব্দে সুবুদ্ধি পোপ গ্রেগরী নৃত্য রহিত করিয়া দেন। ইহার পর হইতে গির্জায় নৃত্য ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে।

সুপণ্ডিত কুইন্টিলিয়ানের মতে প্রত্যেক বাগ্মীর পক্ষে নৃত্য শিক্ষণীয় এবং পণ্ডিতপ্রবর লকের মতে প্রত্যেক ভদ্রলোকের এ বিদ্যা কিছু কিছু জানা চাই। যোদ্ধার পক্ষে নৃত্য শিক্ষা সর্ব্ব-বাদি-সম্মত। ফরাসীরা ভাল নর্ত্তক বলিয়া যুদ্ধে ক্ষিপ্রগতি এবং সমধিক সক্ষম। আনন্দ, স্বাস্থ্য এবং চিত্তের প্রফুল্লতা নৃত্যের অনুসঙ্গী, নৃত্য সুনিয়মিত হইলে তাহা দ্বারা এই সুফল সকল লাভ হইতে পারে। এইরূপ নৃত্য প্রবর্ত্তনের আমরা পক্ষপাতী।

ভারতে রৌপ্য মুদ্রা।

ভারতে কোন্ সময়ে প্রথম মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রাচীন ভারতে সুবর্ণ মুদ্রা বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, রামায়ণ ও পুরাণ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু রৌপ্য মুদ্রার উল্লেখ প্রায় দেখা যায় না। টঙ্কা অল্প মুদ্রিত ধাতু খণ্ড অথবা রৌপ্য-মুদ্রা টাকা। কিন্তু এই "টঙ্কা" শব্দ আধুনিক কি না, তাহা বিবেচ্য। কাহার কাহারও মতে মুসলমান রাজারাই এই দেশে প্রথম রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন। পাঠান বীর শের খাঁ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে পরাজয় করিয়া শের সাহ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৫৪২ অব্দে প্রথম রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত করেন। উক্ত টাকার পরিমাণ ১১৷৷০ সাড়ে এগার মাসা ছিল। পরে সম্রাট্ আকবর সাহের সময়ে পরিবর্ত্তিত টাকার পরিমাণ ১৭৯৫ (ট্রয়) গ্রেণ। ইহার নাম "জিলালি" (Jilaly), ইহার রৌপ্যও বিশুদ্ধ। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে টাকার পরিমাণ কমাইয়া ১৭৫ গ্রেণ করা হয়। এই সময়ে আলাহাবাদ, সুরাট (সৌরাষ্ট্র), দিল্লী,

পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও টাণ্ডা এই আটটী নগরে টাঁকশাল ছিল; তথায় কেবল টাকা মুদ্রিত হইত। আগ্রা, আহম্মদাবাদ ও কাবুলে কেবল স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত হইত। এতদ্ব্যতীত আরও ২৮টী নগরে তাম্র মুদ্রা মুদ্রিত হইত। ক্রমে মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে সুবাদারগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠেন ও দেশ মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই প্রায় নিজ নিজ পৃথক্ টাঁকশাল ছিল। মোগল-সম্রাটদিগের সময়েও কোন কোন রাজার নিজের টাঁকশাল ছিল। ১৬৬৪ অব্দে শিবজী স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামে টাকা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ্-আলম (দ্বিতীয়) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পণ করিলে উক্ত কোম্পানি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ-আলমের সপ্তদশ বার্ষিক রাজত্ব প্রতিপাদক টাকা প্রচলিত করেন এবং অন্যান্য স্থানের সংগৃহীত টাকা গলাইয়া ফেলেন। কোম্পানির প্রথম মুদ্রিত টাকাই সিক্কা টাকা। ইহার পরিমাণ ও মূল্য মোগল প্রচলিত মুদ্রার সমান। এই সময়ে সুরাটের মুদ্রিত টাকা বোম্বে প্রসিডেন্সিতে ব্যবহৃত হইত। ইহার পরিমাণ ১৭৮৩ গ্রেণ। এই টাকা পরে ১৮০০ অব্দে বোম্বে টাঁকশালে মুদ্রিত হয়, পরিমাণ ১৭৯ গ্রেণ, কিন্তু বিশুদ্ধ রৌপ্য ১৬৪'৭ গ্রেণ মাত্র।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ সাহের সনন্দ অনুসারে রাজা বলবন্ত সিংহ বারাণসীতে টাঁকশাল নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইনিই রামনগরের (কাশীর) বর্ত্তমান রাজবংশের প্রথম রাজা। ইহাঁর মৃত্যুর চারি বৎসর পরে ১৭৭৫ অব্দে বারাণসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়, কিন্তু টাঁকশাল ১৭৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত তত্রত্য রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত ছিল। ১৮২৯ অব্দে বারাণসীর টাঁকশাল বন্ধ হয়। বারাণসীর টাকার পরিমাণ ১৭৫ গ্রেণ। এখানে পয়সাও মুদ্রিত হইত। তাহাতে ত্রিশূল অঙ্কিত থাকাতে ত্রিশূলী পয়সা বলিত।

১৮০২ অব্দে ফতেগড় নগরে ফতেগড়ী টাকা মুদ্রিত হইত। ইহার পরিমাণ প্রথমে ১৬৫'২ গ্রেণ ছিল; কিন্তু ১৮১৯ অব্দে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৮০ গ্রেণ করা হয়। বিশুদ্ধ রৌপ্যের ভাগ সমান ছিল। ১৮২৪ অব্দে ফতেগড় টাঁকশাল বন্ধ হয়। ইহার স্থাপনাবধি ৭,৭৫,৪২,১১৪ টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পেসোয়ার কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা গড়মণ্ডলাতে সাগর টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোম্পানিও এই টাকা ব্যবহার করিত। ১৮২৪ অব্দে নূতন টাঁকশাল নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ১৮৩৫ অব্দে উঠিয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের যে সকল রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল, তথায় প্রাচীন রীত্যনুসারে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

মহীশূর ও দক্ষিণের হুণ (Huns) য়ুরোপীয়দিগের পেগোদার মূল্য ৩॥• সাড়ে তিন টাকা। ১৮১৮ অব্দে মান্দ্রাজে টাকা প্রচলিত হইলে পেগোদার প্রচলন অনেক কমিয়া যায়। মান্দ্রাজী টাকার পরিমাণ ১৮০ গ্রেণ (বিশুদ্ধ রৌপ্য ১৬৫ গ্রেণ)।

১৮০১ হইতে ১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা, বারাণসী, ফরেক্কাবাদ ও সাগর টাঁকশালে মোট ৫২,৫৮,১৭,০৫৮ টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল। বারাণসীর টাঁকশাল ১৮২৯ অব্দে বন্দ হয়। তাম্রমুদ্রা-পয়সা ও ডবল পয়সা কলিকাতা ও বোম্বের টাঁকশালে প্রস্তুত হইত। পয়সার ভগ্নাংশ কৌড়ি বহুল প্রচলিত ছিল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাঁকশালের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ অব্দে ইহা সম্পূর্ণ হয়। বোম্বে টাঁকশালও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ অব্দে মান্দ্রাজ টাঁকশালে রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৯ অব্দে ৩১ আগষ্ট দিবসে উক্ত টাঁকশাল বন্দ হয়। ১৮৩৮ অব্দ হইতে সিক্কা টাকার প্রচলন বন্দ হয়। এই সময় রৌপ্য মুদ্রা—ডবল টাকা, আধুলি ও সিকি ছিল। টাকার পরিমাণ ১৮০ গ্রেণ (বিশুদ্ধ রৌপ্য ১৬৫ গ্রেণ)। স্বর্ণ মুদ্রা—মোহর ১৮০ গ্রেণ, বিশুদ্ধ স্বর্ণ ১৬৫ গ্রেণ, মূল্য ১৬ টাকা, ডবল মোহর ৩০ টাকা, আধুলী ১০ টাকা ও সিকি ৫ টাকা। তাম্রমুদ্রা—; পয়সা পরিমাণ ১০০ গ্রেণ, ডবল পয়সা ও পাই। এই সমস্ত মুদ্রাই কেবল কোম্পানির টাঁকশালে প্রস্তুত হইত। দুয়ানী কিছু সময় পরে মুদ্রিত ও প্রচলিত হয়। এই সময়ে দেশীয় রাজগণও স্বীয় স্বীয় রাজ্য মধ্যে নিজ নিজ টাঁকশাল রক্ষা করিতেন। ইহাতে কোম্পানির কার্য্যে বড়ই অসুবিধা হইত, কারণ সকল স্থানে একটি মুদ্রা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কোম্পানির রাজ্য ও কার্য্য বহুলরূপে বিস্তারিত হওয়াতে ১৮৪৩ অব্দে দেশীয় ও অন্যান্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে কেবল কোম্পানির মুদ্রা প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়! তদবধি ইহাই ভারতের রৌপ্য মুদ্রা বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এতদিন স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন রহিত ছিল, গত বৎসর হইতে ইহা পুনঃ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আর মোহর নাই—তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজি সভারণ ও অর্দ্ধ সভারণ প্রচলিত হইতেছে। ১৮৪৭ হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশ বৎসরে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মুদ্রিত ১,৬২,০০,০০০ এককোটি দ্বিষষ্টি লক্ষ টাকার মোহর, একশত অষ্ট পঞ্চাশৎ কোটি টাকার রৌপ্য মুদ্রা এবং দুই কোটি ষষ্ঠ নবতি লক্ষ টাকার তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত এক কোটি সভারণ (বিলাতী স্বর্ণ মুদ্রাও) প্রচলিত হয়।

(ক্রমশঃ)।

স্বর্গীয়া সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে।

"চিরবন্ধু চির-নির্ভর চির-মঙ্গল সখা হে
চির-সঙ্গী চির জীবনে,
চির-প্রীতি সুধা-নির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ।"

আজ ব্রহ্মনিষ্ঠ সংযমিতহৃদয় লইয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত এই পবিত্র অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি। আজ ভক্তিভরে দয়াময়ের পাদপদ্মে প্রণত হই। আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে, এই শান্তিময় ব্রহ্মোপাসনাস্থলে করুণাময়ের করুণা-রস-ধারা ঝরুক। আজ পরলোকবাসী দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করুন, পরলোকবাসিনী দেব-বালারা মঙ্গল-গীতি গাহিতে থাকুন, ভগবৎকৃপায় এই অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন হউক।

আজ একমাস অতীত হইল সাধ্বী সহধর্ম্মিণী চলিয়া গিয়াছেন। তাঁর অভাবে আমাদের গৃহ শূন্য ও ঘোর অন্ধকারময়! যিনি আমার গৃহ-কুঞ্জের সুখলতা ছিলেন, যিনি আমার সংসার-প্রবাসের স্নেহময়ী সঙ্গিনী ছিলেন, যিনি আমার কর্ম্মে সহ-কর্ম্মিণী, ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তিনি আজ কোথায়? তাঁহাকে আর ত খুঁজিয়া পাইতেছি না—প্রাণ পাত করিলেও এখানে আর তাঁহাকে পাইব না। দেখিলাম সতী-প্রতিমা-বিধ্বংসী চিতানল শ্মশানে নিভিয়া গেল, কিন্তু আমার হৃদয় শ্মশানের এ চিতানল এ জীবনে আর কি নিভিবে? "হরি হে প্রাণ জুড়াও, শান্তি-দাতা শান্তি দাও, মা শান্তিদায়িনী জ্বালা জুড়াও" বলিতে বলিতে সতী শান্তিনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি অক্ষয় সিন্দুর পরিয়াছিলেন, সরল প্রাণে দয়াময়ের নাম লইয়াছিলেন, তাই সতীবেশ পরিয়া দয়া-ময়ের নাম সম্বল করিয়া সতীলোকে চলিয়া গেলেন। তিনি যেথানে গেলেন, সেখানে কি তিনি একাকী? যে জীবন এখন ধারণ করিয়াছেন, তাহা কি আমাদের মত সত্য নয়? আজ তাঁহার সেই সতী-লক্ষ্মী স্বর্গীয়া শ্বশ্রমাতা তাঁহার স্নেহের বধূকে—তাঁর সংসারের লক্ষ্মীকে কত আদর করিয়া, কত শুভাচার দ্বারা বরণ করিয়া স্বর্গের ফুলসাজে সাজাইয়া কাছে রাখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল ভাবে দেখিতে-ছেন, আর তিনি সেই দেবী-মূর্ত্তির অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া প্রেম অশ্রু ফেলিতেছেন। তিনি যেমন আমাদিগকে ফেলিয়া একাকী নহেন, সেইরূপ এ জীবন পরিত্যাগ করিয়াও উচ্চতর পবিত্রতর জীবনে জীবিত। আমরা যে জীবন যাপন করিতেছি, ইহা মৃত্যুময়। রোগ, শোক, জরা, ভয়, ভাবনা ইহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, মোহমায়ার কারায় এ জীবন বদ্ধ, কিন্তু এ জীবনের অতীত যে স্বর্গের জীবন, সে জীবন শান্তিময়, অমৃতময়, পুণ্যময়, সে জীবন মুক্ত জীবন। যে

মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল বিধানে আমরা এই সুবিশাল বিশ্বমন্দিরে আশ্রয় পাইয়াছি, আবার তাঁহারই মঙ্গল বিধানে আমরা কিছু দিন এখানে থাকিয়া অনন্তের সেই যোগমন্দিরে অনন্তের আশ্রয়ে অনন্ত অমৃত জীবনে জীবিত থাকিব। কোন ভক্ত সাধু বলিয়াছেন, "পক্ষি-মাতা যেমন তাহার শাবকগুলিকে পক্ষপুটে রাখিয়া অতি সন্তর্পণে রক্ষা করে, তার পর শাবকগুলি যখন বড় হয়, তখন পক্ষিমাতা সেই শাবকগুলিকে আকাশে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জগন্মাতা আমাদিগকে কিছু দিন এখানে আদরে যত্নে কাছে কাছে রাখিয়া একটু শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁর অনন্ত আকাশে উড়াইয়া লইয়া যান।" এ সংসার পান্থশালা, এ সংসার প্রবাসস্থান, করুণাময় বিশ্বপিতা মানব-সন্তানের জন্য এ স্থানকে চিরদিনের বাসস্থান করিয়া দেন নাই; ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, সত্যলোক সকলই ব্রহ্মচরণে; ব্রহ্ম-পাদপদ্মে অনন্ত কোটি লোকবাসী জীবমণ্ডলীর চিরদিনের একমাত্র নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান। ইহলোকের আশ্রয় ঐ ব্রহ্ম কল্পতরু-মূল, পরলোকের আশ্রয় ঐ ব্রহ্ম কল্পতরু-মূল, ভক্তের কুটীর, সাধকের সাধন আশ্রম, সংসারীর সংসার আশ্রম ঐ ব্রহ্মপদে। সকলি ব্রহ্মের আশ্রিত।

মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? মৃত্যুর পর আর কিছু নাই? আমরা সংসার-সর্ব্বস্ব, তাই মনে করি সংসারের সুখই সুখ, সংসারের জীবনই জীবন। সংসারের অতীত প্রদেশে সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, সেই আত্মময় রাজ্যে, সেই মহৈশ্বর্য্যময় প্রদেশে গিয়া মানব অনন্ত সুখ ও অনন্ত জীবন লাভ করিবে ইহা ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারি না বলিয়া প্রাণপ্রিয় আত্মীয় স্বজনের বিরহে ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলি—"ঐ যা সব শেষ হ'ল!" আত্মীয় স্বজনদিগের প্রতি আমাদের প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন মৃত্যু ছিন্ন করিতে পারে না, ইহা ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না বলিয়া নিরাশ হৃদয়ে শূন্য প্রাণ লইয়া বলি—"হায়! হায়! এমন মিলন চিরবিচ্ছেদে পরিণত হ'ল!" যখন আমরা বিশ্বাসী হই, যখন আমাদের আত্মজ্ঞান—আত্মদৃষ্টি জাগ্রত হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি আমাদের যত আত্মীয় স্বজন, যত হারাণ ধন সকলেই আমাদের আত্মপুরে রহিয়াছেন। তখনি আমাদের এই ক্ষণিক বিচ্ছেদ চিরপবিত্র মিলনে পরিণত হয়, তখনি আমরা শোকে সান্ত্বনা পাই, আমাদের শোক-অশ্রু তখনি প্রেমঅশ্রুতে পরিণত হয় এবং আমাদের নিরাশ প্রাণে নব আশা জাগিয়া উঠে। কোন ভক্ত বিশ্বাসী বলিয়াছেন—"মৃত্যু যবনিকা মাত্র, তাহার অপর পারে জীবাত্মার অনন্ত মঙ্গলের জন্য প্রেমময় পরমেশ্বর মানুষকে পৃথিবীর ধূলা খেলা হইতে ডাকিয়া লইতেছেন। মৃত্যু এক উচ্চতর পবিত্রতর জীবনের উষা।" ভক্ত বিশ্বাসী যাঁরা,

তাঁরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে স্বর্গীয় আলোকে দেখিতেছেন, আত্মা অক্ষয় ও অনন্তকাল-স্থায়ী—অবিচ্ছিন্ন ভাবে মানবের জীবন অনন্তকাল বহিয়া যাইবে। জীব-দেহ ত্যাগ করিয়া আত্মা পাপ পুণ্য লইয়া—দুষ্কৃতি সুকৃতি লইয়া পরলোকে চলিয়া যায়। সেখানে করুণাময়ী জগন্মাতার প্রেম হস্ত হইতে যে শান্তি আসে, সেই শান্তি পাইয়া এবং অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আত্মা যখন নির্ম্মল হয়, নিষ্পাপ হয়, তখনি সেই মাতৃদত্ত পুণ্যের পুরস্কার, দিব্য পুরস্কার, মধুময় আত্ম-প্রসাদ পাইয়া মানবাত্মা আনন্দে পরমানন্দে প্রেমে পুলকিত হইয়া দেবতাদিগের সঙ্গে অমৃত-ভোজে বসিয়া যায়। তখন একদিক্ হইতে ভগবানের করুণা-ধারা অজস্রধারে ঝরিতে থাকে, অপর দিক্ হইতে তাঁর প্রেম-প্রসাদ অবিরত বর্ষিত হয়, তখন মানবাত্মা ব্রহ্মানন্দে, প্রেমানন্দে, উৎসবা-নন্দে মগ্ন হইয়া আনন্দে গাহিতে থাকে,—"ব্রহ্মপ্রেম সুধা পানে পূরিল রে পূরিল, ব্রহ্ম শান্তি সুধা-রসে জ্বালা জুড়ালরে জুড়াল, বাসনা পূরিলরে পূরিল, পিয়াসা মিটিলরে মিটিল।" অনন্তের যোগমন্দিরে বসিয়া অনন্তঃস্বরে দেবকণ্ঠে দেবকুল অনন্তের গান গাহিতেছেন—গানে গানে দেবপ্রাণ লয় হ'য়ে গেল, গান তবু ফুরাল না। অনন্তকাল ধরিয়া, অনন্ত জীবন ধরিয়া মানবাত্মা অনন্তের অনন্ত সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া, অনন্তের ধ্যানে ডুবিয়া ডুবিয়া, অনন্তের ভাবে মজিয়া মজিয়া ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে। মানবের অনন্ত জীবন, অনন্ত সুখ, অনন্ত উন্নতি। অনন্ত দেবই মানবাত্মার অনন্ত জীবনের সম্বল।

(ক্রমশঃ)।

সপ্তদশ জাতীয় মহাসমিতি।

গত ২৬এ ডিসেম্বর হইতে ২৮এ পর্য্যন্ত ৩ দিবস বিডন স্কোয়ারের পাণ্ডালে (বিরাট পটগৃহে) কনগ্রেস অধিবেশন হয়। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, আসাম, উত্তর পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রায় এক সহস্র প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন এবং বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ পারসী বণিক্ শ্রীযুক্ত ডি ই ওয়াচা সভাপতির কার্য্য করেন। প্রথম দিন নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বক্তৃতা করিয়া প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা করিলে সভা-পতি ওয়াচা একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ সুন্দর বক্তৃতা করেন। এবার কলিকাতায় আয়োজনের ধুমধাম খুব হইয়াছিল। প্রায় ৭০০ ছাত্র বলণ্টিয়ার হন এবং পাণ্ডালে প্রতিদিন ৭।৮ হাজার লোকের সমাগম হয়। স্থানাভাবে সহস্র সহস্র লোককে

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। মহিলাগণের জন্য সভারম্ভে কুমারী সরলা ঘোষাল বি এ প্রণীত নিম্নলিখিত সঙ্গীত বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তানলয় সহকারে অর্দ্ধ শত কণ্ঠ মিলিত করিয়া গীত হয়:—

হিন্দুস্থান।

মিশ্র খাম্বাজ—তাল ফেল্‌তা।

অতীত গৌরববাহিনি মম বাণি!
গাহ আজি "হিন্দুস্থান।"
মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি!
গাহ আজি "হিন্দুস্থান।"
কর বিশ্রাম-বিভব-যশঃ সৌরভ-পূরিত
সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাট, গুর্জ্জর,
পঞ্জাব, রাজপুতান,
হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান,
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে,
নমো "হিন্দুস্থান।"
(হিন্দুপ্রভৃতি গায়কগণ)
হর হর হর জয় হিন্দুস্থান।
(পার্শি) দাদার হোর মজদ হিন্দুস্থান।
(মুসলমান) ইলাহি আকবর! হিন্দুস্থান।
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান।
সকল-জন-উৎসাহিনি! মম বাণি!
গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি!
গাহ আজি নূতন তান,
উঠাও কর্ম্মনিশান ধর্ম্মবিশান;
বাজাও চেতাবে প্রাণ।
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাট,
গুর্জ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান;
হিন্দু পার্শি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান;
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।
(হিন্দু প্রভৃতি গায়কগণ)
জয় জয় ব্রহ্মন্-হিন্দুস্থান।
(শিখ গায়কগণ)
অলখ নিরঞ্জন-হিন্দুস্থান।
(ইসাই গায়কগণ)
জয় জিহোবা-হিন্দুস্থান।
(পার্শি গায়কগণ)
দাদার হোর মজদ-হিন্দুস্থান।
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রস্তাব ধার্য্য হয়:—

১। মহারাণীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও রাজা এডওয়ার্ডের প্রতি রাজভক্তি প্রকাশ।

২। ইংলণ্ডের ব্রিটিষ কমিটী ও ইণ্ডিয়া পত্রিকা সংরক্ষণ।

৩। ভারতের গরিব প্রজাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিস্তার; (২) কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন; (৩) কৃষির উন্নতির জন্য ভূস্বামীদিগকে উত্তেজনা; (৪) আয়কর অনূন ১০০০ টাকার উপর স্থাপন; (৫) রাজকার্য্যে অধিকসংখ্যক দেশীয়কে নিযুক্ত করিয়া ভারতের অর্থশোষণ-নিবারণ।

৪। বিচার ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য সাধন।

৫। সুদক্ষ ভারতীয় ব্যবহারাজীবদিগের সাহায্যে প্রিবি কাউন্সিলের উন্নতি সাধন।

৬। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিষ ইণ্ডিয়া উপনিবেশীদের জন্য সুব্যবস্থা।

৭। পুলিষবিভাগের সংস্কারণ।

৮। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ দমন।

৯। ইংলণ্ড ও ভারতে এক সময়ে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ব্যবস্থা।

১০। ভারতে অতিরিক্ত সৈন্তব্যয় জন্ম ইংলণ্ডীয় রাজকোষের সাহায্য দান।

১১। ভারতীয় রাজন্ত ও সম্ভ্রান্ত লোক সামরিক বিভাগে যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, তাহা প্রসারিত করিয়া ভারতবাসীদের জন্ত ভারতে সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন।

১২। শিক্ষা কমিসনে উপযুক্ত ভারতবাসীদিগকে গ্রহণ।

১৩। আসামের কুলীদিগের মজুরীর হার বর্দ্ধন।

১৪। সামরিক মেডিকাল সার্ব্বিসের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন।

১৫। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র দেশের সর্ব্বত্র স্থাপন দ্বারা এবং বিদেশে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার্থ ছাত্রবৃত্তি প্রদান দ্বারা কৃষির উন্নতির জন্ত গবর্ণমেণ্টের সহায়তা বিধান।

১৬। মূলধন প্রভৃতি বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণার্থ একটী কমিটী গঠন. আগামী কন্‌গ্রেসে তাহার রিপোর্ট অর্পিত হইবে।

১৭। ১৭৯৩ সালের মুদ্রাপ্রচলন ব্যবস্থার প্রতিবাদ।

১৮। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্ধারণ সকলের সমর্থন পূর্ব্বক এক সর্ব্বায়তন প্রস্তাব।

এই সকল প্রস্তাব নির্দ্ধারণের পর সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া কন্‌গ্রেস ভঙ্গ হইল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোনও নগরে আগামী বর্ষের কন্‌গ্রেস-অধিবেশন হইবে বিজ্ঞাপিত হইল।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(গত-প্রকাশিতের পর)।

চক্ষুর চক্ষু, চক্ষুবিহীন, চতুর চূড়ামণি, চতুর্ব্বর্গ-ফলবিধাতা, চক্রভেদী, চমৎকার, চরমগতি, চরমসম্বল, চরিত্র-গঠক, চরিত্রাদর্শ, চলদচল, চারু, চালক, চিত্তজ্ঞ, চিত্তমোহন, চিত্তরঞ্জন, চিত্তহরণ, চিত্তহারী, চিত্তপ্রসাদদাতা, চিন্তামণি, চিন্তাহরণ, চিন্ময়, চিৎস্বরূপ, চিদ্‌ঘন, চিদানন্দ, চিরন্তন, চিরনির্ভর, চিরবন্ধু, চিরসখা, চিরসঙ্গী, চিরসুহৃদ্, চিরজীবী, চূড়ামণি, চেতক, চেতন, চেতনের চেতন, চেষ্টাহীন, চৈতন্ত, চৌম্বকমণি।

ছায়া পুরুষ, ছায়াহীন, ছন্দোজ্ঞ, ছন্দোবন্দে গীত, ছলনাশন, ছেদক।

জগৎকারণ, জগৎচক্ষু, জগজ্জীবন, জগৎপতি, জগৎপাতা, জগৎধাতা, জগৎপালক, জগৎপিতা, জগৎ-প্রাণ, জগন্মাতা, জগন্মোহন, জগন্নাথ, জগবন্দন, জগৎসাক্ষী, জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী, জগদ্‌যোনি, জগদাধার,

জগদাশ্রয়, জগদীশ, জগদীশ্বর, জগন্নিবাস, জড়চেতনায়তন, জড়াতীত, জড়ত্বনাশন, জনক, জনয়িতা, জনাতিগ, জন্মদাতা, জনমমরণরহিত, জরাহীন, জয়ী, জয়দাতা, জয়বিধাতা, জন্মনাতীত, জাজ্বল্যমান, জাগ্রৎ, জীবন্ত, জীবন-গতি, জীবন-বল্লভ, জীবন সখা, জীবনের জীবন, জীবনেশ, জীবনদাতা, জীবস্ত, জীবিতেশ, জীবগতি, জীবের জীবন, জীব-নিস্তারণ।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞানজ্যোতিঃ, জ্ঞান-দাতা, জ্ঞানময়, জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়, জ্যোতির জ্যোতি, জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্বলন্ত-জ্যোতি, জ্বালা-নিবারণ।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এড্ওয়ার্ড স্বয়ং আগামী ১৬ই জানুয়ারী পার্লামেণ্ট মহাসভা খুলিবেন। অত্যাবশ্যক রাজকার্য্য সকল তাহাতে বিবেচিত হইবে।

২। লর্ডকর্জ্জন গত ১২ই ডিসেম্বর সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

৩। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর নবাব আসান উল্লা হৃদ্‌রোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকায় যে তাড়িতালোকের জন্য চারি লক্ষ টাকা দান করেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া গিয়াছেন।

৪। পানামা খাল সম্বন্ধে যুক্তরাজ্যের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ ও সন্ধি কালে আমেরিকার হস্তে ইহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে।

৫। বেরিং প্রণালীর পরিসর ৩৭ মাইল মাত্র। একটী লৌহ সেতুদ্বারা ইহা বন্ধন করিবার জন্য আমেরিকান ও ফরাসী কতকগুলি ধনীলোক উদ্যোগী হইয়াছেন।

৬। এ বৎসরে কংগ্রেসের (জাতীয় মেলার) সময় সিটীকলেজে একেশ্বরবাদী-দিগের একটী সম্মিলনী হইয়াছে। বঙ্গের বিচারপতি চণ্ডাবারকার এই সভায় সভা-পতির কার্য্য করেন।

৭। সুরাপান-নিবারণী সভার প্রচারক স্মেড্‌লী সাহেব কলিকাতায় অনেকগুলি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি বলেন ইংলণ্ডের ৭০ লক্ষ লোক সম্পূর্ণ মিতাচারী এবং সুরা-দমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। স্মেড্‌লী নিজে ৪৫ বৎসর কাল সুরা স্পর্শ করেন নাই এবং তিনি নিরামিষ-ভোজী। ৬৫।৬৬ বৎসর বয়সেও সম্পূর্ণ সবল ও তেজস্বী।

৮। সম্প্রতি আফগানিস্থানে ভূমিকম্প হইয়া চারিটী গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অনেক লোক হতাহত হইয়াছে।

৯। এবার কন্‌গ্রেসের সঙ্গে একটী শিল্পপ্রদর্শনী এবং একদিন সামাজিক সমিতির কার্য্য হইয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদর্শনী খুলিয়া দেন

এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর সমিতির সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১০। স্বনাম-প্রসিদ্ধ পেনেল সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টে বারিষ্টারির প্রার্থী হইয়াছিলেন। জজগণ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১১। ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই-জজ রানাডের যত ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টটী এক পারসী রমণীর হস্তাঙ্কিত। এই রমণীর নাম ধনবাই ফার্দ্দুনজী বানাজি। ইহার চিত্র হইতে অনেক গুলি তৈলচিত্র তুলিয়া বিক্রয় করা হইতেছে।

গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১। সম্রাট্ আকবর, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী বি এল প্রণীত, মূল্য ১॥০ টাকা। বঙ্কিম বাবু "বীর-কেশরী নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টির" জীবন চরিত প্রচার করিয়া সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। আমরা সেই পুস্তক সমালোচনায় তাঁহার যে লিপি-শক্তির প্রশংসা করিয়াছি, এই পুস্তকে তাহা আরও পরিস্ফুটিত হইয়াছে। আর আকবরের ন্যায় সম্রাট্ কেবল ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে দুর্লভ! তাঁহার জীবনী মহামূল্য রত্ন এবং ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্যপাঠ্য। গ্রন্থকারের স্বদেশ-হিতৈষিতা সর্ব্বতঃ প্রশংসনীয়। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া অন্যান্য "আদর্শ মহাপুরুষ"দিগের চরিতাখ্যান প্রচার-পূর্ব্বক দেশের মহোপকার সাধনে সমর্থ হউন, আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

২। অত্যাশ্রমী কেশবচন্দ্রের আশ্রম ধর্ম্ম—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ত্রয়ঃষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতা হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া লিখিত। প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ সংসারাশ্রমীর সংখ্যা জগতে অল্প। রাজর্ষি জনকের শ্রেণীতে কয়জন লোক পাওয়া যায়? বর্ত্তমান যুগে কেশবচন্দ্র আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-সংসারীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। একদিকে তাঁহার গৃহ, স্ত্রী পুত্র, ঐশ্বর্য্য সকলি ছিল, আর একদিকে এ সকলের কিছুতেই তাঁহাকে আসক্ত করিয়া সংসার-বদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি চির-বৈরাগী, ধর্ম্মোন্মত্ত ও জগতের সেবায় বিব্রত। বক্তা এই বক্তৃতায় বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠে পাঠক পাঠিকারা উপকৃত হইতে পারিবেন।

৩। বঙ্গ-মঙ্গল—পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

ফাঁকি।

(নববধূ)

গৃহকোণে থাকে বসি
দেখে না তপন শশী,
আমি দেখি ভয়ে তার
　চ'খে আলো সয় না!
ফুল-তনু মধুভরা,
লাজে নত, লোটে ধরা,
আমি শুনি—ভয়ে কথা
　মুখ ফুটে কয় না!
মুখে মৃদু মধু হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি,
সরমে ভরমে যেন
　ভাল ফোটা হয় না!
মনের ভিতরে তার
ইতি উতি অনিবার,
প্রাণের সুসার তার
　বুঝি আর রয় না!

অমন দুরন্ত মেয়ে,
চলিত যে ধেয়ে ধেয়ে,
ঘরের বাহির আর
　এখন সে হয় না!
আদরে ডাকিলে তায়,
শরমে মরিয়া যায়,
কোমল মলয়ো যেন
　তার কাছে বয় না!
মন-কথা রাখে মনে,
একা থাকে নিরজনে,
চখে পাছে ধরা দেয়,
　আঁখি মেলে চায় না!
আমি তারে দিই ফাঁকি,
মুখ পানে চেয়ে থাকি,
দূর হ'তে দেখি সে ত
　কিছু টের পায় না।

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

বিভুবালার স্মৃতি।*

স্নেহের সঙ্গিনীর উপহার।

দ্বাবিংশ বরষে তুমি করি পদার্পণ
আনন্দে করিলে আজি স্বর্গে আরোহণ।
ভূমিতে লুটায় তব যত ভাই বোন,
হাহা করি তোমা তরে করিছে রোদন।
পিতা তব দেখ আজি কতই কাতর,
সবারে সান্ত্বনা দেন বিষণ্ণ-অন্তর!
তোমা তরে চিন্তা তাঁর ঘুচালে সকল,
জ্বালিয়ে হৃদয় মাঝে শোকের অনল!১
বড় যে বাসিতে ভাল সুমধুর গান,

* শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পঠিত হয়, স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

পুষ্পিত উদ্যান ছিল তব প্রিয় স্থান।
আজ সে সকল তুমি ছাড়িয়া চলিলে,
লভিতে বিরাম নিজ জননীর কোলে।
কুসুম শয্যায় তুমি ছিলে যে শায়িতা,
চলে গেলে তাই বুঝি অমর-দুহিতা ?
বস বস্ আজ তব জননীর ষোলে,
অবিরত যাঁর তরে কাঁদিতে বিরলে।২
ছিলে তুমি সংসারেতে বড় দয়াবতী,
"দয়াময়" নাম ছিল তোমার যে গতি।
অভিলাষ ছিল বড় দান করিবার,
সেই হেতু দিয়া গেলে বস্ত্র অলঙ্কার।*
আজ বুঝি সব সাধ পূরিল তোমার,
শান্তিজলে নিবারিলে যাতনা অপার।
যে অগ্নি জলিত তব দেহের ভিতরে,
ছিল না কাহার সাধ্য নিবাইতে পারে।৩
নারী-কুলে ছিলে তুমি বড় পুণ্যবতী,
বাখানি তোমার গুণ কি আছে শকতি ?
পূর্ণ শশী ছিলে তুমি গ্রহগণ সনে,
উজলি তামসী নিশি বিমল কিরণে ;
ফুলরাজি মাঝে ছিলে গোলাপের কলি,
সৌরভেতে আমোদিত করি বনস্থলী ;
গুণে জ্ঞানে ছিলে তুমি হয়ে বিভূষিত,
করেছিলে সবে তাই অতি পুলকিত।৪
প্রবেশিকা:পরীক্ষায় পাশ যবে হলে,
কলেজে পড়িতে গেলে মহা কুতূহলে।

হেন কালে প্রমাদ ঘটিল অকস্মাৎ,
বিনামেঘে কোথা হতে হ'ল বজ্রপাত।
নিরানন্দ তোমাদের আনন্দ-ভবন,
পরলোকে মাতা তব করিলা গমন।
না রহিল একদিন গৃহ নিরাপদ,
পদে পদে লাগিল যে ঘটিতে বিপদ।৫
তবুও সে সব শোক করি সম্বরণ,
পুনরায় লাগিলে করিতে অধ্যয়ন।
পরীক্ষার দিন যত নিকট হইল,
চিন্তার উপরে চিন্তা আসিয়া জুটিল।
ভগিনীর হ'ল পীড়া অতিশয় বেগে,
যে দিন পরীক্ষা—তার একদিন আগে
করিয়া তাহার সেবা রাত্রি জাগরণ,
প্রভাতে পরীক্ষা দিতে করিলে গমন।৬
ইহাতেও হলে তুমি পরীক্ষায় পাশ,
পুনঃ তব হ'ল বি, এ, পড়িবার আশ।
শত বিঘ্ন পায়ে ঠেলি কর অধ্যয়ন,
তোমার যে পাঠে ছিল অতিশয় মন।
গৃহকার্য্য মাঝেও থাকিতে গ্রন্থ হাতে,
কখন আলস্যে তুমি কাল না কাটাতে।
টাকা জমা দিলে তুমি পরীক্ষার তরে,
ভাসাইবে বলে বুঝি সবে অশ্রুনীরে ?৭
কাঁদিতেছে ছোট বোন 'উষা' তোমা তরে,
কত কষ্ট সহি সে যে সেবিল তোমারে ;
তব পাশে দিন রাত ছিল সে জাগিয়ে,
ফেলে গেলে তাকে কোন্ কঠিন হৃদয়ে ?
'সুকুমার' ভাই তব কত যে খাটিল,
কিছুতেই দেখি তব শান্তি না হইল।
এত যে তোমার সেবা করিল সকলে,
তবুও সবারে ছাড়ি বিদায় লইলে।৮

* বিভূবালার অলঙ্কারাদিতে "বিভূবালা দাতব্য ফণ্ড" নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড হইয়াছে। ইহার সুদে যে আয় হইবে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিবর্ষে মাঘোৎসব উপলক্ষে কাঙাল পরিবদিগকে বিতরণ করিবেন।

বা, বো, স।

নিকট জানিয়া তব শেষের সে দিন,
প্রয়াসী হইলে তুমি শুধিবারে ঋণ ;
কারো কাছে অপরাধী হয়ে থাক পাছে,
সেই হেতু চাহ ক্ষমা সকলের কাছে।
বিদায় সবার কাছে একে একে লয়ে,
গেলে চলে বিভুবালা বিভুর আলয়ে।
বৃদ্ধ পিতা ভাই বোন এই যে তোমার,
কাহারও প্রতি না চাহিলে একবার।
কঠিন তোমার প্রাণ ছাড়িয়া চলিলে,
আঁখি মিলে একবার চেয়ে না দেখিলে।
নিদয় হইয়া আজ ভুলিয়া সকলে,
আনন্দে অমরধামে একাকী চলিলে।১০
সবে করেছিল তব পিতাকে নিরাশ,
তথাপি তাঁহার প্রাণ হয় না হতাশ ;
বহু চেষ্টা করিলেন জনক তোমার,
কিছুতেই না হইল কোন উপকার।
হ'তেছিল রোগেতে যে যাতনা তোমার,
দেখিয়া অন্তরে অশ্রু ঝরিত সবার।১১
যাতনা ঘুচায়ে আজি লইলেন তিনি,
একমাত্র শান্তিদাতা সকলের যিনি।
লভিয়া কেবল আজ তাঁরি শান্তিজল,
নিবিল ভীষণ তব যাতনা অনল।
গেলেন তোমারে লয়ে আপন সকাশে,
বিভুবালা নাম তব যাও বিভু-পাশে।১২
দয়াময়! তব কন্যা লইয়াছ তুমি,
পূর্ণ হ'ক ইচ্ছা দেব! তব পদে নমি।
তোমার কোলেতে পিতঃ! দাও তারে স্থান,
জীবন মরণে সে যে তোমারি সন্তান।
তোমারি চরণে আজি এই ভিক্ষা করি,
দাও পিতঃ! দাও তারে ও চরণ-তরী।

সরোজিনী দেবী।

শোক-গাথা।

কেনরে উঠিল গৃহে এত হাহাকার ?
    একি অসম্ভব কথা—
    দাদা যে আমার দাদা—
সে নাকি চলিয়া গেল আসিবে না আর,
তাই গৃহে উঠিয়াছে এত হাহাকার!১
একি একি বাবা বাবা! কেমন করিয়ে
    দাদারে শোয়ারে ভুঁয়ে,
    ঢাকিলে কাপড় দিয়ে,
কেমনে এ শোক-দৃশ্য দেখি বল চেয়ে ?২
যে দাদা থাকিত মোর তেতালার ঘরে,
    উচ্চ খাটে গদি পাতা
    তাহাতে শুইত সদা,
তথাপি লাগিত ঠাণ্ডা কোমল শরীরে।৩
সে দাদারে আজ সবে বাহির করিয়ে,
    মাটিতে শোয়াল হায়!
    দেখে প্রাণ ফেটে যায়,
দাদা! কি মাটিতে শুয়ে আছ ঘুমাইয়ে ?৪
নিশি দিন করিয়াছ বাতাস বাতাস,
    তাই কি ঠাণ্ডাতে শুয়ে
    সুখে আছ ঘুমাইয়ে ?
তাহা না বুঝিয়া সবে করে হা হতাশ!৫
ঘুমাইয়ে কাজ নাই আর দাদা আয়,
    আপনার ঘরে গিয়ে
    শোও এসে বাবু হয়ে,
বাতাস করিব আমি শীতল পাখায়।৫
বাবা গো দাদারে আজ কোথা নিয়ে যাও ?

বাবা বাবা শোন কথা
দাদা যে সোনার দাদা,
করো না পোড়ায়ে ভস্ম ফিরাইয়া দাও ।৬
দাদা, দাদা, দাদা, দাদা ! হায়রে বিধাতা !
দাদা ত কয় না কথা,
নাড়ে না তোলে না মাথা,
দাদা, দাদা একবার তোল আঁখি-পাতা ।৭
দাদা, দাদা, এত ডাকি তবুও কি যাও,
সত্যই কি যাবে ছেড়ে
ভাসাইয়া শোক নীরে ?
তবে বিদায়ের কালে একটু তাকাও ।৮
যাবে যদি যাও দাদা ডাকিব না আর,
বিদায়ের কালে দাদা
বলে যাও সত্য কথা—
কি কারণে এ অকালে ত্যজিলে সংসার ?৯
কে তোমরা নিয়ে যাও দাদারে আমার !
কি কব মরমব্যথা,
কহিতে সরে না কথা,
হাহাকার করি প্রাণ কাঁদে অনিবার ।১০
কিছু খায় নাই দাদা কত দিন যায় ;
লুচি, মোণ্ডা ক্ষীর দৈ
আর আজ খেতে দেই,
চুরী করে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেই গায় ।১১
সেই যে সে দিন দাদা ! আজও মনে হয়,
আমারে ডাকিয়া ঘরে,
কহিলে কাতর-স্বরে,
দেখ্ পিপাসায় মোর প্রাণ বাহিরায় ।১২
সুনীতি ! একটু জল দে মোরে খাইতে,
কথা শোন্ কথা শোন্,
মা যেন শোনে না বোন,
দেখ্ পিপাসায় কথা পারি না বলিতে ।১৩
জল দিতে ছিল চিকিৎসকের বারণ,
জল বিনা দুধ খাবে,
তা হইলে শোঁত যাবে,
তাই জল দিতে মোর সরিল না মন ।১৪
জল দেই নাই দাদা ! তখন তোমায়,
সেই কথা মনে করে
এবে কি যাইছ ছেড়ে ?
আয় দাদা ! এবে জল দেই তোরে আয় ।১৫

* * * *

চূণা মাছ খেয়ে ছিলে এ তিন বৎসর,
ভাল মৎস্য খাবে বলে
এসে ছিলে বরিশালে,
মাছ দেখে কেঁদে উঠে প্রাণের ভিতর ।১৬
কি কুক্ষণে হয়েছিল পেটের অসুখ
একটু দুধের তরে
কত কান্না কেঁদেছরে,
ভাবিলে সে সব কথা ফেটে যায় বুক ।১৭
কত উচ্চ আশা দাদা ছিল তব মনে,
দেখিয়া পরের দুঃখ
করেছ মলিন মুখ,
মিলে মিশে থাকিতে যে সকলের সনে ।১৮
তব আদরের মোরা সুনীতি সুরুচি ;
সুনীতি(ই) সুনীতি(ই) বলে
ডাকিতে সে প্রতি পলে,
সে ডাক হারায়ে দাদা ! আজো বেঁচে আছি !
পড়িয়া রয়েছে দেখ তোমার ষ্টীমার *
ষ্টীমার ভাসায়ে জলে
খেলিয়াছ কুতূহলে,
আর কি খেলিতে সাধ হয় না তোমার ?২০

* দাদা মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি খেলিবার ষ্টীমার কিনিয়া আনিয়াছিল।

কোথায় রয়েছে তব পাঠ্য বইগুলি!
ভাল হয়ে স্কুলে যাবে,
পরীক্ষায় পাশ হবে,
সে সকল কথা দাদা! গেছ বুঝি ভুলি? ২১
তোমারে ছাড়িয়া দাদা রহিব কেমনে?
তুমি ত সবার প্রাণ,
ধীর স্থির বুদ্ধিমান্,
ধন্য ধন্য মানবের পাষাণ পরাণে! ২২
"অনায়াসে ছেড়ে থাকে হৃদয়ের ধন,
আপনার সরবস্ব
পুড়ে করে ছাই ভস্ম,
এ দুঃখেও মানবের হয় না মরণ?" ২৩
মানব-জনম দাদা নাহি চাহি আর,
এইখানে শেষ করি
বাক্ প্রাণ ধরা ছাড়ি
আর ত শকতি নাই এত কাঁদিবার! ২৪
কুমারী সুনীতি বালা।
(বয়স ১২ বৎসর—দাদার ২ বৎসরের ছোট)।

অতীতের স্মৃতি।

এমনি গভীর রাতি
বিকাশিয়ে পূর্ণ ভাতি
এখনো উঠেনি চাঁদ
আকাশের গায়,
এমনি সময়ে শ্যাম
আমা প্রতি হ'য়ে 'বাম'
চলিয়া গিয়াছে সখি!
সেই মথুরায়! ১

এমনি তমিস্রা রাতে
সঘনে কম্পিত বাতে
অবশ সবার প্রাণ
কি কহিব আর;
আধো আধো ঘুম ঘোর
মধু মাসে পিকবর
খুলিয়া ঘুমন্ত আঁখি
ডাকে অনিবার। ২

এমনি আঁধার রাতে
একাকী বিজন পথে
আমারে ফেলিয়া বঁধু
চলে গেছে হায়!
বিরহ-বেদনা স'য়ে
শ্যামনাম বুকে ল'য়ে
জীবন কাটিছে মোর
ঘোর যাতনায়! ৩

মৃদুল মৃদুল বায়
নীরবে বহিয়া যায়,
দূরে দূরে অতি দূরে
মলয় অচলে;
কেবল আমার প্রাণ
বিরহেতে শত খান
হ'য়ে দহিতেছে সদা
অনন্ত অনলে! ৪

সেই যে গিয়াছে চলি'
"আবার আসিব" বলি'
আর কই এলনা ত
এতদিনে হায়!

আমার পরাণময়
'পেয়েছে জীবন লয়'
সদা হেন মনে হয়
দহি যাতনায়! ৫

অসংখ্য তারকা-কুল
যেন গো কনক ফুল,
সে দিনো এমনি করে
উদিয়া আকাশে,
হাসাইয়া জগতেরে
হাসাইয়া নারী-নরে
বাহবা লইতেছিল
কত অভিলাষে!! ৬

সে দিনো এমনি তর
তমোময় বসুন্ধর
নীরবে নীরব কীর্ত্তি
প্রচারিতেছিল,
এমনি সময়ে বোন!
ছিনাইয়া প্রাণধন—
আমার হৃদয় হ'তে
কেবা কেড়ে নিল? ৭

এমন নীরব রাতে
মধুর মলয় বাতে
আমার হৃদয় পূর্ণ
শ্যাম ধন হায়!
কে আসি সাধিয়া বাদ,
না পূরিতে মন সাধ
ছিনাইয়া লয়ে গেল
সেই মথুরায়?
এমনি সময়ে শ্যাম
গেছে মথুরায়!! ৮

কুমারী নগেন্দ্রবালা বসু।

দুই নদী।

জীবন, যৌবন নদী দ্রুত বহে যায়,
আপনার মনে হায়! উপেক্ষি সবায়,
দেয়নাক তারা ধরা, কেঁদে মলে সারা ধরা,
বধির শ্রবণ তাই শুনে না ক্রন্দন,
অন্ধ কি দেখিবে বল অশ্রুবিসর্জ্জন? ১

শুনিবে না, ফিরিবে না ক্ষণ তরে ভাই,
বধির অন্ধকে লয়ে মরি কি বালাই!
ক্ষণ তরে পিছু ফিরে, চাহেনা আপন তীরে,
যে তীরে খেলেছে কত লুঠিয়া লুঠিয়া,
আজিরে ত্যজিয়া তারে চলেছে ছুটিয়া॥ ২

বিক্ষিপ্ত সাগর-উর্ম্মি রোধি লোক যায়,
দামিনীকে বাঁধি রাখে কৌশল-কারায়,
ভ্রাম্যমাণ গ্রহচয়, কোথায় কি রূপে রয়,
কে কবে প্রবল ভাব করয় ধারণ,
বুদ্ধিবলে এ সকল হয় নির্দ্ধারণ॥ ৩

কিন্তু হায়! কোনো কালে কোন বিজ্ঞজন,
উদ্‌ঘাটিতে পারেনি এ রহস্য কখন।
কোন্ সে ভূধর হতে, নেবে আসি এ মরতে,
প্রবাহিত হয়ে যায় আপনার মনে,
জীবন যৌবন নদী মোদের নয়নে॥ ৪

জগতে বিখ্যাত বিজ্ঞ স্থপতি সকল,
বাঁধ বাঁধি রোধ করে স্ফীত নদী-জল,
এখানেতে সে কৌশল, খাটেনাক এক পল,
নত হয়ে ফিরে আসে বুদ্ধি ও বিজ্ঞান,
জীবন-যৌবন-স্রোত হেন বেগবান্॥ ৫

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 446. March, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৯ বর্ষ। ৪৪৬ সংখ্যা। ফাল্গুন—১৩০৮। মার্চ্চ—১৯০২। ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক মহোৎসব অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বলের অনেক স্থানে উৎসব হইয়াছে। কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ১লা মাঘ হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত এক পক্ষকালব্যাপী উপাসনা, বক্তৃতা, নগর সঙ্কীর্ত্তন, ব্রাহ্মিকা সমাজ এবং বালক বালিকাদিগের সম্মিলন প্রভৃতি নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অন্যান্য সমাজেও অল্পাধিক সেইরূপ হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্যাভিষেক—আগামী জুন মাসে ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক দর্শনার্থ জয়পুরের মহারাজ ও অন্যান্য ভারত-নৃপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র জাহাজে হিন্দু ভাবে বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করিবেন। কুচবিহারের মহারাজা ইংলণ্ডেশ্বরের এ ডি কং হইবেন।

বিক্টোরিয়া শোকচিহ্ন—মহারাণী বিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর অতীত এবং গত ২৫শে জানুয়ারী শোক-চিহ্ন ধারণের সময় শেষ হইয়াছে। ভারতে মহারাণীর সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের কোনও অনুষ্ঠান না হওয়া দুঃখের বিষয়।

পার্লেমেণ্ট অধিবেশন—গত ১৬ই জানুয়ারী ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং পার্লেমেণ্ট খুলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই—যুবরাজ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়াছেন, ইহাতে উপরাজ্য সকলের সহিত সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যের সহিত বন্ধু ভাব অক্ষুণ্ণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ-সীমা সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, যোদ্ধৃগণের

কার্য্য প্রশংসনীয়। ভারতে অনাবৃষ্টি হেতু যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহা কমিয়াছে।

বুয়ার যুদ্ধ—এখনও পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে। সম্প্রতি ডচ্ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হয় নাই।

ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়—গত ১৭ই জানুয়ারী এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে খুব ঘটা হইয়াছিল। ছোট লাটপত্নী স্বহস্তে পুরস্কার সকল বিতরণ করেন এবং ছোট লাট একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। ইহার গৃহ নির্ম্মাণ ফণ্ডে ২০,০০০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টও প্রচুর সাহায্য দানের আশা দিয়াছেন।

বড় লাটের ভ্রমণ—১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন্ অনুষ্ঠানের পর বড়লাট লর্ডকুর্জ্জন সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। মালদহ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ১লা মার্চ্চ কলিকাতায় ফিরিবেন। পুনরায় ২৩শে মার্চ্চ কলিকাত পরিত্যাগ করিয়া হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, মিরাট ও সীমান্ত প্রদেশ দর্শন পূর্ব্বক সিমলায় উপস্থিত হইবেন।

দান—৺মহারাজ গোবিন্দলালের পত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরী রঙ্গপুর নবাবগঞ্জ হাঁসপাতালে স্ত্রীরোগীদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণার্থ ১২,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, এ বৎসর এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

শিল্পপ্রদর্শনী—(১) কন্‌গ্রেসে যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত মহিলাদ্বয় মেডেল এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ নানাবিধ শিল্প কার্য্যের জন্য প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন;—নৃপেন্দ্রবালা দাসী (বুটি তোলা), সুদক্ষিণা দেবী (ক্যান্বিসে ছবি তোলা)।

(২) গত ৩০শে জানুয়ারী প্রিন্স বক্‌তিয়ার মোহন মেলা খুলিয়া দেন। শিল্পকার্য্যের জন্য এই মেলা হইতে ১২টী স্বর্ণ মেডেল, ২১টী রৌপ্য মেডেল, নগদ ৩০০ টাকা ও অনেকগুলি সার্টিফিকেট বিতরিত হইয়াছে।

যক্ষের টান—আমেরিকার কাণ্টকী নগরে ১৫০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট গভীর এক জলাশয়ের নিম্নে ৫ ইঞ্চি পরিমিত এক খণ্ড চুম্বক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জলাশয়ে জল পান করিতে আসিয়া অনেক জীব জন্তু মারা গিয়াছে। চুম্বকই যক্ষ!

পত্র প্রাপ্তি—খৃষ্টের প্রধান ধর্ম্মযাজক রোমের পোপ প্রত্যহ প্রায় ২২,০০০ পত্র পাইয়া থাকেন। তাঁহার পরেই আমাদের সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড। ইনি প্রতিদিন ৩০০ শত সংবাদপত্র ও প্রায় ১০০০ পত্র প্রাপ্ত হন। রুসের সম্রাট ও জর্ম্মণ সম্রাট প্রত্যহ ছয় সাত শত পত্রাদি প্রাপ্ত হন। যাহাদিগের উপর এই সকল পত্রাদি বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিবার ভার

আছে, তাঁহাদিগের কার্য্যের পরিমাণ ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

মৌমাছি বোল্‌তায় যুদ্ধ—একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন যে, কতকগুলি বোল্‌তা একদা একটী মৌচাকে আসিয়া বসিল, তৎক্ষণাৎ মৌমাছি সকল একত্রিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বোল্‌তারাও প্রতি-আক্রমণ করিয়া মৌচাকটী গ্রহণে যত্নবান্ হইল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ। মৌমাছিরা সংখ্যায় অধিক ছিল, তথাপি অবশেষে পরাস্ত হইল, এবং বোল্‌তারা মৌচাক অধিকার করিল। এই ঘটনার দু-এক দিন পরে মৌচাক পরীক্ষা করাতে দৃষ্ট হইল যে প্রায় সমস্ত মৌমাছি বিনষ্ট হইয়াছে।

আমেরিকার দেব প্রতিমা—একজন ফরাসী প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদ্ আমেরিকার অন্তঃপাতী য়ুকেটন প্রদেশে কয়েক বৎসর প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন আবিষ্কার করিতেছেন। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত অনেক স্মৃতিলিপি ও পাণ্ডুলিপি এবং অনেক দেবমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁর নাম মুসিয়র লি-প্লম্‌বজেন্। ইনি এতৎ সংক্রান্ত একখানি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন।

একটী সুন্দর প্রথা—প্রুশীয় রাজ-পরিবারে একটী সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। ভূতপূর্ব্ব রাণী লুইয়ের মৃত্যু দিবস স্মরণার্থ প্রতিবৎসর জুলাই মাসে ছয়টী দরিদ্র কন্যা পুত্রের (যাহাদিগের বিবাহ ব্যয় নির্ব্বাহের সঙ্গতি নাই) বিবাহ দেওয়ান হয়। বিবাহের পর পঁচিস পাউণ্ড (প্রায় ৩৭৫ টাকা) প্রত্যেক কন্যা যৌতুক পাইয়া থাকেন।

মুদ্রাযন্ত্র—গত দশবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির বিষয় পার্লেমেণ্টের কমন্স হাউসের বিবরণে প্রকটিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে ১৮৯০-৯১ অব্দে ১৪৮৪ মুদ্রাযন্ত্র, ৫৪৭ সংবাদপত্র ও ৩০০ সাময়িক এবং ইংরাজি ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত ৬৬৪ খানি পুস্তক ছিল। ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে ২১৫৩ মুদ্রাযন্ত্র এবং ৬৭৫ সংবাদপত্র, ৪৬৫ সাময়িক ও ১১৬৪ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা—ফ্রান্সের সবলচিত্ত (Strong-minded) রমণী-সমিতি এক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বিবাহের পর স্বামীর নামে স্ত্রীর পরিচিত হওয়া অসঙ্গত, তাঁহারা কৌমারাবস্থার নামই রক্ষা করিবেন।

বিক্‌টোরিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—৪৫ বৎসর হইল এই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণীর জীবদ্দশাতে ইহার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া উঠে নাই। গত ২১এ জানুয়ারি স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন কমিটীর এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, ইহা আপাততঃ গড়ের মাঠে লর্ড লরেন্স মূর্ত্তির নিকট স্থাপিত হইবে এবং বিক্‌টোরিয়া হল প্রস্তুত হইলে তাহার প্রবেশ তোরণের সম্মুখে বসিবে। রাজ-প্রতিনিধি কলিকাতা-ত্যাগের পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন।

শোক-সংবাদ — আমরা শুনিয়া

দুঃখিত হইলাম গত ৪ঠা জানুয়ারি ভূপালের বেগমের স্বামী নবাব সুলতান উদ্দৌলার, এবং বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড ডফারিণের মৃত্যু হইয়াছে। জগদীশ্বর বিধবা বেগমকে এবং ভারতহিতৈষিণী লেডি ডফারিণকে শান্তি দান করুন।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিফণ্ড—ভারত ফণ্ডে ১ লক্ষ ৮২ হাজার পাউণ্ডের অধিক এবং বিলাতী ফণ্ডে ১ লক্ষ ৮২½ হাজার পাউণ্ডের সংস্থান হইয়াছে। মোটে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা হইবে।

ভূতত্ত্ব ও ইতিহাস।

ভূতত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে পৃথিবী দিন দিন উচ্চ হইতেছে। কেবল উচ্চ নহে, ইহার আয়তনও বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে অগাধ জলরাশি তরঙ্গায়িত হইয়া বেলাভূমি আন্দোলন করিত, এক্ষণে তাহা শুষ্ক সৈকত মরুভূমি, অথবা ঘোর অরণ্যানী কিম্বা মহান্ স্ফীত জনপদে পরিণত হইয়াছে। একদা যথায় হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি বৃহৎকায় জলজন্তু সকল ভীষণ মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক মহোল্লাসে জলবিহার করিত, আজি তাহা মরীচিকার কুহকজালে, শ্বাপদের ভীমনাদে অথবা জনগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ। প্রতি মুহূর্ত্তে সমুদ্রগর্ভ যুগপৎ শূন্য ও পূর্ণ হইতেছে। একদিকে যেমন প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত জলরাশি বাষ্পাকারে উর্দ্ধনীত হইয়া জলধির শোষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, অপর দিকে সেই উত্থিত বাষ্পসমূহ বায়ুমণ্ডলের শীতল বায়ু স্পর্শে ঘনীভূত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে মেঘাকার ধারণপূর্ব্বক বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার সাগরেই মিলিত হইতেছে। এইরূপ শোষণ ও পূরণ কার্য্য ক্রমান্বয়ে সম্পাদিত হইলেও যে পরিমাণে জলরাশি শোষিত হয়, সে পরিমাণে তাহা সমানীত হয় না। কিয়দংশ তুষারাকারে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে চিরালম্বিত রহিতেছে; কতকটা নীহার রূপে উদ্ভিজ্জ গাত্রে ও পত্রে সংলগ্ন হইয়া তাহার সম্বর্দ্ধন করিতেছে, কিয়দংশ রন্ধ্রানুসারী হইয়া ভূ-গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ দ্রবদ্রব্যের তারল্য বিস্তার করিতেছে এবং অবশিষ্ট জলরাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রগর্ভেই প্রবেশ করিতেছে। সমস্ত জল প্রত্যাবৃত্ত না হওয়াতে সমুদ্রের জলভাগ শুষ্ক হইতেছে বটে, কিন্তু স্রোতোনীত জলরাশির সহিত মৃত্তিকা, বালুকা, উপল প্রভৃতি জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থপুঞ্জ সংশ্লিষ্ট হওয়াতে সমুদ্রতল ও তটদেশ পূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠকেরা অবগত আছেন যে, বায়ুমণ্ডলে ধূলি-রেণু নিয়তই

সঞ্চরণ করিতেছে, সুতরাং বৃষ্টিবারি সর্ব্বদাই সমল ও ভারযুক্ত। ইহা এক-বারেই সমুদ্রোপরি বর্ষিত হউক অথবা পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া নদীরূপে তদগর্ভে প্রবিষ্ট হউক, ইহা দ্বারা জলের ভাগ ক্রমশঃ হ্রাস ও স্থলের ভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতেছে। কলিকাতার দুর্গের নিকট ৪৫০ পাদ গভীর একটী কূপ খনন করিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে কূপের তলদেশ একদা বঙ্গদেশের সমতল ভূমি ছিল। অবশ্য তাহা সমুদ্রেরও সমতল দেশ। ভূমি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রতি শত বৎসরে ২.৩ পাদ উচ্চ হইয়া ১৫,০০০ হইতে ২২,৫০০ বৎসরে বর্ত্তমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান এই নিয়মাধীন। পৃথিবীর অবয়বের বৃদ্ধি ও তলদেশের উন্নতি প্রতিপাদনই ভূ-তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। পর্ব্বতের উৎপত্তি ও গঠন প্রণালী, সমুদ্র-তলদেশ আবিষ্কার, খনি খনন ও ভূস্তর পরীক্ষা দ্বারাও উহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইতিহাস ইহার বিপরীত দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। প্রলয়কালের সর্ব্বসংহারক ভাব কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইলেও নিত্য যে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইতেছে, তাহার অন্যথা করা সহজ নহে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে য়ুরোপ দেশ ক্রমশঃ জলমগ্ন হইতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পৃথিবী প্রতি শত বর্ষে এক পাদ করিয়া জলমগ্ন হইতেছে। এরূপ গণনায় কল্পকালে * সৃষ্টির লয় হওয়া অসম্ভব নহে। ১১,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা ও য়ুরোপ আফ্রিকার মধ্যস্থলে আটলান্টিস নামে একটী মহাদেশ ছিল। আজ সেই স্থানে আটলান্টিক মহাসাগর বিরাজ করিতেছে। † অকস্মাৎ একদিন মহান ভূকম্প উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেশ উৎসন্ন হইল এবং ভূ-কম্পের অনুবর্ত্তী মহাসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিল। সার্দ্ধ দুইসহস্র বৎসর গত হইল গ্রীক পণ্ডিতেরা এই বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টটল, প্লিনি ও প্লেটোর সময় পর্য্যন্ত উক্ত মহাদেশের ধ্বংসাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়াছে। অদ্যাপি অনেকের বিশ্বাস যে আসেনসন্ দ্বীপাবলী, সেণ্ট হেলেনা, কেনারী, আজোর্স ও কেপ্‌ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, বারমুডাস প্রভৃতি পার্ব্বতীয় দ্বীপ সকল প্লাবিত মহাদেশস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গ বা শিখর দেশ মাত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে "কেবল" অর্থাৎ টেলিগ্রাফের তার প্রোথিত করিবার সময়েও প্লাবিত দেশের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজত্বকালে লঙ্কাও (বর্ত্তমান সিংহল) একটী প্রকাণ্ড মহা-দ্বীপ ছিল। সিংহলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা টর্নর সাহেব মহাবংশ অনুবাদের এক

* ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে এককল্প হয়।

† "আটলান্টিক মহাদ্বীপ ও খণ্ড প্রলয়।" বামাবোধিনী পৃঃ ২১০, সংখ্যা ৪৩০-৪৩১ দেখ।

স্থানে লিখিয়াছেন যে সিংহলের আয়তন বর্ত্তমান দ্বীপাপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ ছিল, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে তাহা আত্মসাৎ করিতেছে। একদা আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল হইতে আমেরিকার পশ্চিমোপকূল পর্য্যন্ত ভারত মহাসমুদ্রের কূলে প্রকাণ্ড মহাদেশ ও অসংখ্য দ্বীপাবলী ছিল। লঙ্কাপুরী তাহাদিগেরই রাজধানী ছিল। অদ্যাপি পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতের মতে সুখতর, যব, বর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপ সকল লঙ্কার অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আমেরিকার পশ্চিমোপকূলে অলক্কা প্রদেশে রাম সীতার পূজা, মেক্সিকো ও য়ুকেটন প্রভৃতি প্রদেশে আর্য্যকীর্ত্তির ভগ্ন নিদর্শন সকল স্পষ্টই প্রদর্শন করিতেছে যে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল এক প্রকাণ্ড অবিচ্ছিন্ন মহাদেশ ছিল, মধ্যবর্ত্তী মহাসাগরের ব্যবধান ছিল না। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ভূ-বেষ্টন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে গত চারিশত বর্ষের মধ্যে পৃথিবীর স্থলভাগ একুশ গুণ হ্রাস হইয়াছে অর্থাৎ ভূ-ভাগের পরিমাণ এখন যত আছে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তাহার একুশ গুণ অধিক ছিল। পৃথিবীর ক্রমশঃ হ্রাসতা বিশ্বজনীন বিশ্বাস ও সর্ব্ব জাতির ইতিহাসে বর্ণিত দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ভূ-তত্ত্ব ও ইতিহাসের ঐক্য কোথায়? পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী মত কখনই সত্য হইতে পারে না, ইহা ন্যায়সিদ্ধ। কিন্তু প্রহেলিকাপূর্ণ সৃষ্টিকৌশল মানবীয় সসীম জ্ঞানের অতীত। পরস্পর বিরুদ্ধভাবের ঐক্য কেবল অসীমজ্ঞানেই সম্ভব। দুর্বোধ অদৃষ্ট ও নিগূঢ় নিয়মে জগতের সকল কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইতেছে। যে অনির্ব্বচনীয় নিয়মে প্রাণি-শরীর যুগপৎ বর্দ্ধন ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া কালে বিধ্বস্ত হইতেছে, সেই অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী বিশ্ব সংসার (কেবল পৃথিবী নহে,) যুগপৎ বৰ্দ্ধিত ও অপচিত হইয়া পরিশেষে বিলয় দশা প্রাপ্ত হইতেছে। জগদীশ্বরের কার্য্য বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য?

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

নবম পরিচ্ছেদ।

(ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।)

বিজয়। এই আদ্যাশক্তি দর্শন আর ঐ ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর। আর কাঁদ। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। তখন নির্ম্মল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। ভক্তের আমি-রূপ আর্শীতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তিকে দর্শন করবে। কিন্তু আগে আর্শী খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক্ প্রতিবিম্ব পড়বে না।

"যতক্ষণ 'আমি'-জলে সূর্য্যকে দেখতে হয়, সূর্য্যকে আর দেখবার কোনরূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্য বই সত্য সূর্য্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য্যও সত্য—ষোল আনা সত্য।" "ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্ব ধরে সত্য সূর্য্যের দিকে চাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেননা, যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আর জ্ঞানযোগ বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ স্বপ্নবৎ। 'আমি' 'তুমি' সব স্বপ্নবৎ।

ব্রাহ্মসমাজ ও বিদ্বেষ ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি অন্তর্য্যামী। তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধ মনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। অহঙ্কার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।

গান।

"আপনাতে আপনি থেক মন, যেও-নাক কারুর ঘরে; যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে। পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে; কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

"যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে; মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না, ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান' এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা কোরো না। তিনি যাকে যেমন বুঝয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে যতদূর পার। আর ভাল-বাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি—আনন্দ ভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।' নিজের ঘরে স্বস্বরূপকে দেখতে পাবে।

রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের নিজের ঘরে যায়, তখন 'আবার পৃথক্ হয়ে যায়।' নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে।'

(সন্ন্যাস ও সঞ্চয়, অর্থের সদ্ব্যবহার।)

রাত্রি দশটার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই এক জন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছ-তলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণীপাল রামলালের * জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

* রামলাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের—ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীমন্দিরের পূজারি।

বেণীপাল। মহাশয়, রামলাল আসতে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ব্যস্ত হইয়া) ও বাবু বেণী পাল, তুমি আমার সঙ্গে ও সব দিও না। ওতে আমায় দোষ হয়। আর সঙ্গে কোন জিনিষ সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে করবে না।

বেণীপাল। যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ খুব আনন্দ হল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। মানুষের আকৃতি কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

সুকুমারী একজন সুশিক্ষিতা মহিলা। তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া গ্রন্থের সহিত চিরবিদায় গ্রহণ করেন নাই। অধ্যয়ন তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অলীক আমোদপ্রিয় মহিলাগণ যেমন গৃহকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাস ক্রীড়া কিংবা অন্য কোন ব্যসনের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তিনি তেমন করিতেন না। তিনি একটু সময় পাইলেই বই লইয়া পড়িতে বসিতেন, তাঁহার তাদৃশী অধ্যয়ন-প্রিয়তা দেখিয়া প্রতিবেশী কোন কোন মহিলা তাঁহাকে গ্রন্থকীট বলিয়া উপহাস করিতেন। তিনি তাঁহাদের সে সমালোচনার প্রতি বড় কর্ণপাত করিতেন না—কর্ত্তব্যবোধে লোকনিন্দাকে উপেক্ষা করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। তিনি সাধারণ মহিলাদিগের ন্যায় উপন্যাস পাঠে বড় আনন্দ পাইতেন না। তিনি অধিক সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তদ্ভিন্ন সাময়িক পত্রিকা কিংবা সংবাদপত্র পাঠ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতেন। সাময়িক পত্রের মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ সুপাঠ্য, তৎপাঠেও বিলক্ষণ রুচি ছিল। একদা একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকায় সূচী অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাতে "সহিষ্ণুতা" নামে একটী প্রবন্ধ আছে, দেখিতে পাইলেন। প্রবন্ধটি আবার তাঁহার স্বজাতীয়া কোন ভগিনীকর্ত্তৃক বিরচিত, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রবন্ধ পাঠের জন্য তাঁহার উৎসাহ এবং কৌতূহল বাড়িয়া গেল। তিনি বিলক্ষণ মনোযোগের সহিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রবন্ধটি আলো-

পাস্ত পাঠ করিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। প্রবন্ধের মধ্যে অনেক ভাল কথা ছিল। রচয়িত্রী সহিষ্ণুতার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার কোন মতদ্বৈধ ছিল না। তিনি সহিষ্ণুতাকে যে মানব-চরিত্রের একটি অমূল্য নিধি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি তিনি তৃপ্ত হইলেন না কেন? প্রবন্ধে সহিষ্ণুতা লাভের কোনও উপায় বিধান করা হয় নাই, ইহাই তাঁহার অতৃপ্তির প্রধান কারণ। তিনি অন্যান্য পাঠক পাঠিকাদের ন্যায় কেবল অধ্যয়ন-জনিত আনন্দ লাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিতেন না, ধর্ম্ম এবং নীতি সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিলেই তাহার মধ্যে তাঁহার অনুষ্ঠেয় কিছু আছে কি না, তদ্বিষয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। তাই "সহিষ্ণুতা" নামক প্রবন্ধে তিনি তদ্রূপ কোন বিধি ব্যবস্থা না পাইয়া একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধটির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার এক ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন, তিনি প্রায় তাহাদের বাড়িতে আসিতেন। সুকুমারী তাঁহাকে অধিকাংশ সময় "আশ্রমী বাবা," কখন কখন "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আশ্রমী বাবার আগমনে তিনি যত সন্তুষ্ট হইতেন, কাহারও সম্মিলনে তেমন আনন্দিত হইতেন না। সে আনন্দ আশ্রমী বাবার বাহ্যদর্শন জন্য নহে। তিনি আশ্রমী বাবার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত কঠিন সমস্যা তাহা মীমাংসা করিয়া লইতে সমর্থ হইতেন, ইহাই আনন্দের প্রধান কারণ ছিল। "সহিষ্ণুতা" প্রবন্ধ পাঠের কিয়দ্দিন পরে আশ্রমী বাবা তাঁহাদের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করাইলেন। সেদিন অন্য বিষয়ে বিশেষ কোন প্রশ্ন না করিয়া কিরূপে "সহিষ্ণুতা" রত্ন লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে আচার্য্য দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশ্রমীবাবা—এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত বলা যায়। তাঁহারা সুখ ও দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত পরব্রহ্মে স্থিত থাকে বলিয়া সুখ কিংবা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও বিচলিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের সুখ কিংবা দুঃখের বোধই থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের "সহিষ্ণুতা" সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যাঁহাদের দুঃখের বোধ আছে, অথচ দুঃখকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারাই প্রকৃত সহিষ্ণু।

সুকুমারী—সুখ দুঃখের আদবেই বোধ থাকিবে না, এরূপ অবস্থা লাভ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যদি তাহা সম্ভবপর হয়, তথাপি আমাদের মত গৃহস্থা-

শরীর পক্ষে সে অবস্থা লাভের বাসনা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। যাক্ বড় কথায় আমার কাজ নাই। দুঃখের বোধ জন্মিলে কিরূপে তাহা সহ্য করা যায়, তাহা বলিলে আমি বড় উপকৃত হব।

আশ্রমী বাবা—বিচার করে বলতে গেলে তোমার সন্দেহ অমূলক বলে মনে হয়। যাহাদের দেহাত্মবাদ ঘুচে নাই, অর্থাৎ শরীরকেই যাঁহারা আত্মা মনে করেন, আত্মাকে ভিন্ন করিয়া যাঁহারা জানিতে না পারেন, তাঁহারা এ অবস্থার কল্পনাও করিতে পারেন না। তুমি যে গৃহস্থাশ্রমের পথে এ অবস্থা লাভ অসম্ভব মনে কর্চ্ছে, তা নয়, ইহা লাভ হতে পারে। গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে যদি তাদৃশ দেহাত্মবুদ্ধি-বিরহিত লোক মিলে, তাহা হ'লে হ'তে পারে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে তাদৃশ লোক বিরল।

যাঁহাদের দুঃখ বোধ আছে, তাঁহারা নানা উপায়ে সহিষ্ণুতা লাভ করিতে পারেন। (১) মানবের সুখ ও দুঃখ এক সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা; কেহ ইচ্ছা করিয়া তাহার হ্রাস কর্ত্তে পারে না, বৃদ্ধিও কর্ত্তে পারে না। যাহার তাদৃশ বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পায়, সে ব্যক্তিই দুঃখ উপস্থিত হইলে সহ্য কর্ত্তে সমর্থ হয়; কারণ সে ভাবে যে উহা অপরিহার্য্য সুতরাং অবশ্য সহনীয়। কেহ কেহ এতাদৃশ দুঃখাগমকে ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপার, কেহ কেহ নিয়তিসম্ভূত ঘটনা, কেহ কেহ অদৃষ্টচক্রের ফের, কেহ কেহ কর্ম্মভোগ নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু এতাদৃশ দুঃখাগম যে কারণ হইতেই সংঘটিত হউক না কেন, উহা অপরিহার্য্য, কাজেই না সহিলে উপায় নাই এরূপ চিত্তের ভাব জন্মে থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। মনে কর এক গর্ভিণী প্রসব-যন্ত্রণায় অস্থিরা। সে শিক্ষিতা মহিলা হইলে ভাব্‌বে উহা অবশ্যম্ভাবী দুঃখ, কুসংস্কারাপন্ন হইলে ভাব্‌বে কর্ম্মভোগ—পাপের শাস্তি। কিন্তু যখন উহা পরিহার করবার যো নাই, তখন সহ্য কর্ত্তেই হবে।

কুমারী—বেশ বুঝলুম যে দুঃখ স্বভাবতঃ আসছে, যাহার কারণ আমরা সাক্ষাৎ দেখতে পাই না, না হয় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত ইহা মেনে নিয়ে সহ্য কল্লুম, কিন্তু আমার প্রতিবেশী যে আমায় একটা কটু কথা বল্লে, আমার স্বামী যে আমায় একটু মন্দ বল্লেন, এর কারণত দেখতে পাচ্ছি, তবে এ সকল দুঃখ ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে আসছে এ কথা বলি কি করে? কাজেই ইহা অবশ্যম্ভাবী—অপরিহার্য্য দুঃখ বলতে পারি না; তা বলতে না পাল্লে ত একটু বিরক্তি জন্মিবেই জন্মিবে, বিরক্তিই ত অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক।

আশ্রমী বাবা—যে ঘটনার কারণ দেখতে পাও না, তার কারণই ঈশ্বর; আর যার কারণ দেখ্‌তে পাও, তার কারণ ঈশ্বর নন; এ সুযুক্তি নয়। তোমরা যে কারণ দেখে থাক, সে সকলই মধ্যবর্ত্তী উপায় মাত্র—প্রকৃত শক্তির আধার মূলকারণ নহে। একমাত্র ঈশ্বরই শক্তির

উৎস মূল কারণ, তাঁহা হইতেই সুখ দুঃখ আসিতেছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। কয়েক খানি ইট পাশাপাশি দাঁড় করায়ে এক খানি ইটে ধাক্কা মার, সবগুলি ইট পড়ে যাবে। এ স্থলে শক্তিধারী আদিকারণ তুমি, দ্বিতীয় ইটখানির পড়বার সাক্ষাৎ কারণ প্রথম ইট, তৃতীয় ইট পড়বার কারণ দ্বিতীয় ইট বলে অনুমিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। তাই বলি তোমার প্রতিবেশী কি তোমার স্বামী তোমার দুঃখোৎপাদনের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরই তোমার আত্মার বিকাশের জন্য দুঃখ প্রেরণ করিতেছেন।

সুকুমারী—বুঝলুম আপনার কথা মনে দৃঢ় করে ধর্ত্তে পারলে সর্ব্ববিধ দুঃখই সহ্য করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক দুঃখ সম্বন্ধে তাহা সহজ হলেও মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রদত্ত দুঃখ সহ্য করে যাওয়া সোজা নহে। কর্ত্তা যে মানুষ, তাকে অকর্ত্তা ভেবে ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলে বিশ্বাস করা কি আমার মত জীবে সম্ভবপর?

আশ্রমী বাবা—হাঁ তুমি যা বলতেছ তা অনেকটা ঠিক্। আগে আপনাকে অ-কর্ত্তা মনে করতে পারলে অন্যকে অকর্ত্তা মনে করা যায়। যার নিজের কাজের কর্ত্তা নিজে, সে আবার ঈশ্বরকে কর্ত্তা মানবে কি করে? সে ত আপনার হাত ছাড়া আর কাহারওত হাত দেখ্‌তে পায় না। এরূপ অহঙ্কারীর—এরূপ আত্মাভিমানীর সহিষ্ণুতা সাধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

সুকুমারী—বুঝলুম তবে আমায় দিয়ে এ উপায়ে সহিষ্ণুতা সাধন চলিবে না। আপনি নানাবিধ উপায়ের কথা বলেছেন, যদি সহজ কোন একটা উপায় থাকেত বলুন।

আশ্রমীবাবা—যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা, সহজ উপায়ে কি আর হবে? আচ্ছা আর একটি ব্যবস্থার কথা বলি (২) সূর্য্য যখন প্রখর তাপ দিতে থাকে, পৃথিবী পুড়ে যায়, তখন বিরক্ত হ'য়ে কি সূর্য্যকে তিরস্কার করে থাক, না উহা সহ্য করবার জন্য মনকে প্রস্তুত কর? সূর্য্য যেমন প্রকৃতির জিনিশ, নিজে অকর্ত্তা হয়ে, প্রকৃতিবশতঃ লোকের পীড়া উৎপাদন করে, তেমন অনেক মানুষ নিজে অকর্ত্তা হয়ে কেবল প্রকৃতিবশতঃ অপরের ক্লেশ উৎপাদন করে।

সুকুমারী—আপনি দেখছি ঘুরে ফিরে আমায় এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। আগে না হয় ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলছিলেন, এখন না হয় প্রকৃতিকে কর্ত্তা বলছেন; কিন্তু মূলকথা মানুষকে অকর্ত্তা ভাবাই শক্ত। তার পর 'প্রকৃতি' বলে আর একটা কি কর্ত্তা বল্লেন, তা ভাল বুঝলুম না।

আশ্রমীবাবা—মনে কর ক্রোধ করাই যার স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, সে ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে রাগ না করে থাকবে কি করে? সে বাধ্য হয়ে—প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল হয়ে চলেছে মাত্র। যেখানে তার নিজের স্বাধীনতা

নাই—প্রকৃতি যেরূপ চালাচ্ছে, সেরূপই চলতে হচ্ছে, সেখানে তাকে কর্ত্তা বলি কি করে?

সুকুমারী—কেন প্রকৃতি ত আর আগে তার প্রভু হয় নাই? সে একবার তাকে যাই প্রভু বলে স্বীকার করে অধীন হল, তাই না সুযোগ পেয়ে সে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার কল্প।

আশ্রমীবাবা—তোমার কথা মেনে নিলেও যখন মানুষ প্রকৃতির হস্তে এরূপ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে, তখন তাহার অসৎ ব্যবহারে অসহিষ্ণু হইবার কারণ নাই। অতঃপর একটু সূক্ষ্মবিচার কল্লে ক্রিয়ার আরম্ভেও জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে কাজ করে বলে অনুমিত হতে পারে। থাক্, সে সূক্ষ্মবিচারের প্রয়োজন নাই।

সুকুমারী—আপনি যে দুইটি ব্যবস্থা প্রদান কল্লেন, তা মেনে নিতে হলে মানুষকে অকর্ত্তা ভাবা চাই। আমার মত কর্ত্তৃত্বাভিমানী স্ত্রীলোকের দ্বারা তাহা হবে বলিয়া মনে হয় না। তবে আপনি জ্ঞানী উপদেষ্টা, আপনার উপদেশমত চেষ্টা কর্ত্তে পারি মাত্র। ফল ঈশ্বরের হস্তে।

চ, কি, কুশারি।

তিব্বত।

তিব্বত দেশ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত। চীনসম্রাট ও চীনের রাজপুরুষগণ তিব্বত প্রদেশ মধ্যে বিদেশীয় পরিব্রাজকগণকে প্রবেশ করিতে দিতে চিরকালই আপত্তি করিয়া থাকেন। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ না হইলে চীনসম্রাট কোন ইয়ুরোপীয়কে তিব্বতে ভ্রমণ করিবার অধিকার প্রদান করেন না। ইংলণ্ড, রুশিয়া প্রভৃতি যে সকল ইয়ুরোপীয় রাজ্যাধিপতিগণের সহিত চীনের রাজপুরুষগণের বন্ধুতা আছে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তিব্বতে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং ইহাঁরা উক্ত দেশে ভ্রমণ করিয়া যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করেন, তাহা পুস্তকাকারে বা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তিব্বত সম্বন্ধে সভ্যজগতের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর কৌতূহল চরিতার্থ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে কয়েক জন ইয়োরোপীয় রোমান কাথলিক ধর্ম্ম-যাজক ভ্রমণ করিতে যান। ইহাঁরা তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া উক্ত ভাষায় বাইবেল গ্রন্থের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। ইহাঁরা সর্ব্বপ্রথমে তিব্বতের একটী মানচিত্র প্রকাশ করেন। ১৭৩৩ সালে এই মানচিত্র ইয়োরোপে প্রকাশিত হয়।

১৭৭৪ সালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বগ্‌লে নামক এক ইংরাজকে ব্রিটিস্ দূতরূপে তিব্বতে প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের সহিত তিব্বতের বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হউক, ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে এই প্রস্তাব

লইয়া বগ্‌লে সাহেব তিব্বতে উপস্থিত হন। এই উদ্দেশ্য সংসাধনে তিনি কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৮১১ সালে লর্ড মিণ্টো ম্যানিং নামক এক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সংসাধনে তিব্বতে প্রেরণ করেন। তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সোমা ডি করোস্ নামক এক জন ইয়ুরোপীয় কয়েক বৎসর তিব্বতে বাস করিয়া ১৮৩২ সালে কলিকাতায় আগমন করেন এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তক-রক্ষক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া একখানি তিব্বতীয় অভিধান এবং একখানি তিব্বতীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৪২ সালে তিনি পুনরায় তিব্বত যাত্রা করিবার জন্য বহির্গত হন, কিন্তু দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হন এবং তথায় মানব লীলা সম্বরণ করেন। ১৮৪৪ সালে হুক্ ও গবেট্ নামক দুই জন রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম-যাজক চীন রাজধানী পিকিন হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে উপস্থিত হন। ইহাঁরা লাসা নগরে অল্পকাল মাত্র অবস্থিতি করিবার পরেই চীনসম্রাট ইহাঁদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা প্রেরণ করেন। হুক্ এই অল্পকাল মধ্যে তিব্বত সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৪ সালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত নয়ন সিংহ নামক এক জন শিক্ষিত পণ্ডিতকে তিব্বতে প্রেরণ করেন। ইয়োরোপীয়গণকে তিব্বতবাসিগণ সন্দেহ করেন দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসী নয়ন সিংহকে প্রেরণ করেন। নয়ন সিংহ অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাগমন করেন। ইহাঁর পর আর এক জন ভারতবাসী লাসা নগরে প্রেরিত হন। ইনি স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে ইহাঁকে একে নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাঁদিগের পর ১৮৮১ সালে বাবু শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে প্রেরিত হন। ইনি সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়া যাত্রা করেন। ইনি বিবিধ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক তিব্বত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসেন। ১৮৯৩ সালে কুমারী এনি টেলর্ নাম্নী এক জন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিকা তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু তিব্বতে প্রবেশ করার পরই বিতাড়িত হন। আমরা যতদূর জানি স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন (ওরফে স্বামী রামানন্দ ভারতী) ভারতবাসীদের মধ্যে তিব্বতের শেষ পর্য্যটক। তিনও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয় ও কিউনলেন্ এই দুই পর্ব্বতমালার মধ্যে তিব্বত রাজ্য অবস্থিত। তিব্বতের পশ্চিম ভাগে সিন্ধুনদী এবং পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থান। তিব্বতদেশ এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য নদ নদী দ্বারা সমাকীর্ণ।

তিব্বতে অনেক গুলি হ্রদ আছে, তন্মধ্যে মানস সরোবর, পল্‌টি, রাবণ, টেংরিনর ও কোকোনর, এই কয়েকটীই প্রধান। নবেম্বর মাস হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই হ্রদগুলি ঘনীভূত হইয়া তুষারে পরিণত হয়। কোকোনর নামক হ্রদের মধ্যভাগে একটী পর্ব্বতময় দ্বীপ আছে; উহা প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ। এই দ্বীপে একটী ধর্ম্ম-মন্দির আছে, উহাতে লামা বা ধর্ম্মযাজক-গণ অবস্থিতি করেন। তিব্বত তিন ভাগে বিভক্ত; তিব্বত, লাডক্ এবং বল্‌টিস্তান। লাডক্‌কে মধ্য তিব্বত এবং বল্‌টিস্তানকে ক্ষুদ্র তিব্বত আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে।

তিব্বত শীতপ্রধান দেশ। ইহা অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত বলিয়া এখানে শীতের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। সুমেরুর নিকটস্থ প্রদেশে যে দারুণ শীত অনুভূত হয়, এখানে মধ্যে মধ্যে প্রায় তদনুরূপ শীত হইতে দেখা যায়। তিব্বতের বায়ুর একটী লক্ষণ উহা অসাধারণ শুষ্কতা। বায়ুবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে ভারত-সাগর বা বঙ্গোপসাগরের জলীয়ভাগ মিশ্রিত যে বায়ু তিব্বতাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার শৈত্য হিমালয় পর্ব্বত হরণ করিয়া লয়েন, সুতরাং যখন সে বায়ু তিব্বতে উপস্থিত হয়, তখন তাহা এক-কালে জলকণা-শূন্য হইয়া পড়ে। এই জন্য তথায় বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক এবং দ্রব্যাদি অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। মাংসখণ্ড বা মৃত মৎস্য অবিকৃতক্ষণ রন্ধন না করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা কখনই পচিয়া যায় না, কিন্তু শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া চূর্ণীকৃত হয়। তিব্বতের এই শুষ্ক বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

তিব্বতে রৌপ্য, তাম্র, ও টিন এই সকল ধাতু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। স্বর্ণের খনি স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চীন রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক এই সকল খনি বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত হয়। লবণ, সোরা ও গন্ধক প্রচুর পরি-মাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তিব্বতের উত্তর ও পশ্চিম খণ্ড অত্যন্ত অনুর্ব্বর, এবং তথায় বৃক্ষলতা আদৌ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু স্থানে স্থানে এক জাতীয় দীর্ঘাকৃতি তৃণ জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে বিবিধ বন্যজন্তু বাস করে। তিব্বতের দক্ষিণ অংশে তৃণাচ্ছাদিত যে বিস্তীর্ণ মাঠ আছে, তাহাই গবাদি চরণের মাঠ। গোধূম তিব্বতের প্রধান শস্য। তিব্বতে নানা জাতীয় ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিব্বতে ইয়াক নামে বৃষের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এক জন্তু আছে। উহা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ইহার সমস্ত শরীর লম্বা লোমে আবৃত, শৃঙ্গ নাতিদীর্ঘ ও বক্র, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল, পুচ্ছ লোমাকীর্ণ। ইহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু পুচ্ছ প্রায়ই শ্বেতবর্ণ হইতে দেখা যায়। সমুদ্র হইতে বার হাজার ফিট অপেক্ষা কম উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে ইয়াক

তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে শীত দেশের জন্তু। বহুকাল হইতে তিব্বতীয়গণ ইয়াক্ জন্তুকে বশীভূত করিয়া নানা প্রকার কার্য্যে নিযোগ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার বন্যভাব যায় নাই। আজও তিব্বতীয়গণ ইহার পৃষ্ঠে লাঙ্গল চাপাইতে পারে নাই। ইহা কোন মতেই লাঙ্গল টানিতে চাহে না। কিন্তু পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া যাইতে ইহার কোন আপত্তি দেখা যায় না। বাণিজ্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য তিব্বতীয় বণিকেরা ইয়াক্ জন্তুই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইয়াক জন্তুর উপর আরোহণ করিবার প্রথাও প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু ইহাকে আয়ত্তাধীন রাখা আরোহীর পক্ষে বড় সহজ নহে। ইয়াকের দুগ্ধ মহিষের দুগ্ধের অনুরূপ। তাহা গোদুগ্ধের ন্যায় উপকারী ও সুপথ্য নহে। মৃত ইয়াকের পুচ্ছ চামররূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক্রমশঃ)

মহদ্বাক্য।

১। বিবেককে রাজত্ব করিতে দাও; স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি বিবেকের অধীন হইয়া কার্য্য করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

২। যদি তোমার সুজ্ঞানের মূল্য বোধ থাকে, তাহা হইলে সুজ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় অগোচর থাকিবে না।

৩। ধন ও পদমর্য্যাদা এই দুইটীই মানুষের হৃদয়-পুত্তলিকা।

৪। দোষীব্যক্তি সহজেই ক্রুদ্ধ হয়, ধীরতা নির্দ্দোষীর একটী প্রধান লক্ষণ।

৫। যাহা কিছু ক্রমাগত অনুকরণ করা যায়, তাহা অচিরাৎ স্বভাবগত হইয়া উঠে।

৮। সংসারের বাজারে ক্রয় বিক্রয় কাজে তিনি বড়ই অপটু, যিনি দীর্ঘকালস্থায়ী অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ কষ্টের মূল্যে বর্ত্তমানের ক্ষণিক সুখ ক্রয় করেন।

৯। যিনি ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগী নহেন, তাঁহার হস্তে বড় কার্য্যের ভারার্পণ বিপজ্জনক।

১০। যদি তোমার ধনৈশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে তাহা তোমার আপনার করিয়া ইচ্ছামত ব্যবহার কর, কখনও তাহার ক্রীতদাস হইও না।

১১। দান করিবার ক্ষমতার ন্যায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর নাই।

১২। নৈসর্গিক বন্দোবস্তে নিরর্থক কিছুই নাই।

১৩। সাহসী হও, কিন্তু দুর্দ্দান্ত হইও না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, কিন্তু একগুঁয়ে হইও না; জ্ঞানী হও, কিন্তু ধূর্ত্ত হইও না; সহিষ্ণু হও, কিন্তু কাহারও দাস হইও না।

১৪। কে ইষ্টদেবতার উপাসনা

প্রকৃতরূপে করিতে জানে? যে প্রকৃতরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে জানে।

১৫। অলসতায় যে ক্লান্তি বোধ হয়, সুনিয়মিত পরিশ্রমপূর্ণ জীবনে তাহার কিছুই অনুভূত হয় না।

১৬। অজ্ঞানদিগের মধ্যে সেই মহা অজ্ঞান, যে মনে করে যে সে সকল অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।

১৭। জ্ঞানীদিগের মধ্যে তিনিই পরম জ্ঞানী, যিনি মনে করেন যে তিনি জ্ঞানে সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

১৮। সৌজন্য জীবনকে মধুর এবং অধিকতর সুখকর করিয়া তুলে।

১৯। দুঃখ বিপদ জীবনের প্রতি অনুরাগকে অবসন্ন করিয়া ফেলে; কিন্তু সম্পদের এক কটাক্ষেই সে অনুরাগ পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠে।

২০। সত্যের ন্যায় পরাক্রমশালী বস্তু আর জিভরে নাই, সত্যই এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। সত্যের বিনাশ নাই, ইহার নিকট সকলেই অবনতমস্তক, সত্যের বিজয় নিশান চিরকালই জগতে উড্ডীয়মান থাকিবে।

২১। যদি কর্ম্মদোষে বিপন্ন হইয়া থাক, কর্ম্মই তোমার একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা।

২২। সাধুগণের উচ্চ ও পবিত্র বাসনা চরিতার্থ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২৩। তোমার পদদলিত পিপীলিকাটীর অবস্থা কিরূপ যদি তুমি বোধগম্য করিতে না পার, তাহা হইলে বিশালকায় হস্তিপদ-দলিত হইলে তোমার কি দশা হয়, তাহা স্মরণ করিও।

(ক্রমশঃ)

ভুল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৭

এক দিন দ্বিপ্রহরে দিদি সন্তানদিগকে লইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, বেবিকে ঘুম পাড়াইয়া, আমি সেই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিলাম। সে দিন আমার প্রাণ কেন যে এত আকুল বুঝিলাম না। আমি যেন স্বপ্নাহতের মত নীরবে সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। মধ্যাহ্নের বাতাস যেন উন্মাদের মত হা হা করিয়া বহিতেছিল, উপরে বৃক্ষশাখে সকরুণস্বরে ঘুঘু ডাকিয়া উঠিতেছিল। দূরে গৃহ-চালে বায়স মধ্যে মধ্যে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতেছিল। সেই শুভ্র রৌদ্র-দীপ্ত আকাশে মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া যাইতেছিল। অতি উচ্চে কয়েকটী চিল উঠিতেছিল, নামিতেছিল। আমি আনমনে পুষ্করিণীর সেই স্বচ্ছ জলের প্রতি চাহিয়াছিলাম। কয়েকটি গৃহপালিত

হংস জলের তীরে তীরে ভাসিয়া যাইতেছিল, কখনো ডানা নাড়িয়া তীব্রকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিতেছিল। সিঁড়ির উপর অল্প জলে কয়েকটি ক্ষুদ্র মৎস্য বিচরণ করিতেছিল, বায়ুকম্পনে ভীত হইয়া গভীর জলে লুকাইতেছিল। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একবার ট্রেণের হুইস্‌ল ধ্বনিত হইল। ইহা একটি মিক্সড্‌ ট্রেণ। আমি কতক্ষণ সেই খানে অন্যমনে উদাস ভাবে বসিয়াছিলাম জানি না। আমার দৃষ্টি একবার গেটের প্রতি পড়িল, দেখিলাম দুইজন লোক গেটের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। পরক্ষণেই মিঃ বসু স্বহস্তে গেট খুলিয়া, প্রবেশ করিয়া, অন্যের প্রবেশের অপেক্ষায় দাড়াইলেন। আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। চক্ষের দীপ্তি যেন নিভিয়া গেল। এক বৎসরের অধিক হইল দেখা হয় নাই। আজ কাহাকে দেখিলাম? আমার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কি জগদীশ এই প্রকারে পূর্ণ করিলেন? আমি দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পরেই জঙ্গলে ছেলেদের হর্ষধ্বনিতে, মিঃ বসুর কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া উঠিলাম। আমি জাগ্রত অবস্থায় কত সুখ স্বপ্ন দেখিলাম। এই বুঝি আসেন, এই বুঝি নাম ধরিয়া ডাকিবেন, তখন আমি কি করিব? হায়! কিয়ৎক্ষণ পরে আয়ার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইলাম। সে আসিয়া বলিল—

"মেম সাব্! সাব্ আ গিয়া, আপ্‌ক সাব্ ভি বিলায়ত সে আ গিয়া, বড়া মেমসাব আপ্‌কো সেলাম ভেজা হ্যায়।"

আমি তাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া, মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে চলিলাম। আমার হৃদয়ে যে কি এক অভিনব ভাবোদয় হইল, তাহা ভাষায় বলা যায় না। প্রথমে গিয়াই দেখিলাম সকলে হলে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তিনি বেবিকে কোলে লইয়া আছেন। আমায় দেখিবামাত্র তাহাকে আয়ার কোলে দিয়া, আমায় হাসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন—

কেমন এলা! ভাল আছত?

আমার চক্ষে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইল। গভীর অভিমানে আমার কণ্ঠরোধ হইতেছিল। এক বৎসর পরে দেখা! সে এক বৎসর কি দারুণ দুঃখে—কি গভীর বেদনায় কাটাইয়াছি। আজ এই প্রথম সাক্ষাতের পর কি করিয়া অমন ভাবে হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আমি কয়েক মিনিট মাত্র কোনও প্রকারে সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর আর কি করিব? দুঃখীর জন্য যাহা ব্যবস্থা, যাহা একমাত্র সান্ত্বনার উপায়—সেই অশ্রুজল বর্ষণ ভিন্ন আমার কোন উপায় নাই। সেই আমার সঙ্গী হইল।

এক বৎসর পরে দেখা, কত প্রশ্ন করিব, কত প্রশ্নের উত্তর দিব! আ, দুর্ভাগ্য! দিদি সে দিন চা পানের সময়ে

আমায় ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। কতবার ভাবিলাম তিনি আমার সেই নির্জ্জন কক্ষে আসিবেন, এখনি তাঁহার অশ্রুজলে আমার অশ্রুজল মিশাইয়া হৃদয়ের বোঝা নামাইব। হায়! তাহাও আমার দুরাশার স্বপ্ন মাত্র। যে সুধা পাত্র স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছি, তাহা আর কি প্রকারে যোড়া দিব? আমার সোণার সংসার আমি নিজেই সামান্য মিথ্যা অবিশ্বাসে জ্বালাইয়া দিয়াছি। এই এক বৎসরের অদর্শনে বোধ হয় আর আমার প্রতি সে প্রণয়ানুরাগ নাই, নহিলে কি এমনি ভাবে তাঁহার প্রাণ আকুল হইত না? তিনি কি ছুটিয়া আসিতেন না?

এমন সময় ধীরে ধীরে পর্দ্দা সরাইয়া আয়া নিদ্রিত বেবিকে কোলে লইয়া আসিয়া আমার শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, দ্বারস্থ বেয়ারার হস্ত হইতে চায়ের ট্রে লইয়া আসিয়া সম্মুখে রাখিয়া দিল। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সে বিস্মিত-নয়নে আমার প্রতি চাহিয়া চলিয়া গেল। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, তাড়াতাড়ি চা পান করিয়া লইলাম। তাহার পর সেই সুপ্ত সুন্দর শিশু-মুখের প্রতি অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলাম। কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! দূর হইতে এত বুঝা যাইত না। আজ নিকটে দেখিয়া মনে হইল সেই মুখ, সেই নয়ন, সেই সূক্ষ্ম ভ্রূ রেখা, সেই বিশাল ললাটে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ! নিদ্রিত শিশু সহসা একবার হাসিল। সেই বিমল অধরের হাসিটুকু, তাহাও কি ঠিক্ তাঁহারই হাসির মত। আমি তাহার সেই সুপ্ত আননে অধরে বার বার চুম্বন করিলাম, সে চমকিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আয়া ছুটিয়া আসিল। আমি তাহাকে একটি সুন্দর নীল রঙ্গের পোষাক পরাইয়া দিলাম। সেই পরিচ্ছদে তাহাকে কি সুন্দর দেখাইতেছিল! আমি মনে স্থির জানিলাম, আমায় ভালবাসুন আর নাই বাসুন, ইহাকে ভাল বাসিতেই হইবে। আয়া তাহাকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি উঠিয়া বৈকালিক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে বাতায়নের সম্মুখে ছেলেদের হাসি ও কোলাহলে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম তিনি বেবিকে কোলে লইয়া লোফাইতেছেন, আর ছেলে মেয়েরা হাসিতেছে, ছুটিতেছে। তাহার পর তিনি তাহাকে বুকে চাপিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন। এক অভিনব হর্ষস্রোতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সহসা তাঁহার নয়নের দৃষ্টি আমার কক্ষ-বাতায়নে পড়িল। বোধ হয় তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন, কারণ বেবিকে আয়ার কোলে দিয়া তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

বৈকালে বাহিরে আসিলাম। বোধ হয় দিদির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মনোভাব অবিদিত রহিল না। আমি আসিবার পরেই তিনি মিঃ বসুর সহিত টেনিস খেলিতে চলিয়া গেলেন ও আমাদের যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা

চলিয়া যাইবার পর দিদি আসিয়া বলিলেন—

"শুকো আমার বলিয়া গেল ঐ খালি ঘরটাতেই শুইবে। এলা! এখনও তুমি ইহার উপায় কর। বোধ হয় তাহার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন হইয়া গেছে। স্ত্রীলোকের অভিমানে কি শেষে সব হারাইবে?" আমি নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। হয় ত তিনি আমার হৃদয়ের গোপন যাতনা বুঝিলেন। সস্নেহে আমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—"চল এলা, আমরা টেনিস গ্রাউণ্ডে যাই।"

আমরা বাহিরে আসিলাম। আমি খেলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দিদি ও তিনি এক দিকে এবং মিঃ বসু অন্য দিকে হইলেন, খেলা চলিতে লাগিল। আমি নীরবে নিকটস্থ বেঞ্চে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। ছেলে মেয়েরা সম্মুখের মাঠে ছুটাছুটি করিতেছিল, খেলিতেছিল। এমন সময় মিসেস রায় চৌধুরী ও তাঁহার পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ বসু মিঃ রায় চৌধুরীকে ডাকিয়া লইলেন, তাঁহারা চারিজনে খেলিতে আরম্ভ করিলেন। মিসেস রায় চৌধুরী আমার নিকটে বসিয়া পড়িলেন। একে সে দিন আমার মনের সেই অবস্থা, ক্রমাগত প্রশ্নে আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বুড়ি ক্রমাগত আমায় "মিস বসু" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তাহাতে হাসি রুদ্ধ করা দায় হইয়া উঠিল, অবশেষে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—

"মিস বসু! উনি তোমার Suitor (প্রণয়প্রার্থী) বুঝি?" লজ্জায় আমার কথা ফুটিল না। এমন সময় একটা বল আসিয়া আমার নিকট পড়িল, তিনি তাহা কুড়াইতে ছুটিয়া আসিলেন। বুড়ীটা তাহার পূর্ব্বেই বলিতে আরম্ভ করিল:—

"কিন্তু মিস বসু তোমায় আমরা ছাড়িব না। আমার ছেলে ত এতদিন বিবাহের নামে জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি আর সে প্রতিজ্ঞা নাই, তোমার মত সুন্দর"—উনি এত কাছে আসিয়াছিলেন যে, এই কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ললাটে ধমনী বিস্ফারিত হইল, তিনি আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও রোষ-বিকম্পিত কণ্ঠে মিসেস রায় চৌধুরীকে বলিলেন—"আপনি কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা জানেন কি?"

বুড়ী তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"কেন মিস বসুর সহিত। তাহা আর জানি না? আর আপনার সে কথায় দরকার কি?"

"আমার দরকার এই জন্য যে, আমার স্ত্রীর সহিত আপনি কথা কহিতেছেন, আপনি কথা কহিবার উপযুক্ত কি না, তাহাই জানিতে চাহি। এই মাত্র না 'কে কাহাকে সুন্দর দেখিয়াছে' বলিতে-ছিলেন, আর একবার শুনিতে ইচ্ছা করি"—

"আপনার স্ত্রী?" মিসেস রায় চৌধুরীর মুখ রক্তহীনের মত শুভ্র হইয়া গেল।

তখন তিনি রোষে ঘৃণায় তাঁহার প্রতি চাহিয়া কোটের পকেট হইতে দুখানি কার্ড ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। মিসেস রায় চৌধুরী মন্ত্রমুগ্ধের মত সে দুখানি তুলিয়া ধরিলেন, এক খানিতে তাঁহার নিজের নাম "এস রায়, সি এস বার-এট-ল" অন্য খানিতে শুধু "মিসেস এস রায়" লেখা ছিল। আমি বিস্মিত হইয়া আমার নামের কার্ড খানির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। বিবাহের পর আমরা তাহা ছাপাইয়া ছিলাম। হায়! হায়! সে সব কথা এখন স্বপ্নমাত্র। কিন্তু এ সময়ে তিনি এ কার্ড কোথা হইতে পাইলেন, তবে তিনি কি এখনো আমায় ভুলেন নাই? মিসেস রায় চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল, তিনি অতি করুণস্বরে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

"মিসেস রায়! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ছেলেও কিছু জানে না। আহা! বেচারী কি কষ্ট পাইবে। আপনাকে মিস বসু বলিয়াই আমার ধারণা ছিল, কারণ প্রথম দিন মিসেস বসু ত সেই রকম কি বলিয়া পরিচয় দিলেন—

এমন সময় আয়া ছেলে মেয়েদের লইয়া সেই স্থানে আসিল। বেবি আয়ার কোল হইতে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মিসেস রায় চৌধুরী বলিলেন—"চমৎকার ছেলেটি, এটি কার?" "আমার" এই বলিয়া আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম।

আপনার? আশ্চর্য্য! আমি ত স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারি না। আপনাকে দেখিলে কেইবা বিশ্বাস করিবে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সকলে টেনিস খেলা শেষ করিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দিদি বেহারাকে ডাকিয়া কফি আনিতে বলিয়া দিলেন। সকলেই সেই স্থানে যে যা আসন পাইলেন, তাহাতেই বসিয়া পড়িলেন। এ কথা সে কথার পর দিদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এলা! এতক্ষণ মিসেস রায় চৌধুরীর সঙ্গে কি কথা হইতেছিল? তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—

মিসেস রায় চৌধুরী এলার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন।

অতিশয় কাতর কণ্ঠে মিসেস রায় চৌধুরী বলিলেন, "মিঃ রায় আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি কিছুই জানিতাম না। ইহাঁকে মিস বসু বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল, যাহাহউক আমার ধৃষ্টতা আপনি ক্ষমা করুন্ এই প্রার্থনা।"

সে কথা ঐ অবধিই হইল। কফি পান শেষ হইলে তাঁহারা বিদায় লইয়া উঠিলেন, আমরা সকলেই গেট অবধি অগ্রসর হইয়া চলিলাম। তাঁহারা গেটের বাহিরে গেলে তিনি দ্রুতপদে তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিলেন—

"মিসেস রায় চৌধুরী, আপনি ভবিষ্যতে একটু জানিয়া শুনিয়া লোকের সঙ্গে কথা বলিবেন। আপনার অদ্যকার ব্যবহার অমার্জ্জনীয়।" এই কথা বলিয়া

আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি ফিরিলেন। আমি ফিরিয়া দেখি, দিদি ও মিঃ বসু প্রায় বাঙ্গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন, কি শীতল স্পর্শ! আমার সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা বাঙ্গালাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কতবার আমার ইচ্ছা হইল হাত ছাড়াইয়া সেইখানে সেই বুকে মাথা রাখিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহি, কিন্তু লজ্জা ও অভিমানে তাহা কোন মতে পারিলাম না। তাঁহার মনের ভাব কি প্রকারে বুঝিব, তবে তাঁহারও যে মনের স্থিরতা ছিল না, তাহা সেই হস্তের শীতল স্পর্শে, কম্পিত অঙ্গুলিতে বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। যখন আমরা বারান্দায় সিঁড়ির নিকট আসিলাম, তিনি সজোরে দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—

"এলা! তুমি আর কখনও মিসেস বা মিঃ রায় চৌধুরীর সহিত কথা কহিও না, উঁহারা অতি অসৎ লোক।"

আমি নীরবে মস্তক নাড়িয়া সায় দিলে তিনি আমার হাত ছাড়িয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি প্রত্যহ যেমন সন্ধ্যার সময় বেবিকে আহার দিয়া শয়ন করাইতে যাই, সে দিনও গেলাম। আমার আর ভাবনার শেষ ও সীমা নাই। নিস্পন্দে শয্যায় পড়িয়া রহিলাম, কি যে করিব কিছুই বুঝিলাম না। এই ভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, সহসা দ্বারের পর্দা সরাইয়া তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। আমার হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহ যেন দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইল, ভাবিলাম বুঝি এখনি আমার নিকটে আসিবেন, আমাদের কল্পিত দুঃখ বুঝি এখনি শেষ হইবে। কিন্তু হায়! তাহা দুরাশা মাত্র। তিনি সেই স্থান হইতে বলিলেন—

"এলা, দিদি ডাকিতেছেন, ডিনার প্রস্তুত হইয়াছে, তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন।"

আমি উঠিয়া বসিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন—

তুমি তবে এখনি আসিতেছ, যাই দিদিকে বলি। এই বলিয়া কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

ডিনার শেষ হইবার পর আমরা সকলে মিলিয়া ড্রইং রুমে আসিলাম। দিদি আমায় বাজাইতে বলিলেন, সে উপায় মন্দ নহে। সম্মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টির তলে বসিয়া থাকার অপেক্ষা ইহা নিরাপদ। আমি পিয়ানোতে সেই পুরাতন গীতটিই বাজাইলাম, যে গানটি শুনিলে উনি হর্ষ-চঞ্চল হইয়া কত প্রশংসা করিতেন, সেই পুরাতন দিন স্মরণ পথে জাগাইয়া সেই চির প্রিয় পুরাতন গীতটী গাহিয়া বাজাইলাম—

"What love is, if thou would be taught,
Thy heart must teach alone,

Two souls with but a single thought,
Two hearts that beat as one.
And whence comes love! Like morning's light
It comes without thy call,
And how dies love? A spirit bright,
Love never dies at all."

এই গানটি শেষ করিয়া আমি উঠিলাম, শ্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে মিলিত হইল, তাহাতে প্রেম-আকুলতা সুস্পষ্ট রূপে প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি আপন শয়ন কক্ষে চলিয়া গেলাম।

তাহার পর দিন প্রভাতে সকলকার সম্মুখে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকলকার সম্মুখে এমন স্বাভাবিক হাস্য-প্রফুল্ল ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে যদি কেহ অপরিচিত লোক আসিত, তাহারা কখনও আমাদের মনান্তরের কথা বুঝিতে পারিত না। দিদি কোন নূতন উপায় করিতে পারিলেন না, বা সাহস করিয়া কোন কথা বলিলেন না। আর কিইবা বলিবেন? মিঃ বসুর তাহার পর দিন চলিয়া যাইবার কথা, তিনিও এই সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দিদি তখন একান্ত জিদ করিয়া কহিলেন—

"তা কি করে হবে সুকো, আমি এই রবিবারে এবার বেবির নামকরণ ঠিক করেছি, তোমার যাওয়া এখন হবে না। একেবারে নামকরণ হ'য়ে গেলে ওদের নিয়ে যেও।"

এখন আমি কোথায় নিয়ে যাব? প্র্যাক্‌টিস কোথায় কর্ব্ব ঠিক্ হয় নাই। তুমি ত বেশ মজার কথা বল্‌ছ। তুমি বুঝি আর রাখতে পার্ব্বে না?

অপ্রতিভ হইয়া দিদি বলিলেন—"বেশ উল্টা চাপ দিচ্ছো যাহোক, আমি কি তাই ভেবে বলছি? যাইহোক সে সব পরে ঠিক্ হবে, এই রবিবার অবধি তোমায় আমার অনুরোধে এখানে থাকতেই হবে। আমি এবার পিসিমাকে ও তাঁর মেয়ে লীলাকে নিমন্ত্রণ পত্র পর্য্যন্ত পাঠিয়েছি। তোমার কোন বন্ধু থাকে ত আসতে লেখো। সুরেশ মজুমদারকে লিখলে হয় না?"

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আচ্ছা তা দেখা যাবে। তোমার কথাই রইল, রবিবারটা অবধি থাকা যাবে।"

দিদি মিঃ বসুকে বলিলেন—"তুমি কেমন ব্যারিষ্টার যে, একটাও মকদ্দমায় আমার জিত হয় না? তুমি সুকোকে বুঝিয়ে বল। আর এক কথা যে ছোট বাঙ্গালা, এতে ত সব লোক ধরবে না। একটা টেণ্ট (তাঁবু) আনিয়ে এই সামনের মাঠে ঠিক করে দাও, তাহাতে সকলে বেশ থাকিতে পারিবে, আমোদও খুব হবে।"

মিঃ বসুকে পূর্ব্ব হইতেই কল টেপা ছিল, তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"যো হুকুম মহারাণী।"

তখন সকলের মুখে এক কথা, বেবির কি নাম হইবে। দিদি বলিলেন "সে ভার

আমার উপর, তা সেই দিন বলিব।” সে দিন সকালে শুধু ফর্দ্দ করিতে ও ফর্দ্দাস করিতে কাটিয়া গেল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে আমাদের বনভোজনে (Picnic) যাওয়া স্থির হইল। আমরা সেই প্রাচীন আশ্রমের বনে যাইব। সারাদিন যাইবার উদ্যোগ, ছেলে মেয়েদের হর্ষ-ধ্বনিতে, আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে করিতে যাত্রার সময় হইল। আমরা সকলেই চলিলাম। দিদি সঙ্গে ষ্টোভ লইলেন, কারণ সেই স্থানে জল গরম করিয়া স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিলে খুব আমোদ হইবে। আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলাম। চাকরেরা দুখান সতরঞ্চ আনিয়াছিল, তাহা বিছান হইল। ছেলে মেয়েরা যে যেখানে পাইল বসিয়া পড়িল ও সকলে লোলুপ দৃষ্টিতে কমলা লেবুর প্রতি চাহিয়া থাকায় একটি করিয়া লেবু পাইয়া ভক্ষণে মনোনিবেশ করিল। দিদি ষ্টোভে জল গরম করিতে আরম্ভ করিলেন, টিফিন বাসকেট হইতে সকল দ্রব্য বাহির করিয়া সকলকার আহারের জোগাড় করিতে লাগিলেন। রুটি, মাখন জেলি, কেক, বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি নানা দ্রব্য বালক বালিকাদিগের চক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা শতগুণে মনোরম হইয়া উঠিল। তাহারা যে যাহার ইচ্ছা, তাহা লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ধমক খাইতে লাগিল। চা পান শেষ হইলে সকলে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তিনি একাকী গভীর অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন দেখিয়া দিদি সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন—

“এলা! সুকোকে ও ধারে যেতে মানা কর। আর কিছুর ভয় না থাক এ সন্ধ্যা বেলা সাপের ভয়ও ত আছে।” আমি ছুটিয়া তাঁহার কাছে গেলাম, কিন্তু কাছে গিয়া আর বাক্য সরিল না। তিনি পদশব্দে ফিরিয়া চাহিলেন, সে দৃষ্টিতে শুধু যাতনার অব্যক্ত লেখা অঙ্কিত ছিল। তিনি মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—

“কি হয়েছে?”

কিছু না, দিদি তোমাকে ও বনের ভিতর যেতে মানা করছেন।

দিদি মানা করতেছেন, তাহাতে তোমার কি?

আমার মানা শুনিবে কি?

তোমার কোন কথা শুনি নাই?

আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল লুকাইবার জন্য আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

“চল, আর যাইব না, তা হ'লেই ত হবে?”

আমার সে সময়ে মনের ভাব যাহা হইতেছিল, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? তিনি অগ্রসর হইবার পর আমি ধীরে ধীরে পশ্চাদনুসরণ করিলাম। এই প্রকারে সে দিনের বনের আমোদ মিটাইয়া গৃহে ফিরিলাম।

(ক্রমশঃ)।

ইলিয়ড।

(৪২৮-২৯ সংখ্যা—১৯৩ পৃষ্ঠার পর)।

প্রথম সর্গ।

এতেক কহিয়া যবে গম্ভীর স্বননে
নীরবিলা শূরশ্রেষ্ঠ ; বীর পেট্রোক্লিস
অর্পিলা দোঁহার করে ব্রিসিসারে আনি,
সঁপিতে রাজেন্দ্রে লয়ে সুন্দরীরে ত্বরা।
ফিরিলা দূতেন্দ্রদ্বয়, চলিলা রমণী
অনিচ্ছায় দোঁহা সাথে যথা রাজেশ্বর।
বিদায়ি বামারে ক্ষোভে রথীন্দ্র তখন
অবিলম্বে প্রিয় যত সঙ্গিদলে ছাড়ি,
একাকী সৈকত কূলে বসি সবিষাদে
সজল নয়ন স্থির স্থাপি সিন্ধুপরে
কহিলেন এইরূপে গভীর আক্ষেপে
স্নেহময়ী মাতৃদেবী থেটিস উদ্দেশে :—
"হে মাতঃ স্বল্পায়ু * জানি ভাগ্যলিপি মোর,
সর্ব্ব দেবগণ আর দেবেন্দ্র যোভের
অন্ততঃ উচিত ছিল করিতে আমারে
শূরত্ব গৌরবে পূজা, যে কদিন বাঁচি,
তা হ'লে আক্ষেপ মোর থাকিত না কিছু।
কিন্তু তাঁরা এবে বিমুখ আমার প্রতি।
দেখ আজি হায়! ক্রূরমতি আট্রিযাস
ভীষণ সাহসে ঘোর হতমান মোরে
করিল দুর্গতি। গৌরবের পুরস্কার—
বন্দিনীরে মোর অন্যায় বিচারে অতি
কাড়ি নিয়ে রাখে এবে বলে অধিকারি।"

এতেক কহিলা যবে কাঁদি ক্ষুব্ধ মনে
বীরবর, নির্ঘোষিত যথা সিন্ধুতলে
জলধি জনক-পাশে থেটিস সুন্দরী
আছিল বসিয়া, তথা পশিল সে ধ্বনি।
পুত্রের কাতর বাণী শুনিয়া শ্রবণে
ঘন শুভ্র ফেনময় জল-তল হতে
উঠিলা সত্বর দেবী, যথা কুজ্ঝটিকা
দ্রুত ধূমপুঞ্জাকারে উঠয়ে নিমেষে।
রোদন-আকুল হায়! পুত্রের সমীপে
বসি ধীরে ধীরে তারে ডাকি নাম ধরি
সুধিলা সাদরে দেবী সুমধুর স্বরে—
"এ রূপে কি হেতু বৎস! করিছ রোদন,
কেন বিষাদিত মোরে কহ বীরমণি?
কেন এ দারুণ তাপ কহ বিবরিয়া।"
হেরিয়া দেবীরে বলী অভিমানে স্ফীত
উত্তরিলা সবিলাপে "হায়! কেন মাতঃ
পুছিছ সে কথা আর, যাহা সবিশেষ
আছ তুমি অবগত দেবগণ সহ।
তথাপি শুনিতে পুনঃ সাধ যদি তব,
শুন সব সবিস্তর নিবেদি তোমারে।
পবিত্র নগরী থিবে পশি মোরা সবে
লণ্ড ভণ্ড করি তার ধন রত্ন যত
লুঠিয়া আনিনু যবে, গ্রীকগণ মিলি
সে সব ঐশ্বর্য্য রাশি যথাযোগ্য মতে
ন্যায্য অংশে সর্ব্বজনে দিলেক বাঁটিয়া।
এরূপে লভিলা তবে নৃপ আট্রিডিস
ন্যায্য অংশ রূপে তার ক্রুসিসা বালারে।
আপোলো দেবের সদা অতি প্রিয়তর

* আকিলিসের জন্মকালে দেববাণী হয় যে, তিনি দেবানুগ্রহে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে মহাবীর বলিয়া যশোলাভ করিবেন ; কিন্তু প্রথম যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে।

আচার্য্য ক্রনিস ইথে কৃতাঞ্জলিপুটে
কাতরে যাচিলা আসি বহু ধন দানে
বন্দিনী কন্যার তার দাসত্ব-মোচন।
অবিলম্বে যাজকেরে তুষিতে যতনে
কহিলা সম্মতি দান গ্রীকগণ সবে
যথোচিত সমাদরে করিতে মোচন
বন্দিনী কন্যার তার দাসত্ব শৃঙ্খল।
আট্রিডিস অতি রোষে শুনি এ প্রস্তাব
ঘোর অপমানে উপেক্ষি সবার বাণী
পূজ্য সে আচার্য্যবরে দিলা দূর করি।"

লজ্জাবতী বসু।

ফুল।

ফুল, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। এত সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই দেখিতে পাই না। ঈশ্বর তোমাকে কোমলতার ও পবিত্রতার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার হৃদয়-মণির কান্তি আমি তোমাতে দেখিতে পাই, তাই তোমার দিকে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকি। তোমার রূপে আমায় মোহিত করিয়াছে। আমার আরাধ্য দেবতার কণামাত্র রূপ তোমাতে আছে কি না সন্দেহ, এতেই তুমি এত সুন্দর; না জানি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার কত রূপ। ফুল, তুমি কেমন নীরবে ফুটিয়া বিশ্বস্রষ্টার কাজ করিয়া যাইতেছ, তোমার মত হইতে আমার ইচ্ছা যাইতেছে। আমার বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে তোমার মত ফুটাইয়া তাঁহার কাজ করিয়া মরিতে ইচ্ছা যাইতেছে। ফুল, তুমি আমাকে শেখাও যে, কি করিলে তোমার মত জীবন পাই। তোমাকে আমি বালিকা কাল হইতেই ভালবাসি। যখন তুমি আমার শৈশবের সঙ্গিনী ছিলে, তখন তোমাকে নিয়া কত খেলাই খেলিয়াছি। একটি ফুল লইয়া তরঙ্গিণীর বক্ষে ফেলিয়া দিতাম, আর ফুলটিকে বীচিমালা নাচাইতে নাচাইতে লইয়া যাইত; আর আমার মনে এই প্রশ্ন হইত যে, ইহারা কাহার উদ্দেশে কোথায় যাইতেছে। এখনও সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হইতেছে। অনল, অনিল, গিরি, নদী, বন বক্ষে লইয়া কাহার উদ্দেশে পৃথিবী ধাবিত হইতেছে? আমাদের আত্মা প্রেম ভক্তি উপহার লইয়া কাহার চরণ উদ্দেশে যাইতেছে, ফুল! তুমি কি তাহা ব'লে দিতে পার? তুমি ছেলে বেলায় আমার সঙ্গিনী ছিলে, এখন আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়েছ। আমাকে তোমার মত হইতে শেখাও। ফুল, তুমি কি ব'লে দিতে পার আমার হৃদয়মণি কোথায় লুকাইয়া আছেন? যখন দেখি প্রভাতের সূর্য্য অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে, তখন আমি ছুটিয়া যাই, বুঝি সূর্য্য আমার হৃদয়মণিকে

চুরি করিয়া রাখিয়াছে তাই বুঝি এত সুন্দর হয়েছে। সূর্য্য আমার দিকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

এমনি করে যার কাছে যাই, সেই আমায় বলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখাইতে পারে? তিনি আমাদের সকলের মূলে থাকিয়া আমাদের প্রকাশ করিতেছেন। ফুল, তুমি কি ব'লে দিতে পার আমার হৃদয়েশ্বর কোথায় আছেন? কই তুমি আমায় কিছু না বলে কেবল মুখ টিপে হাসিতেছ। হায়, আমি পাগলিনী, আমার হৃদয়মণি আমায় পাগল ক'রে কোথায় লুকাইয়াছেন, তাই খুঁজিতে আসিয়াছি। দেখি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করতে পারি কি না। চিরজীবন খুঁজিব, দেখি মৃত্যুকালেও পাই কি না।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ব্রত কথা।

লক্ষ্মীর কথা।

বৎসরে চারি বার লক্ষ্মী পূজা হয়। এই চারি পূজার সপ্তদশ (১৭) বিভিন্ন উপাখ্যান আছে। তন্মধ্যে অদ্য একটী উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে:—

এক ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে পুকুরে মুখ ধুইতে গিয়াছে। লক্ষ্মী পাঁচ বৎসরের মেয়ে হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "বাবা, তোমার ঘরে যাব, নিয়ে চল।" ব্রাহ্মণ বলিল, "আমার ঘরে চারিটী মেয়ে আছে, তাহাদের খাবার জুটাইতে পারি না, তোমাকে নিয়ে গেলে ব্রাহ্মণী আমাকে ঝাঁটা মারিবে।" মেয়ে কিছুতেই ছাড়িল না, অগত্যা ব্রাহ্মণ তাহাকে নিয়ে তাহার শোবার ঘরে শোয়াইয়া রাখিল। ব্রাহ্মণী ঘরে গিয়ে দেখে যে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা শুইয়া আছে। তখন ব্রাহ্মণী রেগে ব্রাহ্মণকে গালি দিতে লাগিল আর বলিল যে, "চটা মেয়েকে আহার দিতে পারে না, আবার কোথা থেকে আর একটা জুটাইয়া আনিয়াছে। ইহাকে লালন পালন করবে কে?" ব্রাহ্মণ বলিল, "এই মেয়েকে তোমার কিছুই করিতে হইবে না, আমিই ইহাকে মানুষ করিব।"

মেয়েটী ব্রাহ্মণের বিছানায় শুইয়া আছে। অনেক রাত্রে বলছে, "বাবা, আমি বাহ্যে যাব।" ব্রাহ্মণ বলিল—"ঘরের এক কোণে বাহ্যে করগে।" কিছুক্ষণ পরে মেয়ে বলছে—"বাবা, আমি বমি কোর্ব।" এরূপ দু'বার বাহ্যে এবং দু'বার বমি করিল। ব্রাহ্মণী এই সব দেখে মনে মনে ভাবলো যে, সকালে উঠে ব্রাহ্মণকে

আগে ঝাঁটা মেরে পরে অন্ত কাজ কর্‌বো।

প্রাতঃকালে উঠে ব্রাহ্মণ মুখ ধুতে গেল এবং ভাবিতে লাগিল যে, মুখ ধুইয়া মেয়েটির কাছে, বমি পরিষ্কার করিয়া, তৈল মাখাইয়া তাহাকে স্নান করাইব। ব্রাহ্মণ মুখ ধুইয়া এল, ব্রাহ্মণী তাহাকে ঝাঁটা মারিবার জন্য ঝাঁটা তুলিল এবং গালি দিতে লাগিল যে, মেয়ের কাছে বমি তোমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে। তৎপরে ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়ে দেখে যে, মেয়েটী নাই এবং কাছে বমির পরিবর্ত্তে ঘরের কোণে হীরা, মুক্তা, সোণা, রূপা স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ডেকে বল্লে—"এই দ্যাখ্, এ সব কি? তুই মেয়ে দেখে রাগ করে গালাগালি দিয়াছিলি এবং ঝাঁটা মারিতে উঠিয়াছিলি, তাই তোর ভয়ে মেয়ে পলাইয়া গেল। সে কি সামান্য মেয়ে, স্বয়ং লক্ষ্মী। তোর জ্বালায় থাক্‌তে না পেরে চলে গেলেন।" পরে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কুলো, কাঠা, কড়ি সব এনে লক্ষ্মীর পূজা ক'রে লক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে,—লক্ষ্মীর দৃষ্টি হ'ল। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের অতুল ধন সম্পত্তি হ'ল।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। সময় সময় পাঠকগণের সমক্ষে মেয়েলি সাহিত্য ও আরও বারব্রত লইয়া উপস্থিত হইবার বাসনা থাকিল। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সঙ্ঘামিত্রা। *

প্রথম দৃশ্য।

স্থান উদ্যান—সঙ্ঘামিত্রা।

সঙ্ঘা। কি সুন্দর মনোহর শ্যামল কানন!
সারি সারি তরু কুল,
ডালে ডালে ফুটে ফুল,
নিবিড় নিকুঞ্জ—স্বর্ণলতার বিতান,
বিহঙ্গ সুস্বরে আহা কেড়ে লয় প্রাণ।
চারিদিকে নির্জ্জনতা কি সুরম্য ঠাঁই,
মানুষের কোলাহল,
সংসারের হলাহল,
এ পবিত্র উপবনে কিছুই ত নাই।
কেবল স্বর্গের শোভা যে দিকে তাকাই।
বড় সাধ যায় মনে এ রম্য উদ্যানে
ত্যজিয়া সংসার কারা
হইয়া আপনা-হারা
নিষ্কলঙ্ক নিরবদ্য নির্ম্মল প্রাণে,
প্রতিদিন শান্ত ভাবে বসি যোগ-ধ্যানে।
হায় হায়! আমার কি মিটিবে সে আশা?
জননীর কি যে ভুল,
তিনি মোর প্রতিকূল,
তিনি চান শত সখী সঙ্গে করি বাস,
করি সদা নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস,

* ভারত-সম্রাট্ অশোকের কন্যা সঙ্ঘামিত্রা সন্ন্যাসিনী হইয়া এক সন্ন্যাসিনী-দল সংগঠন পূর্ব্বক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ইঁহার বিবরণ বা, বো, ৩৫২ সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

এখনো হৃদয়ে আহা কত আশা তাঁর—
রাণী হয়ে হর্ষ-ভরে,
রাজ্য ভার লব করে,
হইবে উন্মত্ত মন সংসারে আমার।
বৃথা আশা জননীর, তাকি হয় আর!
যাই অই তরু-তলে, তিমিত লোচনে
একটুকু করি ধ্যান,
গলুক কঠিন প্রাণ,
জ্ঞানের কুসুম ফুটে উঠুক এ মনে।
(একি!) সখীরা যে গান গেয়ে আসে কুঞ্জবনে

(গান করিতে করিতে সখীদের প্রবেশ
এবং এক পাশে দণ্ডায়মান।)

গান।

আজ এনেছি সোণার থালা।
তুল্ব কুসুম মনের মত,
গাঁথব মোহন ফুলের মালা।
হেসে সখি পর্‌বে গলে।
আমরা হাসি খেলার ছলে
বল্‌ব তারে কত কথা,
নিবে যাবে মনের জ্বালা।

১মা। ওগো দেখলো চেয়ে
দেখ্‌লো চেয়ে অই,
না জানি কি মনের দুখে
তরুতলে মলিন মুখে
চুপ্‌টি করে একলা মোদের
দাঁড়িয়ে আছে সই;
ওলো, দেখ্‌লো চেয়ে দেখ্‌লো চেয়ে অই।

২য়া। ওমা তাইত বটে, তাইত দেখ্‌তে পাই
সই আমাদের কুঞ্জবনে,
চেয়ে আছে শূন্যমনে,
মধুমাখা মুখখানিতে হাসিটি আর নাই;
আজ কি আবার নূতন কথা মনে জাগ্‌ল
ভাই?

১মা। বল্‌ব আমি কেমন করে
সইয়ে মোদের কে করেছে খুন?
সুখেতে আর নাইক মন,
তুচ্ছ করে রাজ্য ধন
যত লোকের দুঃখ জ্বালা
ভেবে হচ্ছে খুন।
বলব আমি কেমন করে
সইয়ে মোদের কে করেছে খুন?

২য়া। ছি, ছি, ছি লাজের কথা,
শুনলে হাসি পায়,
মান অপমান সকল ভুলে,
কালি দিয়ে আপন কুলে
রাজার মেয়ে সন্ন্যাসিনী—
বনে যেতে চায়;
ছি, ছি, ছি, লাজের কথা
শুন্‌লে হাসি পায়।

১মা। রাণী মা'র কি দুঃখ আহা,
ভাব্‌লে যে গো চক্ষে আসে জল
আপন মেয়ের মন ফিরাতে
কত চেষ্টা দিনে রেতে,
কত রকম ভক্তি সক্তি কত রকম ছল।
রাণী মা'র কি দুঃখ আহা,
ভাব্‌লে যে গো চক্ষে আসে জল!

২য়া। চলো এখন সখীর কাছে চল্,
গান করি আজ মনের মত,
যাক চলে তার ভাবনা যত,
মলিন মুখে মধুর হাসি ফুটুক নিরমল;
চলো এখন সখীর কাছে চল।

(সত্যামিত্রার নিকটে গিয়া গান)।

চারু বদনে সখি হাস হাস।
রেখ না মরমে আর
লুকায়ে বিষাদভার,
চেয়ে দেখ আজি কিবা
সুখ-যামিনী, সখি হাস হাস।
কাননে হাসিছে ফুল
গাহিছে বিহগকুল
তোমারি নয়নে কেন
অশ্রু-সলিল, সখি হাস হাস।

১মা। বলি এই কি তোমার সখীর মতন
কাজ?
আমাদের না বলে কয়ে,
আপন ভাবে ভোলা হয়ে,
ফুল-বাগানে এলে তুমি একলা চলে আজ।
এই কি তোমার সখীর মতন কাজ?

সত্যা। কে জানে কেমন অধীর এ মন,
কিছু ভাল নাহি লাগে,
তোমাদের রেখে তাই গৃহ থেকে
চলিয়া এসেছি আগে।

(ক্রমশঃ)।

সত্য-শতকম্।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরং বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
মৃদু প্রিয় হিত সত্য বল সর্ব্বক্ষণ,
আত্ম-শ্লাঘা পরনিন্দা করহ বর্জ্জন। ২১

সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বা স্যান্নবা সমম্॥
সর্ব্ব বেদ পাঠ আর সর্ব্ব তীর্থে স্নান,
হয় কি না হয় সত্য-বচন সমান। ২২

কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং দানং হস্তস্য ভূষণম্।
কণ্ঠস্য ভূষণং সত্যং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥
কর্ণে শাস্ত্র, হস্তে দান, কণ্ঠে সত্য যার,
কিবা প্রয়োজন অন্য ভূষণে তাহার? ২৩

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধম্।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণম্॥
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডম্।
প্রাণান্তেহপি বচনবিকৃতির্জ্জায়তে নোত্তমানাম্॥
ঘর্ষণেও চারু গন্ধ না ছাড়ে চন্দন,
পুড়িলেও কান্তি তার না ছাড়ে কাঞ্চন,
খণ্ড খণ্ড ইক্ষু দণ্ড স্বাদ না হারায়,
প্রাণান্তেও সাধু বাক্য বিকৃতি না পায়। ২৪

সত্যং হিতং বিনা বাণী নির্ম্মলাপি ন শোভতে।
সুন্দরী রূপসম্পন্না দরিদ্রস্য গৃহে যথা॥
সত্য হিত বিনা বাক্য যদিও নির্ম্মল,
তবু নাহি শোভা ধরে,
যথা দরিদ্রের ঘরে
শোভিয়া না শোভে নারী রূপে ঢল ঢল। ২৫

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥
সর্ব্বদা সত্যের জয় অসত্যের নয়,
সত্য তপস্যায় ব্রহ্মলাভ সুনিশ্চয়;
সত্য সেবি ঋষিগণ হয়ে তৃপ্তকাম,
সত্যের পরমাধার লভে ব্রহ্মধাম। ২৬

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্॥
ন তৃষ্ণয়া পরো ব্যাধির্ন্ন চ ধর্ম্মঃ সত্যসমো নচ॥

শান্তিসম তপ নাই, তুষ্টি সুখসম,
তৃষ্ণা সম ব্যাধি নাই, ধর্ম্ম সত্যোপম।২৭
ন ভূষয়ত্যলঙ্কারো ন রাজ্যং নচ পৌরুষম্।
ন বিদ্যা ন ধনং তাদৃগ্ যাদৃক্ সুনৃতভূষণম্॥
রাজ্য অলঙ্কার বিদ্যা পৌরুষে বা ধনে,
শোভে না সেরূপ যথা সত্য বিভূষণে ২৮
অলঙ্কারোহি নারীণাং সত্যস্ত পুরুষস্য বা।
সুকৃতং তচ্চ বৈ সত্যং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ॥
নর নারী উভয়ের সত্যই ভূষণ,
সুখের কারণ সত্য ত্রিদিবের ধন।২৯
তেজস্বিনঃ সুখমসূনপি সন্ত্যজন্তি।
সত্যব্রতব্যসনিনো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম॥
তেজস্বী ত্যজিবে সুখ ত্যজিবে জীবন,
ত্যজিবে না কভু তবু প্রতিজ্ঞা আপন।৩০

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আগামী ১৯এ মার্চ্চ গড়ের মাঠে লর্ড কুর্জ্জন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। বেথুন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাময়িক ব্যবস্থা করিয়াছেন—শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বি এ কলেজের অধ্যক্ষ এবং শ্রীমতী সুরবালা ঘোষ বি এ লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিবেন।

৩। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি জয়নগর উত্তর-পাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ২৪ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

৪। ভারতের সুসন্তান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভারতে আসিয়াছেন।

৫। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা কমিশনের স্থায়ী সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া অন্যান্য সভ্যের সহিত দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন।

৬। এডিনবরার রয়াল (মেডিকাল) কলেজের শেষ পরীক্ষায় কাইখুরস্রু দাদা-ভাই নামক পারসী যুবক সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

৭। বঙ্গদেশ হইতে কুচবিহারের মহারাজা ও মহারাজ-কুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক ৭ম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ইংলণ্ডে যাইবেন। মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশধর প্রিন্স ওয়াসিফ কোয়াডর আজাফ আলী মির্জা বাহাদুর অভিষেকক্ষেত্রে বঙ্গদেশের অন্যতর প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবেন। ভারত হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

৮। আগামী ২৬শে জুন রাজ্যাভিষেক-দিন হইতে নূতন রাজা এডওয়ার্ডের প্রতিকৃতি ডাক টিকিটে মুদ্রিত হইবে।

৯। সেন্সস গণনার শেষ ফল বাহির হইয়াছে। ভারত সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ২৯,৪২,৬৬,৭০১; ভারতের এই ৩০ কোটি সন্তান মিলিত হইলে কোন্ দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে না পারে?

১০। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা কমিসনের সভ্য নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাবু সারদাচরণ মিত্র এম এ বি এল তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের বিচারকের কার্য্য করিতেছেন।

১১। এ বৎসর স্কটলণ্ডে এত শীত হইয়াছে যে, লেভেন হ্রদ এবং ফোর্থ নদীর কিয়দংশের জল জমিয়া বরফ হইয়াছে।

১২। চিনের সাম্রাজ্ঞী জাতীয় সংস্কারের জন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, (১) মাঞ্চুদের সহিত চিনদের বিবাহ হইবে, (২) স্ত্রীলোকের পদবন্ধন হইবে না; (৩) সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ লোকেরা বিদেশে গিয়া শিক্ষিত হইবেন।

১৩। বড়লাট কুর্জ্জনের আদেশ—রেলওয়ের তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে পাইখানার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১৪। শ্রীমতী বিদ্যাগাবড়ী রমণবাই নীলকণ্ঠ নাম্নী এক গুজরাটী রমণী ৫ সন্তানের মাতা হইয়াও এ বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আরও একটী হিন্দু রমণী এবং কয়েকটী পারসী ললনাও বি এ পাস করিয়াছেন।

১৫। সাহিত্য পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সার্কুলর রোডে সাত কাঠা জমী দান করিয়াছেন। ইহার গৃহনির্ম্মাণার্থ প্রায় ১০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

১৬। কালাবোবা স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ২০০০, সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রত্যেকে ১৫০০, ত্রিপুরার মহারাজা ১০০০ এবং আরও অনেক মহাত্মা দান করিয়াছেন। গৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডের জন্য এখনও ৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

দেবীযুদ্ধ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১।০, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে প্রকাশিত।

পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে ভাবাবেগে শরীর কণ্টকিত ও হৃদয় উচ্ছলিত হয়। গ্রন্থকার মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা একাধারে কবিত্ব, ভক্তি, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ। আশা করি, ইহা বঙ্গের সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থায়ী বৈভবরূপে রক্ষিত ও আদৃত হইবে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এই পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িলে তাঁহাদের সময়, অর্থব্যয় ও পাঠশ্রম সার্থক হইবে।

বামারচনা।

হায় হায় হায়!!!

গিয়েছে গিয়েছে * মম হৃদয়ের মণি
হায় হায় হায়!
একমাত্র পুত্রধন,
রূপে যেন ষড়ানন,
মাসেকে দুখানি বই করে সমাপন;
কি পাপে সে ছেলে বিধি করিলে হরণ? ১
বিধির কি বিধি, তাহা বুঝা নাহি যায়—
মুকুলে প্রবেশে পোকা,
এ সংসার ফাঁকি ধোঁকা,
মানব-জীবন ঠিক্ জল-বিম্ব প্রায়,
দেখিতে দেখিতে লয়, হায় হায় হায়। ২
অলৌকিক ধন কি সে থাকিবে হেথায়?
পরে এসে আগে যায়,
এই দুঃখে মরি হায়,
এ পাপ জীবন মম এখনো না যায়!
পঞ্চ বৎসরের শিশু দিলাম বিদায়। ৩
পুত্র-হীনা অবলার জীবন না যায়,
দেহে যেন নাই প্রাণ,
এ সংসার শূন্য জ্ঞান,
নয়নের অশ্রুজলে বুক ভেসে যায়,
তবু এ কঠিন প্রাণ নাহি বাহিরায়। ৪
আছে সেই রবি শশী গ্রহ তারাগণ
দামিনী মেদিনী,
আছে সেই ফল মূল,
ডাকে সে বিহঙ্গকুল,
যেমন তেমন আছে আকাশ ভুবন,
হায় হায়! কেন নাই সুমতি নন্দন? ৫
শঙ্খ চক্র চিহ্ন তার ছিল স্থানে স্থানে,
হৃদয়ে বদনে।
যে দেখিত একবার,
ভুলিতে নারিত আর,
চিকিৎসা করেছে যত ডাক্তার সার্জ্জন,
তারাও ভুলেছে, ঝরে তাদের নয়ন। ৬
পঞ্চ বৎসরের শিশু কত আসে যায়,
কে বল এমন?
কাহার মরণ তরে,
এত নয়নাশ্রু ঝরে,
আত্মীয় স্বজন ছাড়া কাঁদে কয় জন?
সুমতির তরে কাঁদে সর্ব্বসাধারণ। ৭
শ্লোক ছাড়া কথা তোর ছিল না বদনে
—শিখিলি কোথায়?
কবে ভাল হবে দেহ,
জিজ্ঞাসা করিলে কেহ,
বলিতিস্ "লোকে পারে বলিতে কখন?
মানুষের চিকিৎসার নাই প্রয়োজন।" ৮
শালগ্রাম দেখে বাছা পুরোহিত-করে
বলেছিলি ডেকে,
"স্মৃতিরত্ন মহাশয়,
(এ) আসল দেবতা হয়,
ইঁহার প্রসাদ আজি করিব ভোজন।"
অঙ্গীকার করে তাহা করিব পালন। ৯
আগেই জানিত যেন আপন মরণ
অন্তর্যামিসম,

* গত ৫ই ফাল্গুন এই সন্তান পরলোকগত হয়।

কাবুলীকে বলেছিলে,
"যে কাপড় তুমি দিলে,
ছ'মাসের পরে লইও আবার।"
ঠিক'রে ছ'মাস পরে ত্যজিলে সংসার।১০
এইরূপ কত কথা বলে কত জনে
ভুলায়েছ হায়,
কবিরাজ "জুস্" দিলে,
তুমি কত নিষেধিলে,
তার পর পীড়া তব হইল দ্বিগুণ,
কেমনে ভুলিব বাছা তোর এত গুণ ?১১
ভাগ্যহীনা বটি মোরা নরকের কীট
পাপময় প্রাণ,
কেন আমাদের ঘরে,
হেন রত্ন দিলে হরে !
কৌস্তুভ কি থাকে কভু ভেকের হৃদয়ে ?
জানি পারিজাত হেথা যায় শুষ্ক হয়ে।১২
পারিনা থাকিতে স্থির হায় হায় হায়,
প্রাণ যায় যায়,
নমি বিভু তব পায়,
যত্ন করে রেখ তায়,
দর্শন করাও মোরে লইয়া তথায়,
বাঁচি না বাঁচি না আর, হায় হায় হায়।১৩

শ্রীনি——চৌধুরাণী।

তুমি—আদর্শ।

কোথায় ভাসিয়া যাই—সাগর-মাঝারে,
পথ কোথা নাহি হেরি—ঘন অন্ধকারে।
তোমার পবিত্র জ্যোতি, আদর্শ হৃদয়
আমার পরাণে যদি লক্ষ্য রূপে রয়,
তবেই হেরিব পথ, অকূল সাগরে,
তোমারি মধুর স্মৃতি পূজিব অন্তরে।
তুমি ত মানব নও, দেবতা আমার,
তোমার নির্ম্মল প্রাণ—শান্তির আগার।
সমুখে তোমারি দৃষ্টি—রয়েছে জাগিয়া
ধ্রুবতারা সম আমি সে দিকে চাহিয়া
চলিতেছি সুদুস্তর পথে কোন্ দেশে,
কোন্ আকর্ষণ ডোরে চলিয়াছি ভেসে।
ভীত যবে হেরিয়া এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ
তোমারি প্রশান্ত দৃষ্টি দেখাইছে পথ
এ ঘোর আঁধারে ; হবে শান্ত প্রাণ—
মাঝে মাঝে শুনি তব উন্মাদক গান।
স্বপন আবেশে কভু শ্রান্ত নয়নে,
চেয়ে থাকি অনিমেষে দেবমূর্ত্তি পানে।
এমনি করিয়া হেরি পথ, লক্ষ্যহীন।
আজি এই জীবনের মধ্যাহ্নসময়ে ?
তোমারি মূরতি খানি জাগিছে হৃদয়ে।
যতটুকু সুখ, শান্তি পেয়েছি জীবনে
তোমারি কারণে দেব ! রয় যেন মনে ;
হয় ত বা কোন দিন পথশ্রান্ত জনে,
অতি ধীরে জাগাইবে তোমারি স্মরণে।
জীবনের প্রভাতের হেন মধু স্মৃতি
নিতি নিতি প্রাণ পুরে আনিবেক প্রীতি।

শ্রীসুকুমারী দাস।

সীতা।

অশোক কাননমাঝে জনক-নন্দিনী
মূর্ত্তিমতী পুণ্যময়ী পতি-বিরহিণী।
মথি হৃদি পূর্ব্ব-স্মৃতি উঠে অনিবার;
রাম বিনা কিবা আছে? কি সুখ সীতার?
অতীত সকল কথা করেন স্মরণ,
সর্ব্বসুখময় সেই রামের চরণ।
যদিও মলিন অঙ্গ, মলিন ভূষণ,
সতীর পুণ্যের তেজে আলোকিত বন।
পাপরূপী দশানন কত শত বার
পরাজিত সতী-তেজে ফিরিল আগার।
চেড়ীগণ চারিদিকে করিয়া বেষ্টন
কতবার কত মতে করিছে শাসন;
লুব্ধ করিবারে চাহে নানা প্রলোভনে;
দেবীর মাহাত্ম্য তারা বুঝিবে কেমনে?

পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি যাঁর প্রাণ,
আনন্দ আরাম রাম দেবতা মহান্।
ত্যজিলা সকল সুখ পতিসেবা তরে,
কীর্ত্তিত যাঁহার নাম ভারতভিতরে।
সতীদের অগ্রগণ্যা বরণীয়া দেবী,
দেবতা যাঁহার স্বামী যিনি মহাদেবী,
অঙ্কিত তাঁহার নাম অক্ষরে অক্ষরে
বিরাজিত কত নর নারীর অন্তরে,
বিমল সতীত্ব প্রভা করিয়া বিস্তার,
ব্যাপিয়া ভারতভূমি মহিমা যাঁহার,
অমর কবির পরম রুচির
লেখনী-নিঃসৃত তাঁহার নাম,
প্রেমের উৎকর্ষ দম্পতী-আদর্শ,
উচ্চারিত সদা জানকী রাম।

শ্রী—মজুমদার।

দুঃখিনী।

গাহিতে নূতন গান, শুনাতে নূতন তান,
কহিতে নূতন সমাচার,
জানে না দুঃখিনী বালা, জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
তবু এল দুয়ারে তোমার।
আশ্রয়-আলয়-হীন, দুঃখে কষ্টে বিমলিন,
শুষ্ক কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, মুখ,

কি গান গাবে সে আর, কি শুনাবে সমাচার,
বিনে তার হাহাকার দুখ?
যা গায় সে, তাই দেয়, দ্বারে এল তোমাদের,
দেখো যেন না যায় ফিরিয়া,
একটু মমতা তরে, এসেছে আশার ভরে,
কুভাষে দিও না তাড়াইয়া!

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

ব্যথিতের আহ্বান।

এস, চির-তৃষিতের ধন!
নিবিড় আঁধারে, আলোকের রেখা
অমিয়ার প্রস্রবণ!
বিষন্ন প্রাণের, হরষ লহরী
জগতে অতুল ধন।১
এস, সারা জগতের সার
তোমারে ধরিয়ে, কাতর হৃদয়
ভুলুক বিষাদভার,
যাতনায় দিনে অশ্রুভরা প্রাণে
ব'স মোর প্রাণাধার।২
আমি, দীন অভাগিনী গো
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কাটাতে জীবন
রয়েছি অবনী গো।
আমার প্রাণের দারুণ বেদনা
কারে দেখাইব, হৃদয় বিদারি
নিঠুর জগৎ, নিঠুর এ জ্বালা
বহি নীরবে গুমরি গো।
জ্বালা-ভরা এই, দুঃখ-ময় প্রাণে
এস ত্বরা করি গো॥৩
আমি, তৃষিত চাতকী-পারা
চেয়ে আছি সদা ব্যাকুল প্রাণেতে
লভিতে করুণা-ধারা;
যে করুণা-ধারা, বরষি এ প্রাণে
জুড়াইবে প্রাণ, শীতল জীবনে
কাঁদিতে হবে না এমন করুণে
জগৎ বিদারি গো;—
জীবনে আমার ভীষণ আঁধার
আবরিয়া দিশি জাগিবে না আর,
হৃদয় ফাটিয়া তপত শোণিত
ববেনা'ক নিরন্তর,
দাও গো আমার হৃদয় দেবতা!
এ দাসীরে সেই বর।৪
আমি;—শুধুই তোমারি আশে
সহিতেছি এই ভীষণ যাতনা
এ জগৎ কারাবাসে।
হৃদয় ফাটিয়ে হইল শতধা
নয়নের নীরে তিতিল বসুধা,
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আশা তৃষা যত
গিয়াছে কোথায় ভেসে,
সব-হারা এই শ্মশান জীবন
আছে শুধু তোমা আশে।৫
এস পরাণের আলা মম,
পরশি তোমার সুকোমল কর
হাসুক হৃদয় পুনঃ;
ভাসুক আবার সুনীলে চাঁদিমা,
জগৎ ছড়ায়ে পড়ুক জ্যোছনা,
ঘুচুক প্রাণের সহস্র যাতনা
বৃশ্চিক-দংশন সম;
শূন্যময় মোর হৃদয় বেদীতে
এস গো দেবতা মম।৬

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

তটিনী।

তটিনি! তটের সাথে কি খেলা খেলাও ?
সদা কুলু কুলু নাদ,
এত কি মনের সাধ,
সরলা সুন্দরী বেশে জগৎ মাতাও ।১
কি ক্রীড়ায় মগ্ন তুমি নির্ম্মল-সলিলা ?
মুখে শুভ্র ফেন-সয়,
সৌন্দর্য্য অধিকতর,
কি খেলা খেলাও তুমি তরঙ্গ-কুন্তলা ।২
তব তট প্রান্তে নদী তরুলতা দল,
শ্যামল সৌন্দর্য্য ভরে,
চারিদিক্ শোভা করে,
তার নীচে নাচে গায় বিহঙ্গ সকল ।৩
তব তট-প্রান্তে নদী নিকুঞ্জ কানন,
ছায়াকুঞ্জে সুসজ্জিত,
থাকগো তুমি নিয়ত,
ছিন্ন পুষ্পদলে কর শরীর শোভন ।৪
আকাশের চন্দ্রাতপ তোমার তটিনী !
তব অঙ্গে অলঙ্কার
দেবতার উপহার,
দিবসে রবির কর—নিশিতে চাঁদিনী ।৫
লহরে লহরে খেলে অধীর সমীর,
হংসীসহ হংসযূথ,
ক্রীড়া করে অবিরত,
কখনো চপলা তুমি কখনো গভীর ।৬
কখনো তটিনী তুমি মধুর-মূরতি,
কখনো তরঙ্গ তুলে,
ফেনার চিকুর খুলে,
পলকে ধরলো নদী ভীষণ আকৃতি ।৭
কখনো তোমার জলে লহরে লহরে,
ধীরে ধীরে বায় বায়,
তরীগুলি ভেসে যায়,
কখনো তরঙ্গে তারা টলমল করে ।৮
সন্ধ্যার কনক-ছটা কিবা চমৎকার,
রাশি রাশি ভাঙা শশী,
আবেশে যেতেছে ভাসি,
তারা-প্রতিবিম্ব স্বর্ণ-মেখলা তোমায় ।৯
গোধূলির আধ ছায়া নীলাম্বরী সাড়ী,
উষার রাতুলা ধরে,
বুকে রাঙা ফুল ঝরে,
জীবের জীবন-লীলা মহিমা তোমারি।
জীবন-দায়িনি ! জীবে তুমিই বাঁচাও :
তটিনি ! তটের সাথে কি খেলা খেলাও ?১০

শ্রী[illegible]সুন্দরী দাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 447. April, 1902.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৯ বর্ষ। ৪৪৭ সংখ্যা। চৈত্র—১৩০৮। এপ্রেল—১৯০২। ৭ম কল্প। [illegible] ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—গত ১৯এ মার্চ্চ কলিকাতার গড়ের মাঠে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধাতব মূর্ত্তি মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গড়ের মাঠ অতি সুসজ্জিত ও লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মূর্ত্তি-স্থাপন কমিটীর সভাপতি চিফ জষ্টিস্ ম্যাক্লীন কমিটীর কার্য্য বিবরণ বিবৃত করিলে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন মহারাণীর গুণাবলী বর্ণনপূর্ব্বক এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। মূর্ত্তির আবরণ তিনিই উন্মোচন করিয়া দেন এবং তখনই ১০১ তোপধ্বনি হয়। সৈন্য প্রদর্শনী ও ব্যাণ্ডের বাজনা সুন্দর হইয়াছিল।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক দান—গত ১৫ই মার্চ্চ লেডী উডবরণ এই পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং ছোট লাট বক্তৃতা করেন। ছোট লাট কলেজের জন্য অধিক ভূমি লইবার এবং পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনের আশ্বাস দিয়াছেন।

মনি অর্ডারের সুব্যবস্থা—১লা এপ্রেল হইতে পাঁচ বা তাহার কম টাকার মনি-অর্ডারে দুই আনার পরিবর্ত্তে এক আনা মাত্র ব্যয় হইবে।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ—ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তি সরকারী সাহায্য পাইতেছে। বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম ও রাজপুতানার অবস্থা ক্রমেই শঙ্কাজনক হইতেছে।

রেলযাত্রীর সুবিধা—বড় লাট আদেশ করিয়াছেন যে, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর

আরোহীদিগের জন্ম পাইথানার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দিল্লী দরবার—ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে আগামী জানুয়ারী মাসে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে আবার রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে। যুবরাজ রাজপ্রতিনিধি-রূপে অধিষ্ঠান করিবেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ৮০ জন রাজা উপস্থিত হইবেন। ইতিমধ্যে আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

মৃত্যু—বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, এবং খিদিরপুরের জমিদার বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু সংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

লর্ড মেথুয়নের বিপদ—বুয় সেনাপতি ডিলায়ে গত ৭ই মার্চ্চ অনেকগুলি ইংরাজ সৈন্য হতাহত করিয়া সেনাপতি লর্ড মেথুয়েনকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। লর্ড মেথুয়নের বীরত্ব জগৎপ্রসিদ্ধ, তাঁহার পতন অতীব শোচনীয়। বুয় সেনাপতি ঔদার্য্যসহকারে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহার প্রাণ রক্ষা করুন্।

সিন্ধিয়ারাজ্যে স্ত্রী-শিক্ষা—সিন্ধিয়ার মহারাণী সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের শিক্ষার্থ গোয়ালিয়রে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এক ইংরাজ রমণীকে তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহারাণী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র ভাষায় এক সুন্দর বক্তৃতা করেন।

ভুল।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের শেষ)।

পরদিন মিঃ বসু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। এ কি দুর্ব্বিষহ যাতনা, আমার সর্ব্বস্ব রত্ন আমার নহে; তৃষ্ণায় হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, সম্মুখে শীতল বারি, পান করিবার ক্ষমতা নাই—অধিকার নাই। আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে, আর সহ্য হয় না। আমি মনে মনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলাম, তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি মান অভিমান ও স্ত্রী-সুলভ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তিনি সেই পূর্ব্বাহ্নের পরিচ্ছদেই গবাক্ষের নিকট একটি আসনে বসিয়া, টেবিলের উপর হস্ত ও মস্তক ন্যস্ত করিয়া আছেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল না, আমি ধাক্কা দিবা মাত্র খুলিয়া গেল। আমি প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চমকিত হইয়া চাহিলেন, আমায় দেখিবামাত্র তাঁহার সেই অনিদ্রা-

শুষ্ক মুখে হর্ষজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্ত, বোধ হয় আমার কল্পনা। কারণ পরক্ষণেই সে মুখ অধিকতর ম্লান ও বিবর্ণ দেখাইতে লাগিল। তিনি কিছু না বলিয়া নীরবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লজ্জায়—অভিমানে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। একে অনাহূত হইয়া, নিতান্ত নির্লজ্জের মত—চোরের মত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার উপর অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া থাকা কি কষ্টকর! তাঁহার চক্ষু শুষ্ক ও বিস্ফারিত দেখাইতেছিল, মুখে দারুণ কষ্টের পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক ভাব, তিনি অবশেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমায় কিছু বলিতে আসিয়াছ কি?"

হায়, হায়, এই দারুণ যাতনা, এক বৎসরের অদর্শনের পর এই প্রথম নির্জ্জনে দেখা। এই আমাদের প্রথম সম্ভাষণ। তিনি কি এত নিষ্ঠুর হইয়াছেন, আমি লজ্জার মাথা খাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছি, তিনি কি তবু বুঝিলেন না? আমায় কি ধূলির মত তুচ্ছ করিতেছেন? আমিও চিত্তসংযম করিতে শিখিয়াছি, শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম—

"কিছুই না, দেখিতে আসিয়াছি—"

কি দেখিতে আসিয়াছ?

তুমি কি করিতেছ, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।

আমায় দেখিতে এত সাধ?

এ কথায় কি উত্তর দিব, তবু অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বলিলাম—"তোমার কি হইয়াছে?"

কেন? কি আবার হইবে?

কিছু কি পরিবর্ত্তন হয় নাই?

পরিবর্ত্তন? ওঃ সময়ে সবি হয়, তোমার কি হয় নাই?

আমি নীরবে নতমুখে চাহিয়া রহিলাম। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—

"তোমার আর কিছু বলিবার আছে কি?"

আমি তাঁহার প্রতি চাহিলাম, হৃদয়ে যে অব্যক্ত যাতনা হইতেছিল, তাহা নয়নে প্রভাসিত হইয়াছিল কি না জানি না। তিনি আমার অতি নিকটে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত আত্ম-বিস্মৃতের মত চাহিয়া, দ্রুতপদে সে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমার চক্ষে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। আমি অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া সে গৃহ হইতে বাহিরে আপন কক্ষে চলিয়া গেলাম।

৮

এই প্রকারে আরো দুদিন কাটিয়া গেল, তাঁহার সহিত আমার আর বিশেষ কোন কথা বার্ত্তা হয় নাই। একা যদি কখনো দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কোনও কথা হইত না, অন্যের সম্মুখে তবু দু একটি কথা কহিতেন। বেবির নামকরণের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, সে জন্ত আমরা বিশেষ ব্যস্ত রহিলাম। পিসিমা ও লীলা শুক্রবার দিন

আসিলেন, অবিনাশ দাদা তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। লীলার স্বামী মিঃ দত্ত ও মিঃ বসু তাহার পরদিন আসিবেন। আমাদের বাঙ্গলার সম্মুখে এক বৃহৎ তাঁবু খাটান হইয়াছিল, আমরা নিজেদের শয়ন-কক্ষ তাহাতেই করিয়াছিলাম। অন্ত যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের জন্ত বাঙ্গালায় কক্ষ প্রস্তুত ছিল। আমি পিসিমার আসিবার পূর্ব্বে বার বার দিদিকে আমাদের কোন কথা কাহাকেও জানাইতে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম এ কথা কেহ জানিলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব। দিদি সস্নেহে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবীতে এমন সনদ কি কেহ পাইয়াছে? আমার অদৃষ্টে কি না ভাল হইয়াছিল? সকলি সেই অদৃষ্টের দোষেই গেল।

শনিবার দিন প্রভাত হইতেই আমি এত অন্তমনা ছিলাম যে, কাহারো হাসি বা গল্প মোটে আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি সারা দিনই নিজ শয়ন-কক্ষে বসিয়া বেবির নামকরণের ক্রক সেলাই করিতেছিলাম; কয়েকবার লীলা আসিয়াছিল। সে একবার আসিয়া বলিল—

"এলা! সুকুমার বেবিকে ত এরি মধ্যে খুব ভালবাসেন, সারাক্ষণ তাহাকেই লইয়া আছেন। বেবি এরি মধ্যে তাঁহাকে এত চিনিয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে কাহারো কাছে যাইতে চায় না, এমন কি আমার কাছেও নয়।"

আমি নীরবে হাসিলাম, সে হাসিতেও কষ্ট হয়। পুনরায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া লীলা বলিল—

"আচ্ছা ভাই, সুকুমার বিলাত হইতে আসিলে পর কি প্রকারে তোমাদের সব মিটমাট হ'ল?" আমি অম্লানবদনে কহিলাম—

"কি প্রকারে আর? তাহাতে ত আর ভাই কোন বিশেষ নূতনত্ব নাই।"

তাও কি হয়? তোমার সবি নূতন, নহিলে সামান্ত চিটিতে স্বামীকে দেশান্তরে, দ্বীপান্তরে কি পাঠাতে পার্ত্তে? তা ভাই আমায় বলতেই হবে, তোমাদের মধ্যে কে আগে মান ভাঙ্গালে।

লীলা! এই দেখ তোমার সঙ্গে বকে ক্রকের এখানটা ভুল হয়ে গেল। ওসব কথা পরে হবে ভাই, এখন আমায় ঝিরি-ঝিলিতে বেবির ক্রকটা সাজ কর্ত্তে দাও দেখি, নহিলে কাল সে কি পর্ব্বে? লীলা হাসিয়া দু এক কথার পর তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে মিঃ দত্ত ও মিঃ বসু আসিলেন। সে দিন বিপুল আয়োজনের সহিত ডিনারের বন্দোবস্ত হইতেছিল। দিদি অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন, পিসিমাও সারা দিন স্বহস্তে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে-ছিলেন।

সন্ধ্যার পর চারি দিকে জ্যোৎস্না হাসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। তখন শীতকাল, সেখানে বিলক্ষণ শীত পড়িয়াছিল। আমি একবার আয়ার কোল হইতে বেবিকে লইয়া

বার বার তাহার মুখচুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলাম। সকলেই ড্রইং রুমে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে সকলকার কণ্ঠস্বর ও হাস্যরব শ্রুত হইতেছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর পাইলাম না, তবে তাঁবুর মধ্যে তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে ক্ষীণ দীপ-শিখা দেখা যাইতেছিল। আমি একখানি শাল গায় জড়াইয়া সেই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। শীতের রাত্রি, চারি দিকে ধূমের মত কুয়াসা ঘিরিয়াছে, শুভ্র আকাশে ধূসর মেঘ ভাসিতেছে, শীতকালের ম্লান চন্দ্রের রজত কিরণ সরসীর বক্ষে ছড়াইয়া ক্ষুদ্র রজতখণ্ডের মত জ্বলিতেছে, বৃক্ষের পত্রে পত্রে জ্যোৎস্নালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতি শীতল মৃদু বায়ু বহিতেছিল। আমি কি যে ভাবিতেছিলাম, তাহা স্মরণ নাই; তবে সেসময়কার আকুল প্রাণের কাতর প্রার্থনা তব ত দয়াময় জগদীশ্বরের নিকট গিয়াছিল। আমি গাছের অন্ধকারে কতক্ষণ একাকিনী বসিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই। সহসা দূরে দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হইল, তবু মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম না যে, কে আসিতেছে। বুঝিলাম ডিনারের সময় হইয়াছে, দিদি কাহাকেও ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। তাহার পর সহসা স্বপ্নের মত সেই মধুর কণ্ঠে আকুল প্রেমপূর্ণ স্বর শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তাঁহার সেই মধুর আননে জ্যোৎস্নালোক ছড়াইয়া পড়িল। অধীর আকুল স্বরে "এলা, আমায় ক্ষমা কর" বলিয়া আমায় বাহুপাশে বন্দী করিলেন। আমার কিছুই মনে রহিল না, আমি নিঃশব্দে সেই বক্ষে মাথা রাখিয়া স্পন্দহীন জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার কতক্ষন পরে জানি না, তিনি আমায় অতি ধীরে টানিয়া সেই বাঁধা ঘাটে লইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি নীরবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। আমার এক বৎসরের দুঃখ সেই মুহূর্তের মধ্যে নামিয়া গেল। আমার শ্রান্ত হৃদয়ে আবার শান্তি পাইলাম। আমার কি আর কিছু প্রশ্ন আছে? কিছু না।

তিনি পুনরায় কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন —"এলা, আমায় ক্ষমা কর, আমি কি নিষ্ঠুর। তোমার মনে এ কয়দিন কত যাতনা দিয়াছি, কিন্তু এলা, আমারও দোষ নাই, এত দিন আমি তোমার চিটি পাই নাই।"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম—"চিটি পাও নাই, সে কি?"

এই দেখ, এই মাত্র আমি সে চিটি পাইয়াছি, আর ছুটিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। এলা! এত দিন আমি এ চিটি পাইলে কি বিলাতে থাকিতাম?

এই মাত্র পাইলে, সে কি কথা!

তুমি বুঝি দিদির আয়াকে চিটি ফেলিতে দিয়াছিলে? সে তাহা ফেলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার জামার পকেটে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, পরে অন্য কাজের ব্যস্ততায় তার সে চিটির কথা মনে ছিল না, এবং সে জামাটা ছিন্ন হওয়ায় সে

তাহা বাক্সের মধ্যে সেই দিনই তুলিয়া রাখে। কাল বেবির নামকরণ হইবে, সে তাহার ভাল কাপড় ঠিক্ করিতেছিল, হঠাৎ সব কাপড় চোপড় উল্টাইয়া ফেলিবার সময় চিটিখানা পায়, পাইয়াই সে তোমার আয়াকে বলে। পরে অনেক তর্ক বিতর্কের পরে তাহারা ঠিক্ করে যে, চিটিখানা তোমায় না দিয়া আমাকেই দিবে, কারণ তাহারা উভয়েই আমাদের কথা জানিত, আর তোমার আয়ার বোধ হয় তোমার দুঃখে মন বিচলিত হইয়াছিল। যাইহোক ইহা ঈশ্বরের অপার করুণা, নহিলে কি আমি এত শীঘ্র তোমায় ফিরিয়া পাইতাম? আমি যখন মনের দারুণ যাতনায় অধীর হইয়া ঘরে বেড়াইতেছিলাম, তখন নিতান্ত অপরাধিনীর মত আসিয়া আয়া এই চিটিখানি দিল। আমি তোমার হাতের লেখা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাড়াতাড়ি চিটি খুলিয়া পড়িবামাত্র এলা! আমার দুঃখক্ষিপ্ত হৃদয়ে কি হর্ষস্রোত বহিয়া গেল, তাহা তোমায় বলিয়া জানাইবার নহে। আমি দুইজন আয়াকেই বখসীস দিয়া আসিলাম, সত্য কথার এবং ন্যায়ের পুরস্কার। যদি তাহারা না দিত, তাহা হইলে আজ কি এমন হইত? এখন যেন আমার সব স্বপ্ন মনে হইতেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে আমি বলিলাম—"কেন তুমি বিলাত গেলে? যখন সব সংবাদ পাইলে, কেন ফিরিলে না?"

দারুণ অভিমানে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল।

এলা! যাইবার দিন যদি তুমি একবার একটি ভালবাসার কথা বলিতে, একবার আদর করিতে, তাহা হইলে আমি কি যাইতাম?

তোমায় দেখিয়া, তোমায় ভালবাসিয়া কি আমার তৃপ্তি হইয়াছে? তুমি কি প্রকারে আমায় ওরূপ নীচ জঘন্য ভাবিলে? মনে আছে সেই চিটি পড়িবার পর, আমি যখন তোমায় আদর করিতে যাই, তখন তুমি কি প্রকারে সরিয়া দাঁড়াইলে? আমি কোনমতে তাহা ভুলিতে পারি নাই। তোমার নিকট আমি স্বপ্নেও ওরূপ ব্যবহারের আশা করি নাই। আমি সেই দূর মফঃস্বল হইতে কত আগ্রহে চলিয়া আসিলাম, আসিয়া আমার মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। আমি ওরূপ দোষ কেন, অন্য কোন প্রকার দোষ ত ভুলিয়াও করি নাই, কাজেই আমার হৃদয়ে ইহা অতি দারুণ আঘাত দিল। এলা! যে ভালবাসিয়াছে, সে প্রণয়ের অপমান সহিতে পারে না। তাহার পর যখন সব গোল মিটিয়া গেল, আমি প্রতি মেলে তোমার একখানি চিটি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতাম, ভাবিতাম এই বার তুমি কত আদর করিয়া, ভালবাসিয়া আমায় পত্র দিবে, আমায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিবে, কিন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত হইত। তাহার পর সহসা অন্যের কাছে বেবির জন্ম-সংবাদ পাইলাম, বোধ হয় তুমি লিখিয়াছ, জানিয়া দিদি পূর্ব্বে লেখেন নাই, কিন্তু ভাবিয়া

দেখ তাহাতে আমার কি ভয়ানক যাতনা হইয়াছিল। আমার প্রথম সন্তানের ছন্দাংশ আমি কিছু জানিলাম না, সহসা জন্মের সংবাদ পাইলাম। তাহার কিছু দিন পরে আমার অতিশয় কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সে কথা তোমাদের লিখি নাই। আমি সেই অচেতন অবস্থায় কেবল তোমার নামই করিয়াছিলাম। সেখানে যাঁরা আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এলা কাহার নাম?" আমি বলিয়াছিলাম—"কেন?" তাঁহারা বলিলেন "আপনি ত সর্ব্বদাই 'এলা, এলা' করিতেন।" আমি অম্লানবদনে বলিয়াছিলাম, "তাহা ত জানি না।"

আমার আর চক্ষের জল বাধা মানিল না। এ সুখাশ্রু এ পোড়া চক্ষে ঝরঝর ধারে বহিতে লাগিল।

পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন— "তার পর এলা! তুমি যখন বেবির ফটো পাঠাইলে, সেই তোমার হাতের লেখা প্রথম দেখিয়া আমার কি আনন্দ হইয়াছিল! যখন কম্পিতহৃদয়ে, কম্পিতহস্তে খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে এক ছত্রও লেখা দেখিলাম না, শুধু ফটো, কেবল তাহার জন্মদিনের তারিখ লেখা ছিল, তখন আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছিল। একে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলে, তাহার পর সে অপরাধ মার্জ্জনাও করিলে না, একবার আমায় মনে করিলে না। আমার চক্ষে পৃথিবীর আর কোন সুখ বা শোভা ছিল না, জীবন যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হইয়াছিল। আমার সে সব যন্ত্রণা বলিবার নহে। পুরুষের ভালবাসা খেলার দ্রব্য নহে, পুরুষের হৃদয়ও পাষাণ নহে। সহিবার ত সীমা আছে, কিন্তু এখন তোমার যন্ত্রণাও বুঝিতেছি। ওঃ এত দিন আমরা কি দুঃস্বপ্নে মগ্ন ছিলাম।

"আমার কথা আর বলিও না, আমিই তোমার নিকট অপরাধী, প্রাণাধিক, আমায় তুমি ক্ষমা কর। তোমা হইতে আমার আর কিছু প্রিয় বা বাঞ্ছনীয় নাই, এই এক বৎসর তোমাকে হারাইয়া আরো তোমার মূল্য বুঝিয়াছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া আমি তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলাম।

তোমায় ক্ষমা করিব এলা? এই বলিয়া তিনি আমায় সাদরে উঠাইয়া লইলেন। আমি তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম, দেখিলাম তাঁহার সে দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে। তখন আমার নিজের জীবনের প্রতি কি ঘৃণা হইতে লাগিল। আমারি দোষে আমার সর্ব্বস্ব রত্নকে এত দারুণ যাতনা দিয়াছি, আমি কে যে আমার জন্য তিনি এত সহিয়াছেন? আর আমি কখনো তাঁহাকে কোন প্রকারে যাতনা দিব না, আমার যত্ন আদরে সকল ব্যথা দূর করিতে চেষ্টা করিব। স্বামীর সোহাগে ও প্রণয়-গর্ব্বে আমার হৃদয় পুনরায় পরিপূর্ণ হইল। তখন আর আমাদের কথা ফুরায় না, কত কথা—আশার কথা, ভবিষ্যতের সুখের

কথায় যেন সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার দুজনে কত হাসিলাম। এত দিনের অদর্শনের যাতনা যেন সে মুহূর্ত্তের মিলনে শেষ হইয়া গেল। সহসা আমার চক্ষু তাঁহার ঘড়ির চেন সংলগ্ন লকেটে পড়িল, এ যে নূতন দেখিতেছি, ইহাতে কার ফটো? তিনি হাসিয়া বলিলেন—

"কেন মিস লির ফটো, তা ছাড়া আর কার হবে?

আমি তখন হাসিয়া বলিলাম—"তা হোক, দেখি সে কেমন রূপসী।"

তা আমি কেন দেখাব?

আমি সজোরে টানিয়া লইলাম, খুলিয়া দেখি ফটো আমার। উচ্ছলিত প্রণয়-গর্ব্বে আমি তাঁহার প্রতি চাহিলাম, দেখি তিনি অনিমেষ হাস্যোজ্জ্বল প্রেম-বিকশিত আননে আমার প্রতি চাহিয়া আছেন।

"এই যে তোমরা এখানে, আমি ত সারা বাঙ্গলা খুঁজিয়া তোমাদের পেলাম না।"

সহসা দিদির কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া উভয়ে ফিরিয়া চাহিলাম। তিনি নিঃশব্দে কখন আসিয়াছিলেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—

"যাই হোক এলা, ঈশ্বর যে আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তোমাদের সুবুদ্ধি দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। আজ আমার সকল দুঃখ দূর হ'ল, ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরসুখী করুন।"

তিনি অল্প লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"দিদি! কবে থেকে আড়ি পাতিতে শিখিয়াছ?"

তোমাদের রকম দেখে সবই শিখিতে হয়। যাইহোক্ এত শীঘ্র যে মিটমাট করিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য। তোমার Sentimental এর জ্বালায় অস্থির হইয়াছিলাম।" আমি বলিলাম—

"দিদি! আর লজ্জা দিও না, চুপ কর।"

আচ্ছা থাক, সে কথা পরে হবে। এ দিকে ডিনার যে জুড়িয়ে গেল। অন্য দিনের চেয়ে যে আজ ঘণ্টা খানেক দেরি হইয়াছে। তোমাদের দুজনকে বাঙ্গলাতে না দেখিয়া, আমি আনিতে বারণ করিলাম। শেষে এত দেরি দেখিয়া এ দিকে আসিলাম।" আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে বাঙ্গালাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

সে দিন ডিনারের সময় যেমন আনন্দ হইয়াছিল, তেমন বহুদিন হয় নাই। আমি অনেক চেষ্টাতেও আপনার প্রফুল্লতা গোপন করিতে পার নাই। তাঁহার সেই পূর্ব্বের হাস্যপ্রফুল্ল ভাবে তিনি পুনরায় সকলকে সজীব করিয়া তুলিলেন। ডিনারের পর সকলেই ড্রইংরূমে আসিলেন, আমায় সকলে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি আর 'না' বলিতে পারিলাম না। গাহিলাম—

"ওহে পরাণ-প্রিয়, তারে দিও গো দিও,
তবু মধুর দৃষ্টি, মোহন হাসি, বচন অমিয়।

তার পর আর একটি গান গাহিয়া আমি সে দিনকার মত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

তিনি তখন কোথা হইতে একটা বেহালা আনিয়া সুর দিতে লাগিলেন। দিদি হাসিয়া বলিলেন—

"সুকোর এ আবার কবে থেকে হল? স্ত্রীজাতির কলা-বিদ্যায় আবার তোমার হাত দেওয়া কেন?" তিনি বলিলেন—

"আগে শোন, পরে সমালোচনা করিও।" তিনি সুর দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলে সকলে অনন্যমনা হইয়া শুনিতে লাগিল, আমি সেই অবসরে সুখপূর্ণহৃদয়ে আপন কক্ষে চলিয়া আসিলাম।

সেই করুণাময় জগদীশ্বরকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, তাঁহার করুণা ভিক্ষা চাহিয়া, সুখ-অবসাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কেমন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সহসা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি তিনি শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, সকলি যেন স্বপ্ন মনে হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ স্বর শুনিয়া মোহ ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন—

"এলা, আমি অনেকক্ষণ হইতে তোমায় দেখিতেছি। তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার অপেক্ষায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছি।" আমার সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। এত দিন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ যেন পুলকে জাগিয়া উঠিলাম।

পরদিন প্রভাত হইল। অতি বিমল স্নিগ্ধ প্রভাত। আজ বেবির নামকরণ হইবে, সকলেই সুন্দর বসনে সুসজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। আমার নয়নে সে দিন নবীন সুখালোক জ্বলিতেছিল। প্রার্থনাদির পর যখন সকলে গাহিলেন—

"তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে,
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।"

তখন আমার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ঈশ্বরের অসীম মহিমা যেন আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। উপাসনা হইবার পর দিদি বেবির নাম রাখিলেন "অমিয়," আমাদের সকলকারই মনের মত হইল।

তাহার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আর কি লিখিব? জীবনের যাহা একটি ভুল হইয়াছিল, তাহা জীবনব্যাপী যন্ত্রণা দিয়া গিয়াছে। এখন আর সে ভুল বা ভ্রম নাই। আমরা এলাহাবাদে আসিয়া বাস করিতেছি। যমুনার নিকটেই আমাদের বাটী, তাঁহার এখানে বেশ প্র্যাক্‌টিশ জমিয়াছে। ভবিষ্যতে উন্নতি হইবার খুবই আশা আছে। অমিয় এখন তিন বৎসরে পড়িয়াছে। সেই স্বচ্ছ নীল-সলিলা যমুনার তটে যখন আমরা ভ্রমণ করিতাম, অমিয় ছুটাছুটি করিত, আমার কোলে তিন মাসের বালিকা-বেলা খেলা করিত, তখন আমার জীবনে যেন স্বর্গের সুখ জাগিয়া উঠিত, মনে হইত—

"এ কি নব সুখ এ কিরে আনন্দ
কে দিল আনিয়া মোরে?
বিহগ কাকলি কুসুমের গন্ধে
নব গীত সুধা নব নব ছন্দে
জীবনের পাত্রে সহসা আজিকে
বাজিয়া উঠিল যে রে।"

হয় ত কোন দিন তিনি সহসা বলিয়া উঠিতেন—

"এলা কি ভয়ানক, একবার সে চিটির কথা মনে কর—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিতাম—"থাক, আর সে কথায় কাজ নাই, আমায় ক্ষমা কর, আমার ভুলেই ত তাহা হইয়াছিল।

তখন তিনি হাসিয়া বলিতেন—

"এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সঙ্ঘামিত্রা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

২য়। মনে কি সই হ'ল তোমার
মলিন কেন মুখ?
রাজার মেয়ে হবে রাণী,
মিষ্ট মধুর হাসি খানি
রাঙা ঠোঁটে উঠবে ফুটে রবে নাক দুখ,
মনে কি সই হল তোমায় মলিন কেন মুখ?

সঙ্ঘা। হায় সখি! প্রভাতের নিবিড় কুয়াসা
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অরুণের স্বর্ণ-
রশ্মি-রেখা, রজনীর নীল মেঘমালা
ঢাকি রাখে সুধাংশুর সহাস্য আনন।
তেমনি নিয়ত ঘোর অজ্ঞান আঁধার
রেখেছে আচ্ছন্ন করি মানুষের মন,
কেমনে বুঝিবে সখি, তত্ত্ব জীবনের?
কেমনে বুঝাব সখি অন্তরের কথা?
জান না কি এক মাতৃগর্ভে জন্ম লভি
সন্তান সন্ততি, সকলে সমান নহে
কভু—কেহ বা সুন্দর, কেহ বা কুৎসিত।
তা বলিয়া এক ভাই অন্য ভাইদের
এক বোন অন্য বোনদের, কবে কোথা
করে থাকে ঘৃণা দ্বেষ তুচ্ছ অবহেলা?
এক এই বসুন্ধরা জননী সবার;
তাঁর কোলে নিরন্তর দুঃখী ধনী সবে
পরস্পর আছি মোরা ভাই বোন মত,
তবে বল, ধনী আমি দরিদ্রেরে কেন
স্বর্ণ অট্টালিকা হ'তে রাখিব সুদূরে?
ভাগ্যবান্ হয়ে কেন কাঁদিব না অই
অভাগার তরে? সুখী হয়ে প্রেমভরে
কেন না ফেলিব অশ্রু দুঃখীর ক্রন্দনে?
ঐ দেখ পুত্রকোলে পতিহীনা নারী
দ্বারে দ্বারে ভ্রমিতেছে মুষ্টি-ভিক্ষা তরে,
সে মুষ্টি ভিক্ষার অন্নে পূরে না উদর!
বস্ত্র নাহি মিলে, অনাহারে ছিন্নবাস
পরি, কত দিন কাঁদিয়া কাটায়, বল,
এ হেন দুঃখিনী মোর নয় কি ভগিনী?
ঐ যে কাঁদিছে বসি কত নর-নারী,
পাপের জ্বালায় জ্বলে নিয়ত অন্তর,
মলিন কামনা হায়! সর্পিণীর মত
জড়ায়ে রয়েছে বক্ষে নিত্য নিরন্তর
করিছে আনন্দে পান হৃদয়ের তপ্ত
রক্তধারা, আহা! তারা বড়ই দুর্ব্বল,

পারে না করিতে দূর পাপ সঙ্গিনীরে
তাই দেখ হৃদয় বিকল, দু নয়নে
ঝরে অশ্রুজল, তাই মৃত্যু করিতেছে
নিয়ত কামনা, ম'রে চায় ঘুচাইতে
ভবের যন্ত্রণা। উহারা কি নহে ভাই
বোন? তবে সখি! জগতের দুঃখে কেন
কাঁদিবে না প্রাণ? ঝরিবে না কেন, আঁখি
হতে নীর? হইবে না কেন মুখ মোর
ম্লান? শুন সখি, নির্ঝরিণী জন্ম তার
উচ্চতম পর্ব্বত-শিখরে; তবু দেখ,
ধরণীর দুঃখেতে সে নিয়ত চঞ্চল,
তাই যবে নেমে গিয়া কঠিন ধরায়
স্নেহরসে সিক্ত করে বিশ্বের হৃদয়,
তখনি সে প্রাণে পায় তৃপ্তি অনুপম।
তেমনি জন্মেছি আমি উচ্চ রাজকুলে
তবু দুঃখীদের তরে কাঁদে মোর হিয়া।
তাই বলি, যে দিন ত্যজিব উচ্চ কুল,
সামান্য রমণী বেশে নামিব সংসারে,
সমগ্র হৃদয় দিয়া দুঃখিনী নারীর
করিব দারিদ্র্য দূর; জ্ঞানের আলোকে
নাশিব অজ্ঞের মোহ; উজ্জ্বল বিবেকে
যাইবে পাপীর পাপ বিষয়-বাসনা—
সখি, সেই দিন মোর, তৃপ্ত হবে মন;
সেই দিন জুড়াইবে প্রাণ। সেই দিন
নিরখিবে—স্বর্ণকান্তি উষার উদয়ে
উৎফুল্ল যেমন হয় কুসুমের দল,
হাসিটি যেমন ফুটে পুষ্পের অধরে;
তেমনি হয়েছে ফুল্ল বিবশ অন্তর,
তেমনি ফুটেছে হাসি ম্লান মুখে মোর।

১মা। হেঁয়ালী কি বলছ সখি
অর্থ যেন নাই।

২য়া। ওলো তুই কথা রাখ না ভাই!
কথায় কেবল বাড়ে কথা,
জেগে উঠে মনের ব্যথা,
আয় সখীরে ফুলের সাজে
ফুলরাণী সাজাই।

(সঙ্ঘমিত্রাকে ফুল দিয়া সাজান।)

১মা। আরসী খানি লয়ে করে
দেখ দেখি নয়ন ভরে,
কেমন বরণ, কেমন গড়ন,
কেমন নিজের মুখ;
চাঁদ বুঝি আজ তোমায় দেখে
পাচ্ছে মনে দুখ!

২য়া। সত্য সখি! মুখখানি তোর
চাঁদের চেয়ে ভাল,
এ মুখের কাছে নয়ক আর
মিষ্টি চাঁদের আলো।

১মা। এমন তোর মায়া-মাখা
করুণ নয়ন দুটি,

২য়া। সরলতায় ফুলের মত
উঠ্‌ছে যেন ফুটি।

১মা। এমন সরু বাঁকা ভুরু
আঁকা মনে হয়;

২য়া। কাল কাল চুলগুলি তোর
চরণ ছুঁয়ে রয়।

১মা। সরল হৃদয় খানি সখীর
ভালবাসায় ভরা,

২য়া। মধুমাখা প্রাণটি যেন
কোমল প্রেমে গড়া।

১মা। সখীর যেন দয়ার আর
কূল কিনারা নাই!

২য়া। দীনহীনের দ্বারে সখী
চায় যে যেতে ভাই!
সন্ধ্যা। এত ছড়া বল' শিখিলে কোথায়?
শুনিয়া যে মোর হাসি রাখা দায়।
১মা। এতক্ষণে আশা তবে পূর্ণ হল ভাই;
২য়া। আমরা তোমার মুখে শুধু হাসি
দেখ্‌তে চাই।
১মা। তোমার মুখে হাসিটুকু মিষ্টি সুমঞ্জুল,
২য়া। চাঁপা গাছে হাসে যেন সোণার চাঁপা
ফুল!
সন্ধ্যা। হাসিতে দেখিলে মোরে, মিটিল ত
আশ;
আবার আমার সাথে কেন পরিহাস?
১মা। থাক্‌ তবে আর সখীর নামে ছড়ায়
কাজ নাই;
২য়া। সে দিনকার সে গানটা গেয়ে
চল না ঘরে যাই।

গান।

সখীরে লজ্জা দিও না।
যাবে বনে ভাবে মনে প্রকাশ করো না।
সখী যে ধরায় দুখে, সদা রয় ম্লান মুখে,
ফিরায়ে কেহ তারে গৃহে নিও না।
(সখীদের প্রস্থান)।
(ক্রমশ:)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ, ডাক্তার সরকার, ছোট নরেন্দ্র, কালী *, শরৎ, রাখাল ইত্যাদির কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সেবক-হৃদয়ে]।

আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্ত্তিক, ইংরাজী ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতার শ্যামপুকুরের বাটীতে রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করে। বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) অসুখটা খুব হাল্কা হ'য়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হয়েছে? তা'হলে ঐ ঔষধটা খাই না কেন?

মাষ্টার। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি,

* কালী—(স্বামী অভেদানন্দ) এখন আমেরিকায় আছেন। আর একটি অন্তরঙ্গ ভক্ত শরৎ (স্বামী সারদানন্দ)। তিনিও অত্রত্র আছেন।

তাঁকে সব বোল্‌বো, তিনি যা ভাল হয় তাই বল্‌বেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, পূর্ণ * দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্চে!

মাষ্টার। (কালীর প্রতি) কালী বাবু, তুমি পূর্ণকে ডাক্‌তে যাও না।

কালী। এই যাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) ডাক্তারের ছেলেটী বেশ। একবার আসতে বোলো।

মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার। (মাষ্টারের প্রতি) এই এক মিনিট হলো তোমার কথা কচ্ছিলাম, দশটায় আসবে ব'লে, দেড় ঘণ্টা ব'সে। ভাবলাম, কেমন আছেন, কি হোলো।

ডাক্তার। (বন্ধুর প্রতি) ওহে, সেই গানটা গাওতো।

বন্ধু গাহিলেন :—

কর তাঁর নাম গান
যতদিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা অনন্ত জ্যোতিঃ জগৎ
করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম পীযূষ বারি, সকল
জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে
বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক
অপসারি হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে,
কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন-নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন
অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে
দুখ-লেশ হে।

ডাক্তার। (মাষ্টারের প্রতি) গানটী খুব ভাল, নয়? ঐ খানটী কেমন? "অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে।"

মাষ্টার। হাঁ, ওখানটী বড় চমৎকার, খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার। (সস্নেহে) অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছো ত? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়, তার পর আমি ডাক্তারী কর্‌তে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রেছি।

মাষ্টার। তা বেশ মহাশয়।

ডাক্তার। আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।

মাষ্টার। মহাশয়, এখানেই হ'ক আর সেখানেই হ'ক, সকলে আহ্লাদ ক'রে খাবে।

মা কালীর কথা পড়িল।

ডাক্তার। কালী ত একজন সাঁওতালী মাগী। (মাষ্টারের হাস্য)।

* শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন স্কুলে পড়িতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকে বড় ভালবাসিতেন।

মাষ্টার। ও কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার। শুনেছি এই রকম।

পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও অন্যান্য ভক্তের ভাব-সমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতে লাগিল।

ডাক্তার। ভাব ত দেখলুম। বেশী ভাব কি ভাল?

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন যে, ঈশ্বর চিন্তা ক'রে যে ভাব হয়, তাহা বেশী হলেও কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে, মণির জ্যোতিতে আলোও হয়, আর শরীর স্নিগ্ধও হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না।

ডাক্তার। মণির জ্যোতিঃ! ও যে Reflected light.

মাষ্টার। পরমহংসদেব আরও বলেন, অমৃত সরোবরে ডুব্‌লে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাতে ডুব্‌লে মানুষের অনিষ্ট হয় না; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

ডাক্তার। হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, দু চারটী রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাষ্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ডাক্তার 'চক্রবর্ত্তীর অহঙ্কার' এই কথা তুলিলেন।

মাষ্টার। পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া আসা আছে, অহঙ্কার কিছু দিনের মধ্যে আর থাকিবে না। তাঁর কাছে বসিলে জীবের অহঙ্কার পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওখানে অহঙ্কার নাই কি না? নিরহঙ্কারের নিকট আসলে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড় লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়াছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখ্‌তে গিয়াছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়ীতে। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৮৷৯টা হবে।

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী-ঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে নিজে এক একবার বাতি ধরে এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর বিদায়ের সময় হাত যোড় করে রহিলেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এঁর বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি রকম মত?

মাষ্টার। সে দিন খুব ভক্তি করেছিলেন। তবে কথা কয়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব-টাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আপনার মতের মত।

ডাক্তার। হাত যোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ওসব ভালবাসি না। মানুষের মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাষ্টার। আপনি ভাবটাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে 'গম্ভীরাত্মা' মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিনি সেই সে দিন আপনাকে বলেছিলেন যে, ডোবাতে হাতী নামলে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দিঘী

বড়, তাতে হাতী নামলে জল বেশী নড়েও না, গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাব হস্তী নামলে তার কিছু করতে পারে না। তিনি বলেন, আপনি "গম্ভীরাত্মা।"

ডাক্তার। I don't deserve the compliment. ভাব আর কি? Feelings, ভক্তি আরও অন্যায়। Feelings বেশী হলে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না।

মাষ্টার। Explanation কেউ দিতে পারে এক রকম করে—কেউ পারে না, কিন্তু মহাশয়, ভাব ভক্তি জিনিষটা অপূর্ব্ব সামগ্রী। Stebbing or Darwinism আপনার লাইব্রেরীতে দেখ্‌লাম। Stebbing বলেন human mind দ্বারাই হউক—evolution দ্বারাই হউক, বা ঈশ্বর আলাহিদা বসে সৃষ্টিই করুন, equally wonderful (সমান আশ্চর্য্য)। তিনি একটা বেশ উপমা দিয়াছেন, theory of light. "Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful." (আলোকের তরঙ্গায়িত প্রবাহের বৈজ্ঞানিক মত জান আর নাই জান, আলোক পদার্থ উভয়ক্ষেত্রেই সমান আশ্চর্য্য)।

ডাক্তার। হাঁ, আর দেখছ Stebbing Darwinism মানে, আবার Godও মানে।

(ক্রমশঃ)।

আশ্চর্য্য শিল্পকৌশল।

১২৫ মিনিটে গাছ কাটিয়া কাগজ প্রস্তুত ও সংবাদপত্রে পরিণত হওয়া।

খড়, কুটা, ঘাস, ছেঁড়া নেকড়া প্রভৃতিতে কাগজ প্রস্তুত হয়, ইহা সকলেই জানেন। অধুনা কাঠ হইতে কাগজ নির্ম্মিত হইতেছে। বৃক্ষ ছেদন করিয়া চেলা করিয়া সূত্রবৎ আঁইস তুলিয়া উপযুক্ত মশলা মিশ্রিত করিলেই কাগজোপযোগী হইল। এই কার্য্য শিল্পযন্ত্রের সাহায্যে কত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহার এই প্রকার বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে—প্রাতঃকালে ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় একটা বৃক্ষ ছেদন করিয়া নিকটস্থ কারখানায় নীত হয়। তথায় কলে ১২ ইঞ্চ পরিমাণে টুকরা টুকরা করিয়া, ছাল ছাড়াইয়া চেলা করা হয়। পরে অপর একটা কলের দ্বারা উত্থিত হইয়া সূত্রবৎ আঁইস তুলিয়া তরলরূপে একটা চৌবাচ্চায় রক্ষিত হয়, তথায় অন্যান্য উপযোগী মসলার সহিত মিশ্রিত হইয়া কাগজের কলে নীত হইয়া কাগজ প্রস্তুত হইল। ৯টা ৩৫ মিনিটের সময়ে কাগজ আড়াই মাইল দূরে ছাপাখানায় প্রেরিত হইল

এবং ১০টার সময় ছাপিয়া সংবাদপত্র বাহির হইল ও তৎক্ষণাৎ ডাকযোগে বিতরিত হইয়া পৃথিবীর নানা অংশে প্রচারিত হইতে লাগিল। সর্ব্বশুদ্ধ ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ব্যয় হয় মাত্র; কিন্তু যদি ছাপাখানা নিকটে থাকিত ও অন্যান্য বিষয়ে যে একটু সময় ব্যয় হইয়াছে, তাহা না হইত—তাহা হইলে আরও ২০।২৫ মিনিট পূর্ব্বে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। বিজ্ঞানের কি চমৎকার প্রভাব। শিল্পযন্ত্রের কি ক্ষিপ্রকারিতা শক্তি। কেবল ছাপার কার্য্য—ঘণ্টায় বড় বড় সংবাদপত্র ১০,০০০ খণ্ড মুদ্রিত হইতে পারে। স্কট রোটারি প্রেসে ও অন্যান্য প্রেসে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪০ হাজার খণ্ড সংবাদপত্র ছাপিয়া, কাটিয়া ও ভাঁজ করিয়া সচ্ছলে বিতরিত হইয়া থাকে।

বিবিধ তত্ত্ব।

১। জীবিতের কবর—কিছু দিন হইল চিকাগো নগরে একটী রমণীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই দিন পরে তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির পর দিন রাত্রিতে তাহার স্বামী হঠাৎ একটী শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠেন। কে যেন তাঁহাকে নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিল। তিনি স্বপ্ন-বোধে তাহা উপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার সেইরূপ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এবারে স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মৃত পত্নী তাঁহাকে ডাকিতেছে, "চারলস চারলস! আমাকে রক্ষা কর!" স্বামী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একটী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সমাধি-ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং স্বয়ং একটী খনিত্র লইয়া কবর খনন করিয়া শবাধার খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, তাঁহার স্ত্রী জীবিত রহিয়াছে, যদিও তখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ন্যায় ফিরিয়া শুইল। কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিয়া ক্রমে তাহার জ্ঞান হইল, তখন তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনা হয়। চিকাগো নগরের একজন ধর্ম্ম-যাজক বিসপ ফালোস (Bishop Fallows) এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

২। স্বামি-ভিক্ষা—পূর্ব্বে আমেরিকায় একটী বিধি ছিল, যদি কোন অপরাধীকে প্রাণদণ্ডের জন্য বধ্যভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবার অব্যবহিত-পূর্ব্বে, কোনও স্ত্রীলোক তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিত, তৎক্ষণাৎ তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে মুক্ত করা হইত। এরূপ একটী পরিবার অদ্যাপি বষ্টোন নগরে অবস্থিতি করিতেছে।

৩। বাইবেল প্রচার। ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে ফষ্টার প্রথম কাষ্ঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করিয়া বাইবেল মুদ্রিত করেন। তখন কত খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ১৮৮৬ অব্দে ইহার একখণ্ড ১৮০০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। যাহা-হউক তদবধি আজি পর্য্যন্ত প্রায় ১৩৫০ সংস্করণ হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ১৮৮৭ পর্য্যন্ত অন্যূন ১৩২৬ সংস্করণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবেল সোসাইটী স্থাপনাবধি ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এগার কোটি কুড়ী লক্ষ খণ্ড প্রচার করিয়াছে। আমেরিকা হইতেও চারি কোটি খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। অধুনা প্রতিবর্ষে ব্রিটিশ সোসাইটী দ্বারা চল্লিশ লক্ষ ও আমেরিকায় পনর লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়া থাকে।

খর্ব্ব বাইবেল বা অঙ্গুষ্ঠ বাইবেল—আকার ডাকের টিকিটের মত, দেখিতে আশ্চর্য্য ও মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষের পরি-চায়ক।

৪। প্রথম সংবাদপত্র। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে বিনিসিয়ান গবর্ণমেণ্ট প্রথম গেজেট (সংবাদ পত্র) প্রচার করেন। ইহা হস্তে লিখিত হইত। ফ্লোরেন্স নগরের মাগলিয়া বিবিয়ান পুস্তকালয়ে ইহার ৩০ ভাগ (30 Volumes) অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ইংলিস মারকুরি ইংলণ্ডের অত্যন্ত প্রাচীন সংবাদ পত্র। জর্ন্নাল-ডি-স্কাভার্ণস্ ফ্রান্সের প্রথম সংবাদ পত্র। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে ইহা প্রথম প্রচারিত হয়। পারিশ পার্লে-মেণ্টের কৌন্সিলর ডেনিস-ডি সলো ইহার সম্পাদকতা করিতেন। ইহাতে পুস্তকের তীব্র সমালোচনা হইত, তজ্জন্য তিনি গ্রন্থ-কারদিগের অত্যন্ত বিরাগ-ভাজন ছিলেন।

পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রাচীনতম সংবাদ পত্র—চিনের এক রাজকীয় পত্র।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রার বিবরণ।

কাম্যবনে তিন দিন বাস করিয়া বর্ষাণে যাত্রা উঠিল। পথিমধ্যে প্রথমে কর্ণবেধ নামক কুণ্ড, পরে শ্যামতলাই নামক একটি বৃহৎ জলাশয়, তৎপরে কদম্বখণ্ডী নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থান দর্শনীয় আছে। কদম্বখণ্ডী অতি মনোরম শান্তিময় স্থান। বহুদূরব্যাপী অতি সুদৃশ্য কদম্ব পুষ্পের বৃক্ষাবলী এবং আরও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের গাছ আছে, চতুর্দ্দিক্ গিরিমালা-মণ্ডিত ; এবং ক্ষুদ্র অথচ মনোহর একটি কুণ্ড আছে। যদিও কুণ্ডটীর চতুর্দ্দিকে বসিবার স্থানাদি মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই।

আহা! কদম্বখণ্ডীর যথার্থ শোভা

বর্ণনা এ সামান্য লেখনীর কার্য্য নহে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরমান্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত প্রেমসেবক শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিজ নিজ গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা ও মহিমা ভূয়সী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারাই বৃন্দাবন জানেন, বৃন্দাবনের মহিমা জানেন, বৃন্দাবনের সাধন জানেন। আমরা অন্ধ মূঢ়, আমরা শ্রীবৃন্দাবনের কিবা দেখিব, কিবা বুঝিব? প্রীতি ভিন্ন ভক্তির চক্ষু ফুটে না এবং চক্ষুর অদৃশ্য প্রাকৃত প্রীতির বস্তুর দর্শন হয় না। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

পিরিতি পিরিতি * সবাই কহে,
পিরিতি কি তার রীতি।
কি তার গঠন, কেমন বরণ,
কোন খানে তার স্থিতি।
সখি হে! কেমনে বুঝিব রস!
কোন রসাশ্রয়, কাহারি আধেয়
কেবা সে তাহারি বশ।
রঘুনাথ রূপ, রসের স্বরূপ,
বিদিত ভুবন মাঝে।
রস নিরমল, যেমত কমল
মধুকর কবিরাজে।
রসিক হইয়ে রস আস্বাদিতে তারি
অনুগত হবে।
নরোত্তম কয়, ব্রজ ভাবোদয়,
তবে সে দেখিতে পাবে॥"

আমরা কি এই মহাকাব্যের কিছু সার গ্রহণ করিতেছি, না এই সকল গুহ্যাতি-গুহ্য সাধন রহস্যের মর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি?

কথিত আছে, একটী নাগা সাধু কদম্ব-খণ্ডীর কুণ্ডের ধারে কদম্ব গাছের তলে তপস্যা করিতে করিতে কদম্ব গাছের ডালে তাঁহার জটা সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, পরে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জটা বিমোচন করিয়া দেন। এই মনোহর গিরিমালামণ্ডিত, কুসুম গন্ধে আমোদিত, পিককুল-নিনাদিত, বিবিধ তরুলতা পুষ্প শোভিত নির্জ্জন শান্তিময় প্রদেশ দর্শন করিলে প্রাণে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। কত কত ভক্তগণ এখানে আসিয়া হর্ষ, কম্প, পুলক, অশ্রু, স্তম্ভ বৈবর্ণাদি সাত্ত্বিক প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন। কদম্বখণ্ডীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এবং সাধক ভক্তগণের প্রেমানন্দ দর্শনে আমাদের কঠিন হৃদয়ও একটু আর্দ্র হইল, নীরস ও শুষ্ক চক্ষুতেও দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। এখান হইতে অনতিদূরে "দেহদান" নামক একটি কুণ্ড আছে। ব্রজবাসিগণ বলেন "শ্রীমতী রাধিকাজীউ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে এই স্থানে প্রথম দেহ দান বা আত্মদান করিয়া-ছিলেন।" এখানে সত্যনারায়ণ এবং একটী শিবলিঙ্গ আছে। তৎপরে এক স্থান দাউজী দর্শন, তৎপরে বর্ষাণ। বর্ষাণকে বৃষভানুপুরও বলে। বর্ষাণ

* পিরিতি শব্দে প্রীতি, পাঠিকা ভগ্নী স্মরণ রাখিবেন।

শ্রীমতী রাধিকাজিউয়ের পিত্রালয়। এখানে 'ভানুখর' নামক কুণ্ডের ধারে যাত্রা স্থাপিত হয়। কুণ্ডটী অতি বিস্তৃত, চারিদিকে পরিষ্কৃতরূপে বাঁধান ; একদিকে জলের উপরে বারান্দা, তন্নিম্নে জলপূর্ণ সোপানাবলী অতি মনোহর। ভানুখর ভিন্ন এখানে আরও কয়েকটী কুণ্ড আছে। এখানে পাহাড়ের উপর দর্শন। দর্শনে যাত্রা করিতে ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড দর্শন হয় এবং সাঁথরীখর নামক একটী অতি মনোহর উপত্যকা ভূমিতে গোঁসাই যাত্রী বাস করিয়া থাকে। দুইটী পাহাড়ের গাত্রে বসিবার সুন্দর স্থান নির্ম্মিত আছে। তাহার একটীতে রাধিকাজীউ নিজ সখীগণ লইয়া বসেন, অপরটীতে কৃষ্ণচন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া বংশীধ্বনি করেন, তখন বাস্তবিক অতি মনোহর দৃশ্য দেখা যায়। বিশ্ব-শিল্পি-রচিত নবীন তরুলতাপূর্ণ রমণীয় নীরব নির্জ্জন শান্তি-সদন এই ক্রীড়াময় প্রদেশে ভক্তগণের সাধনের ধন দ্বাপর যুগে কত খেলাই খেলিয়াছিলেন। এই সকল স্থান অদ্যাবধি সেই খেলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইহার পর আবার গহ্বর বন। এই বনকে কেহ কেহ গভীর বনও বলেন। আহা! গভীর বনেরই বা কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! উচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশে ঘন-তরুলতামণ্ডিত বহুদূরব্যাপী শ্যামল বন এবং কৃষ্ণকুণ্ড নামক একটী অতি সুন্দর কুণ্ড কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! এই কুণ্ডের ধারে ময়ূরকুটী নামে অতি উচ্চ একটী টিলা আছে এবং চারিধারে কদম্ব, বকুল, পিলু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষের উপর ময়ূর কোকিল শুক শারী নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী উড়িতেছে বসিতেছে, গান করিতেছে, নানা প্রকার কুসুম গন্ধে দিক্‌সকল আমোদিত হইতেছে। অতুলন অপার্থিব সৌন্দর্য্যে শোভিত পরম রমণীয় পরম নির্জ্জন শান্তিময় প্রদেশে কয়েকটী মহাত্মা সাধু বাস করেন। তাঁহাদের অতি পরিষ্কৃত পবিত্র ভজনকুটীরগুলিও দেখিতে মনোহর। এই সকল সাধুদিগের পালিত কতকগুলি গাভী আছে, গাভীগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আরো ইঁহারা আম জাম বাদাম কলা প্রভৃতি ফলের গাছ রোপণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মালতী, মধুমালতী, লবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতা, মাধবীলতা, মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পের গাছসমূহ ত স্বভাবতঃই বিরাজিত আছে। সাধুদিগের যত্নে উক্ত ফল পুষ্পের তরুলতাগুলি বড়ই মনোনয়ন-তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছে। আরো বসন্তকালে যখন মাধবীলতা আপাদমস্তক কুসুমে আচ্ছাদিত হয় এবং মধুকরগণ গুণ গুণ রবে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহার চারিদিক বেড়িয়া নৃত্য গীত করিতে থাকে এবং সাধু মহাত্মাগণ উক্ত পুষ্পিত লতাকুঞ্জতলে আসন করিয়া নিমীলিতনয়নে ইষ্ট চিন্তায় মগ্ন থাকেন, সে দৃশ্য অপূর্ব্ব। এই সুদৃশ্য এবং বিশ্বশিল্পি-রচিত অতুলন এই সমস্ত

শোভার ভাণ্ডার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ইহা কোন উপমা দ্বারা বুঝান যায় না।

এই গভীর বনের পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিবার সোপান। এই পাহাড়ের উপর কয়েকটী মন্দির আছে, তাহার কোনটীতে দানবিহারী, কোনটীতে মানবিহারী, কোনটীতে বিহারীজী, কোনটীতে রাধা গোবিন্দজী প্রভৃতি প্রতিমা দর্শন আছে। সম্প্রতি জয়পুরের রাজা রাজপুরীর মত সুবৃহৎ একটী ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই পাহাড় হইতে নন্দ-গ্রাম বা নন্দরাজমহল দর্শন হয়। এই পাহাড় হইতে অবতরণ-সোপানে শ্রীমতী রাধারাণীর পিতামহ পিতামহী দর্শন আছে। তৎপরে নিম্নে বৃষভানু রাজা, কীর্ত্তিদা রাণী ও ছিদাম সুবল, অষ্ট সখীসহ রাধাকৃষ্ণ এবং দাউজী দর্শন আছে। এখানে দুই দিন বাস করিয়া নন্দগ্রামে যাত্রা। নন্দগ্রামে যাত্রা করিতে পথিমধ্যে পিরিপুকুর নামে একটি কুণ্ড পরে একটি সুরম্য উপবনে রাধা গোপালজী দর্শন করিয়া প্রেমসরোবর এবং প্রেম-বিহারী দর্শন আছে। কথিত আছে মহা-ভাবস্বরূপিণী প্রেমময়ী রাধারাণী আপন প্রাণেশ্বর লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র অভিন্ন থাকিয়াও ভাবোন্মত্তা হইয়া "সখী প্রাণনাথ কৈ—প্রাণনাথ কৈ! আমায় ছাড়িয়া প্রাণনাথ কোথায় গেলেন" ইত্যাদি রূপে বিলাপ আক্ষেপে রোদন করিয়া-ছিলেন। (এই ভাব সাধক ভক্তগণের সাধনের বস্তু ; এই ভাবকে গোস্বামিগণ প্রেমবৈচিত্র্য ভাব নামে অভিহিত করিয়া-ছেন)। কথিত আছে শ্রীমতীর এই ভাবে সমুদয় সখীগণ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও মোহিত হইয়া সকলে মিলিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন। সেই প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া এই প্রেম সরোবর হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগকে বলেন এই সরোবরে স্নান করিলে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় প্রেমিকা হইবে। এখান হইতে সঙ্কেত বনে যাত্রা। সঙ্কেত বনেও কৃষ্ণকুণ্ড এবং সঙ্কেত বিহারী নামক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং সঙ্কেত দেবী দর্শন আছে। কথিত আছে এই বনে ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ দেন। এ বনটী নিকুঞ্জবনের মত মুক্তালতা প্রভৃতির ছোট ছোট লতাকুঞ্জে পূর্ণ। গোঁসাই যাত্রী এখানে এক দিন বাস করেন এবং রাস-যাত্রায় বিবিধ বাজী আলোক প্রভৃতি সমারোহ উৎসব করিয়া সকল যাত্রীকে পুরী কচুরী লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া থাকেন।

এখান হইতে যাত্রা করিয়া চন্দ্রা নামক কুণ্ড, আচার্য্য প্রভুর বৈঠক এবং বেলবন নামক অপর একটী কুণ্ড দর্শন করিয়া নন্দগ্রাম যাত্রা করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

মেয়েলি সাহিত্য ও বার্ ব্রত।

লক্ষ্মীর সপ্তদশটি উপাখ্যানের মধ্যে গতবারে একটী বিবৃত করিয়াছি। এবার আর একটী বর্ণিত হইতেছে।

অথ লক্ষ্মীর কথা।

এক ব্রাহ্মণের সাতটি কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া চৌদ্দ ছটাক চাউলের বেশী পাইত না। একদা তাহার চাউলের পিঠা খাইতে ইচ্ছা হইল। সে ব্রাহ্মণীকে বলিল যে, আজ ভিক্ষা করিয়া যে চাউল আনিব, তাহাতে পিঠা প্রস্তুত করিয়া আমরা দুইজনে খাইব—মেয়েদের দিব না। তুমি তাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিও। ব্রাহ্মণী কন্যাদিগকে নিদ্রাভিভূত করিয়া একজনের বাড়ী হইতে কুলা, একজনের বাড়ী হইতে পিড়ি, একজনের বাড়ী হইতে সরা চাহিয়া আনিয়া পিঠা ভাজিতে আরম্ভ করিল। পিঠা ভাজা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় মেয়েদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে জাগরিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা বাপ মিষ্ট, কি লবণ ও কথা মিষ্ট?" বড় পাঁচ জন বলিল, "মা বাপ মিষ্ট।" ছোট দুইজন বলিল, "লবণ ও কথা মিষ্ট।" ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল,—"চল, তোমাদিগকে মামার বাড়ী লইয়া যাই।" এই বলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণ চলিল। সন্ধ্যার সময় এক বনের নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বিশ্রামের নিমিত্ত তথায় উপবেশন করিল। বালিকা দুইটি পিতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ তাহাদের মাথার নীচে দুইটি ইট রাখিয়া প্রস্থান করিল।

মধ্য রাত্রে তাহারা জাগিয়া পিতাকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষ হইতে দুইটী পক্ষী মনুষ্যের স্বরে বলিল,—"তোমরা কাঁদিও না, পরে সুখী হইবে। এই বৃক্ষে আমাদের দুইটী শাবক আছে। বার বৎসর হইল, তাহাদের চক্ষু ফুটে নাই। তোমরা উপরে আসিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাটিয়া একটু রক্ত দাও।" মেয়ে দুইটী গাছে উঠিয়া তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা বৃক্ষশিরেই রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে এক রাজা মৃগয়া করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। কন্যা দু'টী বিপুল জন-কোলাহল শ্রবণ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ তাহাদের চক্ষের জল রাজার গাত্রে পতিত হইল। রাজা বৃক্ষের উপর কে আছে দেখিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য বৃক্ষে উঠিয়া বলিল,—দুইটী পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। রাজা

বলিলেন,—"তাহাদিগকে লইয়া আইস।" ভৃত্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। অতঃপর বড়টীকে রাজা বিবাহ করিলেন এবং কনিষ্ঠটীকে পেস্কার বিবাহ করিলেন। ছোটটী যথারীতি লক্ষ্মীর কথা শুনে, বড়টী রাজরাণী হইয়া সে সকল কথা ভুলিয়া গেল। এক দিন ছোটটী বড়টীকে বলিল,—"দিদি, লক্ষ্মীর কথা শুন।" বড়টি বলিল,—"লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া কি হইবে?" তদুত্তরে ছোটটি বলিল,—"লক্ষ্মীর কথা না শুনিলে রাজা ও রাজ্যের উপর লক্ষ্মীর কুদৃষ্টি পড়িবে।" রাণী সে কথা শুনিল না। শীঘ্রই লক্ষ্মীর অকৃপা হইল। এক দিন কথা বলিতে বলিতে রাণীর মুখ হইতে অগ্নি বহির্গত হইয়া রাজার মুখ পুড়িয়া গেল। রাজা ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া কোটালকে কহিলেন—"কোথাকার বনবাসিনী কন্যা আনিয়াছি, তাহার মুখের আগুনে আমার মুখ পুড়িয়া গেল। ইহাকে এখনই কাটিয়া রক্ত আনিয়া দাও, আমি সেই রক্তে স্নান করিব।"

কোটাল ভাবিল, রাজা রাগ করিয়া এই কথা বলিলেন। ক্রোধ থামিলে আবার রাণীকে আনিয়া দিতে বলিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাণীকে এক বনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটা কুকুরের রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইল। তাহার পর ছোট কন্যার অর্থাৎ পেস্কারের স্ত্রীর দাসী জল আনিতে যাইয়া জঙ্গলের ধারে রাণীকে দেখিতে পাইল। রাণী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ বাড়ীতে থাক? দাসী বলিল, পেস্কারের বাড়ী। তখন রাণী বলিলেন, তোমাদের মা ঠাকুরাণী আমার বোন, তাঁহাকে যাইয়া বলিও আমার এইরূপ কষ্ট হইয়াছে। ছোট ভগ্নী দিদির দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন। রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে সে দিদিকে বলিত,—"দিদি, এস লক্ষ্মীর কথা শুনি।" দিদি বলিত,—"আমি সকাল বেলা ছেলেদের পাতের সন্দেশ খেয়েছি।" এইরূপে কিছুদিন গত হইল একদিন রাত্রে ছোট বোন নিজের চুলের সহিত রাণীর চুল ও নিজের কাপড়ের সহিত রাণীর কাপড় বাঁধিয়া শয়ন করিল। প্রাতঃকালে রাণী উঠিতেই টান লাগিয়া ছোট বোনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে দিদিকে বলিল, "তুমি কোথা যাচ্ছ? আগে লক্ষ্মীর কথা শুন।" এই বলিয়া রাণীকে ধরিয়া রাখিয়া বাসি বিছানায় লক্ষ্মীর কথা শুনাইল। এই প্রকারে তিন রবিবার ও তিন বৃহস্পতিবার কথা শুনার পর, রাণীর কথা রাজার মনে পড়িল। রাজা কোটালকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার রাণী আনিয়া দাও।" কোটাল বলিল, "রাণীকে কোথায় পাইব?" রাজা বলিলেন, "আমার হাতী ছাড়িয়া দাও, যেখানে রাণী থাকে, অন্বেষণ করিয়া আনিবে।" হাতী অনেক স্থান খুঁজিয়া শেষে পেস্কারের বাড়ী গেল। রাণী হাতীর মাথায় লিখিয়া দিলেন,—

"রাজা বরবেশে না আসিলে আমি যাইব না।" লেখা দেখিয়া রাজা বিবাহের সজ্জায় পেয়ারের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। সে রাত্রে তিনি তথায় আহারাদি করিলেন। রাণী পরিবেশন করিলেন, রাজা কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিবার পূর্ব্বে রাণীর একটী পুত্র হইয়াছিল, রাজা তাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। পরে পরিচয় পাইয়া অতি সমাদরে রাণী ও পুত্রকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। রাণী আবার রাজার আদরের পাত্রী হইলেন এবং লক্ষীর কথা শুনিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

মহদ্বাক্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

২৪। তোমাকে এক দিন ভৃত্যের পদ গ্রহণ করিতে হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিয়া তোমার ভৃত্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা স্থির করিও।

২৫। অন্যকে যাহা করিতে বল, নিজে তাহা করিও, কখন ন্যায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিও না; আত্মীয় পরিজনের দুর্ব্বলতা সহ্য করিও, তাহা হইলে তোমাকে জ্ঞানী বলিব।

২৬। তোমার যদি সদ্গুণ থাকে, লোকে তাহার সংবাদ লইল না বলিয়া তাহাতে তোমার কিছু ক্ষতি নাই; সন্ধ্যার অন্ধকার সূর্য্যের কোন অপকার করিতে পারে না।

২৭। দুরাশা পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে নূতন সুখের দ্বার তোমার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে।

২৮। ধর্ম্ম কি বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছে? আমি ইচ্ছা করিলাম যে, ধর্ম্মসাধন করিব, দেখিলাম, অমনি ধর্ম্ম আমার সম্মুখীন হইলেন। দ্রুতগামী অশ্ব অপেক্ষা দ্রুততর বেগে ধর্ম্ম ধর্ম্মসাধকের নিকট উপস্থিত হন।

২৯। মানুষের কোন কোন ত্রুটির মধ্যেও তাহার সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। ধর্ম্ম-সাধক প্রায়ই নীরব। সাধকের কঠোরতা যিনি উপলব্ধি করেন, তাঁহার বৃথা বাক্যব্যয়ের অবসর কোথায়?

৩১। তোমার স্বর্গগত পিতার প্রতিমূর্ত্তি অপরের পক্ষে একখানি চিত্র মাত্র, কিন্তু তোমার পক্ষে উহা এরূপ এক গ্রন্থ, যাহা সর্ব্বদা তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছে।

৩২। পৃথিবীতে যত মহাপাপী ও

অসৎ লোক দেখা গিয়াছে, তাহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে? বাল্যকালে তাহাদিগের পিতামাতার আজ্ঞা অবহেলা করিবার প্রবৃত্তি হইতে।

৩৩। যে পুত্র পিতা মাতার প্রতি স্বীয় ঋণের ভার উপলব্ধি করিতে পারে, সে তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ কৃতজ্ঞ হয় যে, তাঁহাদিগের দোষ ত্রুটি ভুলিয়া যায়।

৩৪। নম্রতা ও ভদ্রতা শাণিত তরবারীর অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ।

৩৫। তুমি আনন্দে হাস্য করিতেছ, এমন সময়ে ক্রোধ রিপু তোমাকে আক্রমণ করিল; তখন কোথায় তোমার আনন্দ অন্তর্হিত হইল, কোথায় তোমার হাস্য চলিয়া গেল! ক্রোধের ন্যায় শত্রু আর নাই।

৩৬। ক্রোধ রিপুকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখ, নচেৎ উহা তোমাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে।

৩৭। আমি উচ্চবংশ-জাত, আমি বিপুলধনশালী, ইহা বলিয়া গর্ব্ব করিও না, কেন না জ্ঞান ও ধর্ম্মই মানুষের এক মাত্র গৌরব।

৩৮। যদি স্বীয় মহত্ত্ব রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে সহিষ্ণুতা শিক্ষা কর।

৩৯। হে দুঃখশোক-পরিতপ্ত সংসারী, হতাশ হইও না, কেন না পরমেশ্বরের যে কত অদৃশ্য অনুগ্রহ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা তুমি কি প্রকারে কল্পনা করিবে? সহিষ্ণুতা বড় তিক্ত বৃক্ষ, কিন্তু উহার পরিণাম ফল বড় সুমধুর।

সত্যশতকম্।

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
সত্যে তপনের তাপ, স্থিতা বসুমতী,
সত্যে ধর্ম্ম, সত্যে স্বর্গ, সত্যে পরা গতি।২১

অশ্বমেধসহস্রেণ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ-সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥
সহস্র যজ্ঞের সহ সত্য তুলে ধর,
দেখিবে সত্যের ভার হবে গুরুতর।২২

অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রকঃ॥
অসতের সেবা, মিথ্যা, কটু, কদালাপ
কুশাস্ত্র কুকথা পুত্র জেন মহাপাপ।২৩

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥
অক্রোধে বিনাশ ক্রোধ, পাপ সাধুতায়,
দুষ্টে উপকারে, সত্যে বিনাশ মিথ্যায়।২৪

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
সত্য বল, প্রিয় বল, ছাড় অপ্রিয় ভাষণ,
প্রিয় মিথ্যা বলিবে না, এই ধর্ম্ম সনাতন।২৫

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচো মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
দেখিয়া চলিবে, বস্ত্রে ছেঁকে খাবে জল,
সত্য বল, মনঃপূত আচর সকল।২৬

পরিশ্রুত্য চ দাতব্যং স্বসত্যমনুপালয়।
শ্মশানবদ্বর্জ্জনীয়ো নরঃ সত্য-বহিষ্কৃতঃ ॥
সত্য রাখ, স্বীকৃত দাতব্য কর দান,
মিথ্যাবাদী জনে ছাড়, শ্মশান সমান।২৭

ন যজ্ঞৈ র্দক্ষিণাবদ্ভিস্তৎপুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ।
কর্ম্মণান্যেন বা বিপ্রৈর্যৎসত্যপরিপালনম্ ॥
যজ্ঞ কিংবা অন্য পুণ্যে যত ফল হয়,
সত্যপালনের মত কিছু কিছু নয়।২৮

কিং দানং নাকাঙ্ক্ষ্যম্
কিং মিত্রং যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ।
কোঽলঙ্কারঃ শীলম্
কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যং ॥
আশাহীন যেই দান, সেই দান দান;
চরিত্রই মানবের ভূষণ প্রধান;
মিত্র সেই, পাপে যেবা করে নিবারণ,
এক মাত্র সত্যবাক্য বদন-ভূষণ।২৯

নহি প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ।
লক্ষণং হি মহত্বস্য প্রতিজ্ঞা-পরিপালনম্ ॥
পুরুষের যত ধর্ম্ম জগত ভিতর,
স্বসত্য-পালন হতে নাই শ্রেষ্ঠতর ॥৩০

বিদ্যুৎ।

অগ্নি ও আলোকের ন্যায় বিদ্যুৎ এক স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। তাপ যে প্রকার পৃথিবীর পদার্থে বিদ্যমান আছে, বিদ্যুৎও সেইরূপ সৃষ্টির সকল পদার্থে বর্ত্তমান আছে। তাপ যে প্রকার পদার্থের পরমাণুতে অন্তর্হিত থাকে, বিদ্যুৎও সেই প্রকার পদার্থ মাত্রের পরমাণুতে অন্তর্হিত বা অপ্রকট থাকে। যে প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত হইলে তাপ নিঃসৃত হয়, সে প্রকারে পদার্থ ঘৃষ্ট বা আহত অথবা উত্তপ্ত বা অন্য কোন কারণে অবস্থান্তরিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা বিদ্যুতের পরিচালক অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার কোন অংশ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়; অপর কতকগুলি পদার্থ অপরিচালক অর্থাৎ বিদ্যুৎ তাহার ভিতর দিয়া চলিতে পারে না। ধাতু, জল-সিক্ত বায়ু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি দ্রব্য সকল পরিচালক এবং কাচ, লাক্ষা, রবর, শুষ্কবায়ু প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। কোন দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত অবস্থা ত্যাগ করিয়া পুষ্ট বা ব্যক্ত হয়, তাহা নিকটে পরিচালক পদার্থ পাইলে তাহার ভিতর দিয়া অমনি চলিয়া যায়, প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু নিকটে পরিচালক পদার্থ না থাকিলে যে দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই থাকে। পরন্তু এক বস্তুতে ঐ প্রকার পুষ্ট বিদ্যুৎ ও নিকটস্থ অন্য এক বস্তুতে অন্তর্হিতাবস্থ অপ্রকট বিদ্যুৎ থাকিলে উভয় পদার্থের বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও পদার্থ নিকটস্থ হইলে পুষ্ট বিদ্যুৎ যে পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোকরূপে অপ্রকট

বিদ্যুৎবিশিষ্ট অন্য পদার্থে পতিত হয়। বিদ্যুতের এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে গমন সময়ে আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন ইহা এক মেঘখণ্ড হইতে অন্য মেঘখণ্ডে গমন করে, তখন যে আলোক হয়, তাহাকেই লোকে বিদ্যুৎ কহে। বিদ্যুতের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে একটী নাম "তড়িৎ;" এবং প্রকট ও অপ্রকট ভেদে ইহা পদার্থবিদ্যায় "পুষ্ট তড়িৎ" ও "ক্ষীণ তড়িৎ" বলিয়া অভিহিত হয়।

যদি একটী পরিচালক পদার্থ একটী অপরিচালক পদার্থের সহিত একত্রিত, ঘর্ষিত বা রাসায়নিক নিয়মে দ্রবীভূত হয়, তাহা হইলে যেটী পরিচালক, তাহাতেই পুষ্ট তড়িৎ এবং যেটী অপরিচালক তাহাতেই ক্ষীণ তড়িৎ প্রকাশবান্ হয়।

যে যে বস্তুতে সমানবর্ণ তড়িৎ মুক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়ে, আর যে যে বস্তুতে অসমান বর্ণ তড়িৎ মুক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে।

স্বভাবতঃ প্রত্যেক বস্তুতেই দুই প্রকার তড়িৎ সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন কোন বস্তুতে পুষ্ট তড়িতের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষীণ তড়িতের পরিমাণ অধিক হয়, তখন ঐ ক্ষীণ তড়িতের অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্ত বা প্রকাশবান তড়িতের কার্য্য করে। ঐরূপ যখন কোন বস্তুতে ক্ষীণ তড়িৎ অপেক্ষা পুষ্ট তড়িতের ভাগ অধিক হয়, তখন সেই পুষ্ট তড়িতের ঐ অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্তভাবে অবস্থিতি করে। এই মুক্ত তড়িতই যাবতীয় কার্য্য সাধন করে; ইহাই আকাশ হইতে আসিয়া গৃহাদি ধ্বংস করে, তারের মধ্য দিয়া বার্ত্তা বহন করে, শরীর পোষণ করে এবং যাবতীয় সংযোগ বিয়োগ কার্য্য সাধন করে।

বিদ্যুৎ দুই প্রকারে পরিচালিত হয়, যথা—অন্তঃপরিচালন ও বহিঃপরিচালন। যে পরিচালক বস্তুর অভ্যন্তরস্থ তড়িৎদ্বয় সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে, তাহার নিকটে যদি মুক্ত তড়িৎবিশিষ্ট একটী বস্তুকে আনিয়া স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ঐ পরিচালক বস্তুর তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়া উহার প্রান্তাভিমুখে গমন করে; তন্মধ্যে যেটী উক্ত মুক্ত তড়িতের অসমানবর্ণ, তাহা তদভিমুখীন প্রান্তে এবং যেটী উহার সমানবর্ণ, তাহা অপর প্রান্তে উপনীত হয়। অপরন্তু ঐ বস্তুর সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় বিযুক্ত হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিলে ঐ মুক্ত তড়িৎ ও তদাকৃষ্ট অসমান বর্ণটীর মধ্যে একটী আপনার অবস্থান পদার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যটীর সহিত গিয়া মিলিত হয়, এবং তাহাতে উভয়েই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ পরিচালনকে বহিঃপরিচালন বলা যায়। এই সাম্যাবস্থা বহিঃপরিচালনের চরমাবস্থা বলিলেই হয়।

যদি দুই প্রকার তড়িৎ দুইটী বস্তুর সমান-রূপ প্রান্তে থাকিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ

করিতে থাকে, তাহাহইলে যে তড়িৎটী প্রবল, সেইটী আপন আশ্রয়ীভূত প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া মধ্যবর্ত্তী বায়ু ভেদ করতঃ অপরটীর সহিত মিলিত হয়; কিন্তু যদি ঐ দুইটী প্রান্তের মধ্যে একটি স্থূলতর এবং অপরটি সূক্ষ্মতর হয় এবং যদি দুইটী বস্তুই তুল্যরূপ পরিচালক হয়, তবে স্থূলাগ্রস্থিত তড়িৎ প্রবলতর হইলেও অগ্রসর হইতে পারে না। এ স্থলে সূক্ষ্মাগ্রস্থিত তড়িৎটী আপনার আধার হইতে স্খলিত হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া অপরটীর সহিত মিলিত হয়। পিত্তলনির্ম্মিত একটী গোলা আর একটী সূচী এই দুয়ের মধ্যে গোলাটীতে প্রবলতর তড়িৎ থাকিলেও সূচাগ্রস্থিত তড়িৎ অগ্রসর হইয়া গোলাস্থিত তড়িতের সহিত মিলিত হয়।

দুইটী অসমপরিচালক (তাম্র ও দস্তা) কিয়ৎ পরিমাণ জল ও অম্ল প্রভৃতি কোন দ্রবকারক পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে দুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভূত হয়। এইরূপ যন্ত্রকে রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্র বলে; কিন্তু ঐ যন্ত্রের দুইটী পরিচালক পদার্থের সহিত যে দুইটী ধাতুর তারসংযুক্ত থাকে, তাহাদিগের বহিঃপ্রান্ত পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হইলে ঐ যন্ত্রের মধ্যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় না।

বিদ্যুৎ জগতের সকল পদার্থে বিদ্যমান আছে, সুতরাং সর্ব্বত্র উহার প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির সময় উহার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। উষ্ণ দেশে উহার যে প্রকার প্রভাব, শীতপ্রধান দেশে তাদৃশ দেখা যায় না। কিন্তু তথায় বিদ্যুৎ অল্প আছে এমত নহে, সর্ব্বত্রই সমান পরিমাণে আছে, কেবল বিবিধ নৈসর্গিক কারণে তাহা বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হয়। ল্যাপ্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে এক প্রকার জ্যোতিঃ নভোমণ্ডলে ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকৃত বিদ্যুৎ; কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া স্থির সৌদামিনীবৎ আকাশের কিয়দ্দেশ ব্যাপিয়া থাকে। ইহাকে "অরোরা বোরিএলিস" কহে।

পূর্ণিমার ইন্দু।

পূর্ণিমার ইন্দু সকলের আনন্দপ্রদ। প্রেমিকের, ভক্তের, কবির সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে। শশাঙ্ককে দেখিলে কবি-হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইয়া কল্পনার উৎস খুলিয়া যায়, ভাবের প্রস্রবণ ছুটিতে থাকে। দম্পতী-হৃদয়ের কত ভালবাসা উভয়ের হৃদয়ে নীরবে কার্য্য করিতে থাকে; পূর্ণিমার ইন্দুকে দেখিয়া প্রণয়ীর পবিত্র প্রণয় একের হৃদয় হইতে অপরের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে মিশিতে চায়।

তাহাতে এক উচ্ছ্বাসময় ভাবে উভয়ে মোহিত হইয়া উঠে। তখন তাহারা স্বপ্ন-রাজ্য রচনা করিয়া তাহাতে বাস করে এবং মুহূর্ত্তের জন্য পবিত্র স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ভক্তের হৃদয় চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় পুলকিত হইয়া উঠে, তখন তাহার হৃদয় সৌন্দর্য্যের খনি হৃদয়-মণি ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সে বাহ্যদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তখন সে "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" নিষ্কলঙ্ক প্রেমচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হয়। (১)

কিন্তু ইন্দু বিরহি-হৃদয়ের বিচ্ছেদজনিত দুঃখ বিগুণিত করিয়া তুলে। পূর্ণিমায় চন্দ্রকে দেখিলে প্রিয়জনের প্রেমপূর্ণ আনন বিরহি-হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন তাহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়ে, ও তড়িতের মত ভাব হৃদয় হইতে বাহির হইবার জন্য আঘাত করিতে থাকে। প্রিয়জন কাছে নাই, একাকী আনন্দ ভোগ দুঃখ ভোগের কারণ হইয়া উঠে, তখন তাহার হৃদয় হইতে এই বাক্য বাহির হয়:—

"আমারি মত হৃদয়ব্যথা তার কি গো হয়?
কাছে নাহি প্রিয়জন সুধাইব কায়?"

মনুষ্যের স্বভাবতঃ এমনই একটি গুণ আছে যে, ভালবাসার পাত্রকে ছাড়িয়া একাকী কোনও আনন্দ ভোগ করিতে চায় না। এই জন্যই চন্দ্রমা বিরহি-হৃদয়ের বিচ্ছেদ-জনিত ব্যথা আরও জাগাইয়া দেয়। চন্দ্র তাহার ধার করা রূপে এত লোককে মুগ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু যে হৃদয়ের নিষ্কলঙ্ক প্রেমচন্দ্র দেখিয়াছে, তাহাকে আর বাহিরের চন্দ্র মুগ্ধ বা ব্যথিত করিতে পারে না।

শ্রীইন্দিরা দেবী (শাস্ত্রী)।

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক সুবিখ্যাত নাস্তিক দার্শনিক পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিয়া তদীয় শেষ জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

অয়স্কান্ত মণি।

প্রাচীন ম্যাগনেসিয়া নগর তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের অনতি-দূরে অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর প্রাচ্য মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের আবাস-ভূমি ছিল, সুতরাং ইহার অসাধারণ শোভা সৌন্দর্য্যের অসদ্ভাব ছিল না। ম্যাগনে-সিয়া নগর লৌহের খনি সকলের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এই খনির এরূপ খ্যাতি উত্তোলিত ধাতুর পরিমাণের জন্য নহে; খনিজাত ধাতুর অত্যাশ্চর্য্য গুণ-সমূহের জন্যই। এই ধাতুর ইংরাজী নাম (Leadstone) লেডষ্টোন বা সিসা প্রস্তর। লেডষ্টোন হইতে অপভ্রংশ হইয়া লোডষ্টোন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম

অয়স্কান্ত এবং বাঙ্গালায় আমরা ইহাকে 'চুম্বক' বলি। এই ধাতুর একটী শলাকার ভারকেন্দ্র কোন একটী সূচিমুখের দ্বারা অবলম্বিত হইলে যতক্ষণ না ঐ শালাকাটী পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সাম্য বা অচঞ্চল অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অস্থির ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। পৃথিবীর গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে হওয়াতে ঐ শলাকাটি উত্তর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হইলেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অয়স্কান্তের যে প্রান্ত উত্তর দিকে থাকে, তাহাকে উহার সুমেরু বা উত্তর মেরু আর যে প্রান্ত দক্ষিণ দিকে থাকে, তাহাকে কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু কহে।

অতি পূর্ব্বকালে ম্যাগনেসিয়া ও উহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ যে সভ্য বুদ্ধিজীবী জাতির আবাসভূমি ছিল, ইতিহাস ও কিম্বদন্তী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ চুম্বক বা অয়স্কান্তের অত্যাশ্চর্য্য ও সজীব গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অনেকেই বোধ হয় আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ নামক নাবিকের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। কত দিন পূর্ব্বে ঐ উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। তবে প্রাচীনকালেও যে ইহা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সাধারণের প্রিয় ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঐ উপন্যাসে অয়স্কান্ত-খনি (Mountain of Adamant) এডামেন্টের পর্ব্বত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সিন্ধবাদের জাহাজ-সংলগ্ন সমস্ত প্রেক ও লৌহ উক্ত পর্ব্বত কর্ত্তৃক এত বলে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ঐ সমুদয় ভীষণ শব্দ করিয়া উক্তপর্ব্বত গাত্রে সংলগ্ন হওয়ায় জাহাজখানি খণ্ড খণ্ড হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়।

ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর হইতে কৃষ্ণসাগরে জাহাজের গতিবিধি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এই স্থানে একজন ভ্রমণকারী আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনার সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণসাগরের তীরে সিনোপের দিকে জাহাজ সকল প্রবলবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। পোতাধ্যক্ষ অতি কষ্টে জাহাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত পোতাধ্যক্ষের মনে সন্দেহ হয় যে, তাঁহার দিগ্‌দর্শন অয়স্কান্তের আকর্ষণে বিপথগামী হইয়াছে। এইরূপ সন্দেহ প্রযুক্তই অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে উক্ত তীরে একটী মূল্যবান্ অয়স্কান্তের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আডামেন্টের পর্ব্বতের সহিত এই চুম্বকের খনির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে।

ম্যাগনেসিয়াতে প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া চুম্বকের নাম ম্যাগনেট হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে চুম্বকশলাকা উত্তর দক্ষিণ ভাবে অবস্থিত না হইলে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু চুম্বকের এই একটী মাত্র ধর্ম্ম নহে। ইহার আরও অনেক গুণ বা ধর্ম্ম আছে। চুম্বক কোন ইস্পাত খণ্ডে সংঘর্ষণ করিলে উক্ত ইস্পাত

খণ্ডও চুম্বকের ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, কিন্তু ইহাতে ঐ চুম্বকের গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না। চুম্বক, লৌহ ও ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণশক্তি এত প্রবল যে, আকর্ষিত লৌহ অথবা ইস্পাত একবার চুম্বকের সহিত সংযুক্ত হইলে, প্রচুর বল প্রয়োগ না করিলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বহুসংখ্যক শিল্পী চুম্বকের এই আকর্ষণশক্তির সাহায্যে যন্ত্রাদি পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা যে সফল হইবে, তাহা অসম্ভব নহে।

চুম্বকার্ষণের কারণ অবধারিত হয় নাই বটে, কিন্তু বৈদ্যুতিক ধর্ম্মের সহিত ইহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। চুম্বক হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তীরাকৃতি ইস্পাত খণ্ডকে চুম্বকে ঘর্ষণপূর্ব্বক চুম্বক-ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া নাবিকদিগের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

আকর্ষণশক্তির ন্যায় চুম্বকের বিকর্ষণশক্তিও অতি প্রবল। চুম্বকের সমমেরুদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিলে উহারা প্রবল বেগে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি উত্তর পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ২৭এ মে সিমলায় ব্যবস্থাপক সভা বসিবে।

২। অরেঞ্জ সাহেব ভারতের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল অর্থাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদ লর্ড কুর্জ্জনের সৃষ্ট নূতন পদ।

৩। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান রাজমন্ত্রী রাইট অনারেবল সিসিল রোডসের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাধারণ হিতার্থ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ শিক্ষার উন্নতি জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি আকারে রক্ষিত হইবে।

৪। গত ৫ই এপ্রেল মুসলমান বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চিফ জষ্টিস স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্লিন সভাপতির কার্য্য করেন। মহিলা ও বালিকা সকলে পরদার অন্তরালে ছিলেন। চিফ জষ্টিস পৃথক্ গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৫। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট লুবে রুশীয় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেণ্টপিটার্স বর্গে গমন করিয়াছেন।

৬। রুসিয়ার ছাত্রেরা রাজবিদ্রোহী হওয়াতে ৯৫ জন সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত এবং ৫৬৭ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৬ । হংকং দ্বীপে প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ৬ জন জাপানী ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

৭। পণ্ডিতা রমাবাইয়ের কার্য্যের উন্নতি দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সারদাসদন, কৃপাসদন ও মুক্তি-বিদ্যালয়ে ১৯৫০টী অনাথা হিন্দু বাল-বিধবা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছে।

৮। শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রটেষ্টাণ্ট প্রচারক সংখ্যা ২০০ ছিল, এখন ১০ হাজার হইয়াছে।

৯। আনি বেসাণ্ট হিন্দুজাতির গৌরব ও কল্যাণবর্দ্ধনার্থ কয়েক বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখকর।

১০। গত ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার ছোট লাট স্যারজন উডবরন্ কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অপার সার্কুলর রোডে ৫৪ হাজার টাকা ব্যয়ে যে ৫ বিঘা ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতে বালক ও বালিকাদের বোর্ডিং সহিত বাটী হইবে।

১১। সাহিত্য পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১২। আগামী নবেম্বরে কাবুলের নূতন আমীরের রাজ্যাভিষেক হইবে।

১৩। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডিলারে ও কেম্প বোয়র বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। সকবর্গার প্রভৃতি বুয়ার নেতৃগণ যে সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা সফল হয় নাই।

১৪। বসন্তকালে কলিকাতায় পুনরায় প্লেগ জাঁকিয়াছে। প্লেগ, বসন্ত, জ্বর ও ওলাউঠায় দিন গড়ে শতাধিক লোকের মৃত্যু হইতেছে। ভগবান্ আপদ্ দূর করুন্।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ব্রহ্মগীতা—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্ম-কর্তৃক বিরচিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে সুপরিচিত এবং ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মাস্বাদবোধে আপনার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্রহ্মগীতা পুস্তকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সাধন প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে প্রথম দুই খণ্ডে কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষা ও ভাব লইয়া বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম্মযোগে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে ইহা অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক

পাঠে যেমন ধর্ম্মসাধকগণ, সেইরূপ জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনেক উপকৃত হইতে পারিবেন। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ দেখিলে আমরা সুখী হই।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—ম-লিখিত, মূল্য ১৲ টাকা। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের কতকগুলি মহার্ঘ উপদেশ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পুস্তক খানি যেরূপ সুন্দর ভাষায় রচিত, তাহাতে সাধারণে সহজে ইহার ভাবগ্রহ করিতে পারিবে। আমরা ইহার অন্যান্য খণ্ডের প্রচার দেখিতে চাই। ইহা দ্বারা অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু প্রাণ শান্তি লাভ করিবে।

৩। রাজর্ষি-কুমার—শ্রী প্রসন্ন কুমার মজুমদার প্রণীত, মূল্য ৷৹ আনা। ধ্রুব-চরিত্র নানাবিধ ছন্দো বিশুদ্ধ পদ্যে রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধর্ম্মের অনেক উচ্চ ভাব ও সদুপদেশ আছে।

৪। সাবিত্রী—স্ত্রীপাঠ্য আর একখানি মাসিক পত্রের অভ্যুদয়ে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, সকলি সুপাঠ্য।

৫। রাখাল রাজা—মূল্য ⁄৹ আনা। মহর্ষি যিশুর জীবন অতি সরল ভাষায় ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বালকেরা ইহা পাঠ করিয়া বেশ আনন্দ ও উপকার লাভ করিবে। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর চিত্রও আছে।

বামারচনা।

দলিত কুসুম।

দলিত কুসুম অই, হায়! তুলি সমাদরে
আবিলতা ধৌত করি রাখ গো পবিত্র ঘরে।
দলিও না পদে আর হয়েছে মলিত ক্ষীণ,
দেবতা পূজার যোগ্য ছিল ইহা কোন দিন॥
তুলে লও পাপ ধূলি ধুয়ে স্নেহ অশ্রুজলে,
দেখিবে গো সুবসন্তে নবরূপে কি উজলে।
আমরা সবাই হায়! পাপে কলঙ্কিত কত,
তবে কেন পতিতারে কর সবে পদাহত?

যে জন না বুঝি হায়! অসতের প্রলোভন,
পাপের আবিল জলে ঢেলেছে জীবন মন,
তাহাকে দু হাতে ধরি, যতনে আগে উঠাও;
কোথায় সুপথ আছে অহে ভাই তা দেখাও।
আমাদের পিতা যিনি দয়া ক্ষমাতে অতুল,
নিশি দিন ভুলে যান আমাদের মতি-ভুল।
পাপ পরিত্যাজ্য বটে, পাপী যে কৃপার জীব,
এই কথা কানে কানে সদা বলিছেন শিব।

শ্রীস—

সুনীতির পাখী।

সুনীতি। আয় পাখী আয় পাখী মোর
কাছে আয়,
সোণার পিঞ্জর করে রাখিব তোমায়,
এনেছি তোমার তরে দেখ কি সুন্দর
শিশির বিধৌত ফল সুপক বিস্তর।১

পাখী। (অয়ি বালে) তব বাক্য সুধাময়
অয়ি, দয়াবতী,
কিন্তু ভালবাসি আমি মুক্ত বায়ু অতি,
থাকিতে স্বর্ণপিঞ্জরে নাহি অভিলাষ,
মহীরুহ-শাখা মম নিরাপদ বাস।২

সু। ওরে প্রিয় পাখী, তুই রহিবি কোথায়,
যখন তুষারে মগ্ন ক্ষেত্র সমুদায়,
বৃক্ষশাখা লতা পাতা নীহারিকাময়,
কোথায় কোথায় পাখী পাইবে আলয় ?৩

পা। নাবালে। উড়িয়া যাব দূর দূরান্তর,
যেথায় নির্ম্মল নভ শ্যামল প্রান্তর,
বসন্ত রঞ্জিবে যেথা, হাসিবে প্রকৃতি
তথায় গাহিব আমি মুক্ত প্রাণে গীতি।৪

সু। ওরে ওরে ক্ষুদ্র পাখী কে রক্ষিবে
তোরে!
অলঙ্ঘ্য সাগর পার গিরিচূড়া পরে।
অবোধ বিহঙ্গ তুই থাক মোর ঘরে,
মানব-হৃদয় দেখ কত স্নেহ ধরে।৫

পা। জান না কি সুকুমারী, দয়াময় নাথ
দিবানিশি সমভাবে রন সাথ সাথ,
সুখেতে স্বাধীন ভাবে করি বিচরণ
নিত্যই সুরস ফল করিব ভক্ষণ।৬
প্রিয়তর হয় মোর স্বাধীন জীবন,
মরণ সমান অধীনতা আবরণ,
সব সুখ তুচ্ছ করি স্বাধীনতা পেলে,
অধীনতা হ'তে দুঃখ নাহি ধরাতলে।

শ্রীশশিমুখী দেবী—সাহারাণপুর।

রাণী।

প্রখর রবির করে
চারি দিক্ ধূধূ করে,
আগুন ছড়ায় সমীরণ!
ভয়ে না পাখীরা ডাকে,
কুলায়ে লুকায়ে থাকে,
পুড়ে যায় নিখিল ভুবন!
হেন কালে পশি ঘরে,
দেখিনু পালঙ্কপরে,
আমরি রে, এ কাহার কাজ!
এ দগ্ধ দুপুর বেলা
কার এ চটুল খেলা
এ আনন্দ কে আনিল আজ!
কোথা হ'তে আসিল সে,
বাড়ী তার কোন্ দেশে,
দেব কি দানব সেই জন,—
করিয়া ত্রিদিব জয়
আনিয়াছে মনে লয়,
নন্দনের কুসুম রতন!
কেমনে, কেমনে আসি
পারিজাত পুষ্পরাশি

বিছায়ে রাখিল বিছানায় ;
কিবা রূপ কি সুন্দর।
দেব-নর-মনোহর!
কি লাবণ্য ঘরে উছলায়!
কাঙ্গালের জীর্ণ বাসে
শোভা আজি অট্টহাসে
কে ঢালিল এ অমৃত আলো!
কে করিল অনুগ্রহ,
জীবনের শুভগ্রহ,
কাঙ্গালেরে কে বাসিল ভাল!
পড়ি আঁখি একবার,
ফিরিতে চাহে না আর,
ওগো তোরা কে দেখিবি আয়!—
এ ব'লে বাড়ানু হাত,
কোথা ফুল পারিজাত,
নয়ন মেলিয়া বালা চায়!
অধরে ফুটিল হাসি,
ঝরিল অমৃতরাশি,
আঁচলে ঢাকিল মুখখানি,
তখন পারিনু তারে
পলকেতে চিনিবারে,
সে ত সখি আমারি সে রাণী!

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

মরণের তীর।

হায়! কোথায় সে মরণের তীর,
যেথা হ'তে ফিরে যায় জীবনের
শত ক্ষুধা শত আকাঙ্ক্ষা অধীর?
যেথাকার শান্তি বায়ে নিবে যায়
সুপ্রদীপ্ত এই বাসনা প্রদীপ ;
হায়! যার তৃণহীন তটাহত
চূয়ে প'ড়ে কাঁদে কামনা অতৃপ্ত।
হায়! কোথায় সে মরণের তীর?
সেথা পৌঁছে নাকো কভু জীবনের
ঘৃণা অহঙ্কার বিদ্বেষের বিষ।
যার কোলাহলহীন দ্বার হতে
ফিরে গো সভয়ে পাপ হিংসা রিষ।
হায়! কোথায় সে মরণের তীর,
যেথা পশেনাকো কভু দুখের এ
অভিশাপপূর্ণ নিশ্বাস গভীর?
যেথাকার স্নিগ্ধ বায়ে জুড়াইয়া যায়
শোকের এ তীব্র যন্ত্রণা অস্থির
হায়! কোথায় সে মরণের তীর?
যথা মৃত্যু রহিয়াছে সাম্যের নিবাস
ভাঙ্গি বৈষম্যের কঠিন মন্দির,
যথা সম ভাবে হয় অভ্যর্থিত
দীন ধনী কিম্বা অবোধ পণ্ডিত
যথা স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজে কেবল,
পার্শ্বে যার হায়! শুখাইয়ে যায়
যাতনার শত উষ্ণ অশ্রুজল
যার স্তব্ধ দ্বারে মিলাইয়া যায়
আশা নিরাশার অশান্ত কল্লোল।
তুলি যার স্তব্ধ সুমহান রূপে
যাত্রী কোন জন ফিরে না কথন
ডুবিতে পুনঃ এ চির কল্লোলিত কূপে
জীবনের জ্বালা যেথা মিটায় গো
শান্তির অমৃত পিয়ে সমভাবে

হায়! কোথায় সে মরণের তীর ?
ক্লিষ্ট ক্লান্ত মানব-পরাণ হ'তে
উঠে অহরহ এই ক্রন্দন গভীর।
চির স্তব্ধ আশাহীন স্নিগ্ধময়
হায় কোথায় সে মরণের তীর।

লজ্জাবতী বসু।

বর্ষ বিদায়।

পুরাতন ডুবিতেছে—নবীনে বরণ কর।
মঙ্গল আরতি গানে পূর্ণ কর প্রতি ঘর॥
বছর যেতেছে চলে—দাও তাকে যাইবারে,
অসত্যে তাড়াও দূরে, সত্যে ডাক সমাদরে॥১
পুরাতন ডুবিতেছে নবীনে বরণ কর।
বিশুষ্ক পরাণ মাঝে নব জীবন সঞ্চার॥
বছর ডুবিতে যায়—দাও তাকে যাইবারে।
পুরাতন ঝেড়ে ফেল—নূনব বসন প'রে॥২
পুরাতন ডুবিতেছে—নবীনে বরণ কর।
শান্তিমাখা গীতে আজি পূর্ণ কর প্রতি ঘর॥
বছর যেতেছে চলি—দাও তারে যাইবারে,
আবিলতা ধুয়ে ফেল পবিত্র বসন প'রে॥৩
পুরাতন ডুবিতেছে—নবীনে বরণ কর,
অবনত শিরে আজি বিধির আশীষ ধর!
বছর ডুবিতে চায়—হেসে দাও যাইবারে
সজীব সতেজ হয়ে সত্যে ডাক সমাদরে॥৪
ফিরে চল চল পুরাতন সখা।
বল পুনঃ মোরে দিবে কি না দেখা॥
চারি দিকে দীপমালা জ্বলিতেছে অই।
লইবে কি সাথে মোরে শুধিতেছি তাই॥
জীবনের ধারা কত শুষিয়াছ তুমি।
নিয়ে চল সখা মোরে যথা স্বর্গভূমি॥
বৈতরণী তটে দ্রুত ধাইতে যে চাই?
তুমি ত নির্ম্মম নও পুরাতন ভাই॥৫

দার্জিলিঙ শ্রী—

ভগ্ন প্রাণ।

কদিনের তরে শিশু আমাদের বিশ্বে
এসেছিলি হায়!
একি বিধি! পরমাদ
এখনো পূরেনি সাধ,
কদিনের তরে তারে দেছিলে ধরায়!১
কদিনের কথা হায়! বেশী দিন নয়,
কুসুম-কলিকা;
ক্ষুদ্র ওই শিশু টুক
দিতে পারে এত দুখ,
এক দিনো ভাবি নাই নিতান্ত বালিকা!২
"সেত নাই বিশ্বে" "সেত আসিবে না
আর" বলিছে সকলে!
বিদরিয়া যায় বুক
সেই কচি-শিশু-মুখ!
কেমনে পড়িল হায় কালের কবলে!৩
সেই ত ডাকিল কাক নিশি হ'ল শেষ
হইল প্রভাত!
আগেকার কাল যাহা,
যার যা' সাধিছে তাহা,
জননী কাঁদিছে শিরে করি করাঘাত!৪

বুকের পাঁজরগুলি ভেঙ্গে গেছে সব
'জননীর' হায়!
দুটি চোক ভরা জল,
হ'ল দেহ হতবল,
তবুও আসে না শিশু কি হবে উপায়! ৫
শুনিলে একটু রব মনে হয় হায়!
মুহূর্ত্তে তাঁহার,
বুঝিয়া প্রাণের ছেলে,
আসে সব খেলা ফেলে
থাকিবে সে কতক্ষণ কোথা একা আর! ৬
তার যে ভাঙ্গে না খেলা—সে আর
আসে না। আসিবে কি আর?

দেখি তার মুখপদ্ম,
দেবতা হয়েছে সদ্য,
কেঁদনা জননি! তুমি কাঁদিও না আর!
বৃথায় রোদন
সে যে সেথা শত সুখে
রহিবে দেবতা-বুকে!
কেন মা কাঁদিছ এত তবে অকারণ!
শত দয়া ক'রে যদি
তারে দেছিলেন বিধি,
করেছেন তিনি তাঁরে আবার গ্রহণ!!
অনন্ত-আনন্দে সেথা রবে তব-ধন!!

কুমারী নগেন্দ্রবালা বসু—বীরভূম।

১৩০৮ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস, জীবনচরিত ও দেশ ভ্রমণ।

৫। উপন্যাস ও গল্প।

৬। বিজ্ঞান।

৭। পদ্য ও সঙ্গীত।

৮। বিবিধ।

৯। গ্রন্থাদি সমালোচনা।

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১১। নূতন সংবাদ।

১২। বামারচনা।